৪র্থ বর্ষ
৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০০০

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৪র্থ বর্ষঃ	৩য় সংখ্যা
রামাযান-শাওয়াল	১৪২১ হিঃ
অগ্রহায়ণ ও পৌষ	১৪০৭ বাং
ডিসেম্বর	২০০০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান মোল্লা

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮,
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১,
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাস্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দরসে কুরআন ০৩
- দরসে হাদীছ ০৯
- প্রবন্ধঃ
  - সূরা হুজুরাতের সামাজিক শিক্ষা ১১
    - শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
  - অধিক পুণ্য হাছিলের মাস রামাযান ১৪
    -মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
  - কুরআনের আলোকে মানব সৃষ্টি রহস্য ১৮
    - মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম মিঞা
  - ব্যবহৃত গহনার যাকাত প্রসঙ্গে একটি বিশেষ আলোচনা *-অনুবাদঃ আবদুছ ছামাদ সালাফী* ২০
  - রামাযান মাসে কতিপয় ছায়েমের ভুলের সতর্কীকরণ *- অনুবাদঃ নূরুল ইসলাম* ২৪
- অর্থনীতির পাতা
  - পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ইসলাম ২৮
    - শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
- চিকিৎসা জগৎ
  - ধনুষ্টঙ্কার (Tetenus) ৩৩
    - ডাঃ মুহাম্মাদ হাফীযুদ্দীন ও ডাঃ মুহাম্মাদ মুহসিন আলী
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান
  - রাখে আল্লাহ মারে কে ৩৪
    - মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান
- কবিতা ৩৬
  - মাহে রামাযান *-শিহাবুদ্দীন সুন্নী*
  - আমি আল্লাহর সৈনিক -মুহাম্মাদ ইলিয়াস
  - সর্বনাশা বন্যা *-মুহাম্মাদ এবাদত আলী শেখ*
  - বিদায় দে মা *- আব্দুল্লাহ আল-মামূন*
- সোনামণিদের পাতা ৩৭
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৯
- মুসলিম জাহান ৪৪
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৫
- সংগঠন সংবাদ ৪৬
- প্রশ্নোত্তর ৪৯

c®Q` cwiwPwZ : ZvInx` UwÕ (¥iwR:)-Gi ¤m¨R¥bÀ wbwgZ cwćg cvBcvov Avn¥j nv`xm R¥vg gmwR`, Zvjv, mvZÎxiv

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

মাহে রামাযানঃ

হিজরী বর্ষের ৯ম মাস মাহে রামাযান আমাদের দুয়ারে সমাগত। বছরে একবার এমনি করে রামাযান তার মাসব্যাপী অফুরন্ত রহমতের পশরা নিয়ে আমাদের নিকটে হাযির হয়। যারা একে চিনেন ও বুঝেন, তারা একে সম্মান করেন, মর্যাদা দেন, নিজের গোনাহ মাফের জন্য তওবা করেন, আল্লাহ্র নিকট থেকে বিশেষ পুরস্কার নেবার জন্য সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং যারা একে চিনেন না, চিনতে চান না; বুঝেন না, বুঝতে চান না, তাদের সকলের উদ্দেশ্যেই আমাদের আজকের নিবেদন।

ছিয়ামের উদ্দেশ্যঃ ছিয়ামের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে আল্লাহভীরুতা সৃষ্টি করা। এর সরলার্থ এটাই যে, আল্লাহ ভীরুতার মধ্যেই মানবতার কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত। এর বিপরীতটার মধ্যে তার অকল্যাণ ও ধ্বংস অনিবার্য। আল্লাহ ভীরুতার মাধ্যমেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ সম্ভব, নইলে নয়। আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ব্যতীত জান্নাত লাভ অসম্ভব। উপরোক্ত বিষয়ে দৃঢ় ঈমান ও আল্লাহ্র নিকট থেকে পারিতৌষিক লাভের দৃঢ় প্রত্যাশা নিয়ে যদি কেউ ছিয়াম পালন করেন, প্রতি রাত্রিতে ও বিশেষ করে ক্বদরের রাত্রিগুলিতে নফল ইবাদত ও ছালাত আদায় করেন, তার বিগত জীবনের সকল গোনাহ মাফ করা হবে' বলে হাদীছে ওয়াদা করা হয়েছে (মুত্তাফাক্ব আলাইহ)। মূলতঃ জান্নাত লাভের স্থির লক্ষ্য নিয়ে যিনি ছিয়াম পালন করেন, জান্নাত লাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সকল বিষয় তিনি পরিহার করেন বা করতে সাধ্যমত চেষ্টা করেন। একদিনেই সেটা অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়, তাই পূর্ণ একমাস তাকে সময় দেওয়া হয়। যাতে আল্লাহ ভীরুতা তার অভ্যাসে পরিণত হয় এবং তার চরিত্রে স্থিতিশীলতা আসে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্যঃ জীবন যুদ্ধে ক্ষুৎপিপাসার কষ্টকে জয় করা এবং ক্ষুধার্ত মানবতার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। 'ক্ষুধার রাজ্যে জীবন গদ্যময়' কথাটি কিছুটা বাস্তব হ'লেও প্রকৃত মানবতা কখনোই ক্ষুধার কাছে হার মানেনা। ক্ষুধার জ্বালায় সে তার বিবেককে, তার মানবতাকে বিসর্জন দিতে পারে না। একজন মুমিন পুরা একমাস দৈনিক ১২/১৩ ঘন্টা ক্ষুৎ-পিপাসার তীব্র দহনজ্বালা হাসিমুখে সহ্য করে এবং যাবতীয় হারাম ও মিথ্যার কালিমা হ'তে মুক্ত থেকে নিজেকে দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে যে, না বস্তুবাদীদের লোভনীয় প্রস্তাব সমূহের চক্রজাল তাকে মানবতার উচ্চতম শিখর হ'তে সামান্যতম নীচু করতে পারেনি। ষড়রিপুর তীব্র আবেগের কাছে সে পরাজিত হয়নি। এভাবে সবকিছুকে জয় করেই সে এগিয়ে চলে সম্মুখ পানে জান্নাত লাভের তীব্র আকাংখা নিয়ে। ধনী-গরীবের পার্থক্য তার কাছে কোন পার্থক্যই নয়, বরং মনুষ্যত্বের তারতম্যই তার কাছে বড়। ছবর, ছালাত ও সহমর্মিতার সাথে মাসব্যাপী ছিয়াম সাধনা তাই আল্লাহ্র নৈকট্যশীলতার অবিরত প্রশিক্ষণের মাস হিসাবে গণ্য হয়।

তৃতীয় উদ্দেশ্য ঃ বান্দার স্বাস্থ্যগত উন্নতি। অধিক ভোজনের ফলে শরীরে যে বাড়তি মেদ বা কোলেষ্টেরল (Cholesterol) জমা হয়, তা শিরা-উপশিরায় ও হৃৎপিণ্ডে রক্ত প্রবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এমনকি রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে হঠাৎ মানুষের মৃত্যু ঘটে। নদী-নালায় পলি জমলে যেমন পানির স্রোত বাধাগ্রস্ত হয় ও এক সময় নদী মরে যায়। অনুরূপভাবে দেহের শিরা-উপশিরা ও ধমনীগুলিতে মেদ জমলে রক্ত স্রোত বাধাগ্রস্ত হয় ও রক্তচাপ (Blood pressure) সৃষ্টি করে এবং যেকোন সময় রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে মানুষ মারা যায়। রামাযানের মাসব্যাপী ছিয়ামের ফলে শরীরে বাড়তি মেদ জমতে পারে না। বরং জমা মেদ খরচ হয় ও বহুলাংশে হ্রাস পায়। ড্রেজিং করার ফলে নদীর স্রোত যেমন বৃদ্ধি পায়। ছিয়ামের ফলে তেমনি শিরায় ও হৃৎপিণ্ডে রক্ত প্রবাহে অধিক গতিময়তা সৃষ্টি হয়। এতদ্ব্যতীত যাদের পেটের দোষ, অজীর্ণ, গ্যাষ্ট্রিক আলসার ইত্যাদি রয়েছে, ছিয়াম তাদের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। ছিয়ামের ফলে সারা দিন পাকস্থলী বিশ্রাম পায়। তাতে গ্যাষ্ট্রিকের ব্যথা কমে যায় ও রোগীর উপকার হয়। 'ধূমপানে বিষপান' কথাটি সর্বাংশে সত্য। বরং সিগারেটের ধোঁয়া একজন অধূমপায়ী ব্যক্তির স্বাস্থ্যের বেশী ক্ষতি করে। যদিও অন্যের ক্ষতি করার কোন অধিকার কারো নেই, তথাপি ধূমপায়ী লোকেরা বাসে-ট্রেনে, লঞ্চে-ষ্টীমারে, অফিসে-ক্লাবে একাজটিই করে থাকেন সর্বদা মহা স্বস্তিতে বঙ্কিম ভঙ্গীতে ধোঁয়া উড়িয়ে। ভদ্রলোক নিজে বিষপান করেন ও অন্যের দেহে বিষপ্রয়োগ করেন। এতে নিঃসন্দেহে তিনি হত্যাযোগ্য অপরাধী হন। কিন্তু চেতনার ঐ উচ্চমার্গে এখনো আমরা পৌঁছতে পারিনি। তাই পোষাকী ভদ্রতার আড়ালে সব ঢেকে যায়। রামাযানুল মুবারকে বাধ্যতামূলকভাবে সারাদিন ধূমপান না করায় ফুসফুস দীর্ঘ সময় ধরে নিকোটিনের বিষক্রিয়া হ'তে মুক্ত থাকে। যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী হয়। তাছাড়া যারা ধূমপান ত্যাগ করতে চান, তাদের জন্য রামাযান একটি মোক্ষম সুযোগ এনে দেয়। ছিয়াম অবস্থায় কিছু লোক ঘন ঘন থুথু ফেলে। তাদের ধারণা থুথু গিললে ছিয়াম ভঙ্গ হয়। এটা নিতান্তই ভুল ধারণা। ঘন ঘন থুথু ফেলা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। থুথুর সাথে দেহের অনেক মূল্যবান পদার্থ যেমন 'টায়ালিন' (Ptyalin) বেরিয়ে যাওয়ায় শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। এ বদভ্যাস অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

রামাযানের একমাস ছিয়াম শেষে পুনরায় পূর্ণোদ্যমে চালু হওয়া পাকস্থলী হঠাৎ দুর্বল হয়ে পড়া স্বাভাবিক। তাই পরবর্তী মাসে তাকে আবার ছয়টি সুন্নাত ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে প্রতি চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে অর্থাৎ পূর্ণিমার আগে-পিছে আইয়ামে বীয-এর তিনটি নিয়মিত নফল ছিয়াম পালনের নির্দেশ। এভাবে সারা বছর মানুষের সুষম স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার শারঈ ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে।

রামাযানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল এই যে, এমাসেই বিশ্ব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নে'মত হিসাবে আল্লাহ্র নাযিলকৃত সেরা ঐশীগ্রন্থসমূহ নাযিল হয়। যেমন রামাযানের ১ম রাত্রিতে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উপরে ছহীফাসমূহ নাযিল হয়। ৬ তারিখ দিবাগত রাতে হযরত মূসা (আঃ)-এর উপরে 'তাওরাত', ১২ তারিখ দিবাগত রাতে হযরত দাঊদ (আঃ)-এর উপরে 'যবূর', ১৩ বা ১৮ তারিখ দিবাগত রাতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপরে 'ইন্জীল' এবং ২৪ তারিখ দিবাগত রাতে সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআনুল হাকীম নাযিল হয় (আহমাদ, মাবদুইয়াহ, ইবনু কাছীর)। ছহীফাসমূহ, তওরাত, যবূর, ইন্জীল প্রভৃতি স্ব স্ব নবীর নিকটে একবারে নাযিল হয়। কিন্তু কুরআনুল কারীম দুনিয়ার আসমানে নির্ধারিত 'বায়তুল ইযযাতে' লায়লাতুল ক্বদরে প্রথম একবারে নাযিল হয়। তারপর সেখান থেকে ধীরে ধীরে কার্য-কারণ ও ঘটনা মোতাবেক দীর্ঘ ২৩ বছরে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে 'নুযূলে কুরআনে'র সমাপ্তি হয়। কুরআনের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বলা হয়েছে 'হুদা' ও 'ফুরক্বান' অর্থাৎ সত্যের পথনির্দেশ এবং সত্য-মিথ্যা ও হালাল-হারামের পার্থক্যকারী (ইবনু কাছীর)। নুযূলে কুরআনের মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষের জন্য সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে সর্বশেষ পথনির্দেশ প্রেরিত হয়েছে এবং বিগত সকল এলাহী গ্রন্থের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। অতএব যারা পৃথিবীতে সত্যিকারের শান্তি ও কল্যাণপিয়াসী, তাদেরকে কুরআনের অনুসরণ ও তার বাহক শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুগমন ব্যতীত অন্য কোন পথ খোলা নেই। ঐশী গ্রন্থসমূহ নাযিলের পবিত্র মাস হিসাবে রামাযান যেভাবে আল্লাহ্র নিকটে সমাদৃত ও সম্মানিত, তেমনিভাবে সর্বশেষ ঐশী হেদায়াত আল-কুরআনের অনুসারীরাও আল্লাহ্র নিকটে বিশ্বের সর্বাধিক সম্মানিত জাতি (আলে ইমরান ১১০)। অতএব আসুন! আমরা আমাদের সেই সম্মান ধরে রাখার চেষ্টা করি এবং ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করে রামাযানে তাক্বওয়ার বিশেষ সাধনা ও আল্লাহভীরুতার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!! (স.স.)।

দরসে কুরআন

অসীলা

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوْا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۞

উচ্চারণঃ ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানুত্তাকুল্লা-হা ওয়াবতাগূ ইলাইহিল ওয়াসীলাতা ওয়া জা-হিদূ ফী সাবীলিহী লা'আল্লাকুম তুফলিহূনা।

অনুবাদঃ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ কর এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদ কর। তাহ'লে তোমরা সফলকাম হবে' *(মায়েদাহ ৩৫)*।

শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ

১. ওয়াব্‌তাগূ (وَابْتَغُوْا)ঃ 'এবং তোমরা অন্বেষণ কর'। ছীগা جمع مذكر حاضر বাব افتعال মাদ্দাহ بَغْيٌ، بُغَاءٌ অর্থঃ চাওয়া, কামনা করা, অন্বেষণ করা। بَغَى عَلَيْهِ بُغْيَةً তার উপরে সীমা লংঘন করা, যুলুম করা ইত্যাদি।

২. **ওয়াসীলাহ** (الْوَسِيْلَةُ)ঃ اى القُرْبَةُ او الوُصْلَةُ নৈকট্য, নৈকট্য হাছিলের মাধ্যম, রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট জান্নাতের বিশেষ স্থানের নাম। وَسَلَ يَسِلُ وَسْلاً اى تَقَرَّبَ، وَسَلَ فُلاَنٌ إِلَى اللّٰهِ بِالْعَمَلِ، وَسَّلَ وَتَوَسَّلَ اى عَمِلَ عَمَلاً تَقَرَّبَ بِهِ إِلَى اللّٰهِ বহুবচনে وَسَائِلُ، وُسُلٌ এখানে وَسِيْلَةٌ- فَعِيْلَةٌ -এর ওযনে اسم مفعول অর্থে الشَّيْءُ الْمُتَقَرَّبُ بِهَا এসেছে, যা অর্থাৎ ঐ বস্তু যার মাধ্যমে নৈকট্য অন্বেষণ করা হয়, সেই অর্থ বুঝানো হয়েছে।[১]

৩. **জা-হেদূ** (جَاهِدُوْا)ঃ 'তোমরা জিহাদ কর' ছীগা جمع مذكر حاضر امر حاضر معروف বাহাছ مفاعلة বাব মাদ্দাহ الجَهْدُ অর্থাৎ চূড়ান্ত কষ্ট ও দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা (التعب والمشقة النهاية والغاية)।[২]

৪. **তুফ-লেহূন** (تُفْلِحُوْنَ)ঃ 'তোমরা সফলকাম হবে'। ছীগা جمع مذكر حاضر বাব إفعال মাদ্দাহ الفَلاَحُ অর্থঃ সফলতা। উক্ত ক্রিয়ার পূর্বে لَعَلَّكُمْ (সম্ভবতঃ তোমরা) 'ক্রিয়ার সামঞ্জস্য বোধক অব্যয়' বা (الحروف المشبهة بالفعل) এসেছে, যা শ্রোতাকে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত সন্দেহ দোলায় দোলায়মান করে। কিন্তু এটি যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলা হয়, তখন সেটা 'ইয়াক্বীন' বা নিশ্চিত সম্ভাবনা অর্থ দেয়। অর্থাৎ 'তোমরা নিশ্চিতভাবেই সফলকাম হবে'।

আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

পূর্ববর্তী ৩৩ আয়াতে ডাকাতি, রাহাজানি ও সামাজিক সন্ত্রাস প্রতিরোধের বিষয় আলোচনার পরে অত্র আয়াতে সমাজে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ বাৎলানো হয়েছে। আয়াতে এজন্য তিনটি পথের কথা বলা হয়েছে। ১- ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে তাক্বওয়া অর্জন ২- আল্লাহ্‌র নৈকট্য অন্বেষণ ৩- আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ।

১মঃ তাক্বওয়াঃ

তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি হ'ল ব্যক্তি ও সমাজ উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। কেননা যখন মানুষ আল্লাহ্‌র ভয় থেকে মুক্ত হয়, তখন দুনিয়ার অন্য কোন কিছুর ভয় তাকে প্রকৃত অর্থে এবং স্থায়ীভাবে সংযমী করতে পারে না। মানুষের ভয় তাকে সাময়িকভাবে বিরত রাখলেও আইনের ফাঁক-ফোকর গলিয়ে সে তার অন্যায় তৎপরতা চালিয়ে যায়। সেকারণ বস্তুবাদী সভ্যতা মূলতঃ কোন সভ্যতাই নয়। প্রকৃত সভ্যতা হ'ল মানুষের নৈতিক সভ্যতা। যা মূলতঃ আল্লাহভীতির মাধ্যমে অর্জিত হয় ও টিকে থাকে।

আল্লাহপাক মানুষের মধ্যে তিন প্রকারের নফস সৃষ্টি করেছেনঃ নফসে আম্মারাহ, নফসে লাউওয়ামাহ ও নফসে মুত্বমাইন্নাহ। 'নফ্‌সে আম্মারাহ' সর্বদা মানুষকে অন্যায় কাজে প্ররোচিত করে *(ইউসুফ ৫৩)*। একেই আমরা 'প্রবৃত্তি' বলি। 'নফসে লাউওয়া-মাহ' সর্বদা ব্যক্তিকে তার কৃত মন্দ কাজের জন্য ধিক্কার দেয় ও নিন্দা করে। সে আত্মগ্লানিতে দগ্ধীভূত হয়।[৩] ফলে ঐ ব্যক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক পথে ফিরে আসে। যদিও ফাসেক-ফাজের ব্যক্তিদের অন্তরে উক্ত নফ্‌সের কার্যকারিতা খুবই কম থাকে। তারা অন্যায় করেই চলে।

'নফ্‌সে মুত্বমাইন্নাহ' অর্থাৎ প্রশান্ত হৃদয় বা আল্লাহতে বিশ্বাসী হৃদয়।[৪] মানুষের জন্য এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে নিয়মিত 'ওয়ায়েয' বা উপদেশ দানকারী হিসাবে বিদ্যমান থাকে। যা সর্বদা মানুষকে সঠিক পথে তাড়িত করে। একেই বাংলায় সম্ভবতঃ আমরা 'বিবেক' বলে থাকি।

তিনটি নফসই মানুষের মধ্যে সর্বদা কমবেশী ক্রিয়াশীল

১. *আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব আল-মুনজিদ,* আয়সারুত তাফাসীর ১/৬২৭ টীকা।
২. *আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব, মুখতাছার তাফসীরুল মানার পৃঃ ২/৩২৮।*
৩. *ক্বিয়ামাহ ২; কুরতুবী ১৯/৯৩।*
৪. *ফজর ২৭-২৮; কুরতুবী ২০/৫৭।*

থাকে। 'নফসে আম্মারাহ' যখনই তাকে কোন অন্যায় কাজে প্ররোচনা দেয়, 'নফসে লাউওয়ামাহ' তখনই তাকে নিন্দা করে। এতে মুমিন ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসে। ফাসেক-ফাজের ও কাফেরগণ অনেক সময় একে পরোয়া না করে অন্যায় কর্মে নিয়োজিত হয়। যাতে ব্যক্তি ও সমাজ জীবন বিপর্যস্ত হয়। মানব জীবনকে সঠিক পথে ধরে রাখার জন্য এটি হ'ল আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নির্ধারিত স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

এই সঙ্গে যখন সে তাক্বওয়াশীল বা আল্লাহভীরু হয়, তখন সে অন্য মানুষের তুলনায় এগিয়ে যায় এবং সুন্দর মানুষে পরিণত হয়। তার মনো জগত শান্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়। প্রতিটি কথা ও কাজে তার মধ্যে আল্লাহভীতি ফুটে ওঠে। কখনো বাড়াবাড়ি হয়ে গেলে সাথে সাথে সে তওবা করে ফিরে আসে এবং নিজেকে সংযত করে নেয়। একই সাথে যখন আল্লাহ কৃত হুদূদ বা শাস্তিসমূহ দেশে সরকারীভাবে জারি থাকে এবং দেশের আদালত ও প্রশাসন যন্ত্র তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করে, তখন মানুষ আরও সজাগ ও সতর্ক হয়। নফ্সের পক্ষ থেকে ভিতরকার তাকীদ এবং সামাজিকভাবে পারিপার্শ্বিক তাকীদ এবং সরকারী ও আইনগত ভাবে রাষ্ট্রীয় তাকীদ তাকে সর্বদা সঠিক পথে চলতে সহায়তা করে। আর একারণেই ভিতর ও বাইরের উভয়বিধ তাক্বওয়ার ফলে মানুষ মানবতার সর্বোচ্চ শিখরে অধিরোহন করে। আর তখন সে ফেরেশতার উপরে মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়।

২য়ঃ অসীলা বা আল্লাহ্র নৈকট্যঃ

যে সকল বিষয় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের মাধ্যম হয়, সেই সকল বিষয়ই মানুষের জন্য আল্লাহ্র নিকটবর্তী হওয়ার অসীলা স্বরূপ। হযরত হুযায়ফা ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'অসীলা' অর্থ নৈকট্য (القربة)। একই রূপ বলেন, আত্বা, মুজাহিদ, আবু ওয়ায়েল, হাসান, আব্দুল্লাহ বিন কাছীর, সুদ্দী, ইবনু যায়েদ প্রমুখ বিদ্বানগণ। ক্বাতাদাহ বলেন, تقربوا اليه بطاعته والعمل بمايرضيه 'তোমরা আল্লাহ্র নৈকট্য অন্বেষণ কর তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে এবং এমন আমলের মাধ্যমে যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন'।[৫]

ছাহাবী ও তাবেঈ বিদ্বানদের উপরোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে যে, আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের প্রকৃত মাধ্যম হ'লঃ امتثال اوامره واجتناب نواهيه 'তাঁর নির্দেশ সমূহ পালন করা এবং তাঁর নিষেধকৃত বিষয়সমূহ হ'তে বিরত থাকা'। আর এটা সম্ভব আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) কৃত ফারায়েয-ওয়াজিবাত ও সুন্নাত-নফল সমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করার মাধ্যমে।

৫. *তাফসীরে ইবনে কাছীর ২/৫৫; মুখতাছার* তাফসীরুল মানার ২/৩২৮।

অসীলার প্রকার ভেদঃ

আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের প্রকৃত মাধ্যম হ'লঃ তাঁর ফরয ও সুন্নাত সমূহ যথাযথভাবে প্রতি পালন। এক্ষণে ফরয সমূহ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যেমন-

১. **আত্মিক ফরয** (الفرائض القلبية)। যেমন আল্লাহকে ভালবাসা, তাঁকে ভয় করা, তাঁর প্রতি বিনীত হওয়া, তাঁর নিকটে আকাংখা করা, তাঁর উপরে ভরসা করা ইত্যাদি।

২. **দৈহিক ফরয** (الفرائض البدنية)ঃ যেমন ছালাত, ছিয়াম ইত্যাদি। ৩. **অর্থনৈতিক ফরয** (الفرائض المالية)। যেমন যাকাত, ওশর, ফিৎরা ইত্যাদি। ৪. **দৈহিক ও আর্থিক মিলিত ফরয** (الفرائض المركبة)। যেমন হজ্জ পালন করা। ৫. **হালাল-হারাম মেনে চলার ফরয** الفرائض فى امتثال الحلال والحرام । যেমন হালাল বস্তুকে হালাল এবং হারাম বস্তুকে হারাম গণ্য করা ফরয। এর বিপরীত গণ্য করাটা নিষিদ্ধ। অতএব হালাল-হারামের সীমা বজায় রেখে বৈষয়িক জীবনে তা সঠিকভাবে মেনে চলা ফরয।[৬]

উপরোক্ত ফরয সমূহ হ'ল আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের আবশ্যিক পূর্বশর্ত। এর সঙ্গে যোগ হবে রাসূলের সুন্নাত ও নফল সমূহ, যা একজন মুসলিমকে আল্লাহ্র অধিক নৈকট্যশীল করে তোলে। প্লাষ্টার, চুনকাম ইত্যাদির মাধ্যমে ইমারতের বাহ্যিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির ন্যায় সুন্নাত সমূহ হ'ল মুমিন জীবনের ভিতর ও বাইরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রধান উপকরণ। পত্র-পল্লবহীন বৃক্ষের যেমন কোন আকর্ষণ নেই। সুন্নাতের উপরে আমল বিহীন মুমিনের তেমনি আল্লাহ্র নিকটে বিশেষ কোন কদর নেই। আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ 'আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন। তিনি তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' (আলে-ইমরান ৩১)।

রাসূলের সুন্নাত দু'ধরনেরঃ ইবাদত ও মু'আমালাত তথা আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সুন্নাত সমূহের মধ্যে তেলাওয়াত, যিকর, ক্বিরাআত, তাসবীহ পাঠ, নফল ছালাতের মাধ্যমে রাত্রি জাগরণ, নফল ছিয়াম প্রভৃতি। মু'আমালাতের ক্ষেত্রে সুন্নাত সমূহের মধ্যে প্রতিবেশী ও অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করা, জীবনে চলার পথের সর্বস্তরে ও সকল পর্যায়ে মানবিক মূল্যবোধকে

৬. আব্দুর রহমান বিন নাছের সা'দী, তায়সীরুল কারীমির রহমান ২/২৮৫ (১,২,৪ নং তিনটি ভাগ।

সমুন্নত রাখা, নির্লোভ, ত্যাগী ও ক্ষমাশীল মন নিয়ে মানব সমাজে বিচরণ করা, জনগণের খেদমত করতে গিয়ে তাদের দেওয়া কষ্ট-ক্লেশে ধৈর্য ধারণ করা ও তার বিনিময়ে আল্লাহ্র নিকটে উত্তম বদলা কামনা করা, জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র ঝাণ্ডাকে উঁচু রাখা এবং অহি-র বিধানকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে কাজ করা। পৃথিবীতে প্রচলিত অন্যান্য দ্বীনের উপরে আল্লাহ প্রেরিত দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও মেধাকে ব্যয় করা। চাকুরী-বাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে সর্বদা সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করা, সুখে-সম্পদে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করা, অন্যের বিপদে সাহায্য করা ক্ষুধা-দারিদ্র, রোগ-শোক, কষ্ট-মুছীবত ইত্যাদি সকল বিষয়ে কেবলমাত্র আল্লাহ্র উপরে ভরসা করা ও কেবলমাত্র তাঁরই সাহায্য কামনা করা। কুরআন-হাদীছের মাধ্যমে মানুষকে সর্বদা সুন্দর উপদেশ প্রদান করা ও নিজে তা মেনে চলা। মোট কথা সকল প্রকারের নেক আমলই আল্লাহ্র নৈকট্যশীল হওয়ার অসীলা হিসাবে পরিগণিত।

এভাবে ফরয ও নফল ইবাদত সমূহের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্র নিকটতর হয় এবং অবশেষে তাঁর নৈকট্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, আল্লাহ পাক বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন প্রিয় বান্দার সাথে দুশমনী করল, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম। আমি যেসব বিষয় ফরয করেছি, তার মাধ্যমে আমার নৈকট্য অনুসন্ধানের চাইতে প্রিয়তর আমার নিকটে আর কিছুই নেই। বান্দা বিভিন্ন নফল ইবাদতের মাধ্যমে সর্বদা আমার নৈকট্য হাছিলের চেষ্টায় থাকে, যতক্ষণ না আমি তাকে ভালবাসি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমিই তার কান হ'য়ে যাই যা দিয়ে সে শ্রবণ করে, চোখ হ'য়ে যাই যা দিয়ে সে দর্শন করে, হাত হ'য়ে যাই যা দিয়ে সে ধারণ করে, পা হ'য়ে যাই যা দিয়ে সে চলাফেরা করে। যদি সে আমার নিকটে কিছু প্রার্থনা করে আমি তাকে দান করে থাকি। যদি সে আশ্রয় ভিক্ষা করে, আমি তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকি...'।[৭]

উপরে বর্ণিত অসীলা সমূহ ছাড়াও হাদীছে খাছভাবে একটি অসীলার কথা বর্ণিত হয়েছে, যা কেবলমাত্র আমাদের রাসূল শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান হিসাবে নির্দিষ্ট রয়েছে। যাকে 'মাক্বামে মাহমূদ' বা প্রশংসিত স্থান বলা হয়েছে। হাদীছে এসেছে, 'যে ব্যক্তি আযান শুনে দরূদ পাঠ করবে, অতঃপর আমার জন্য 'অসীলা' তথা প্রশংসিত স্থানের জন্য দো'আ করবে, তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে যাবে'।[৮]

৩য়ঃ আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করাঃ

আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের জন্য ইবাদত সমূহের মধ্যে বিশেষভাবে নির্দেশ করা হয়েছে 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'-কে। জিহাদ-এর পারিভাষিক অর্থঃ কুফর ও ত্বাগূতী শক্তির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি ব্যয় করা' (بذل الجهد في خلاف الكفر و الطاغوت)। প্রত্যেক নবীকে এ উদ্দেশ্যেই দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ- 'আমরা প্রত্যেক জাতির নিকটে রাসূল পাঠিয়েছিলাম এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূত থেকে বিরত থাক' *(নাহল ৩৬)*। জিহাদ-এর মূল লক্ষ্য হ'লঃ মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রচলিত সকল দ্বীন-এর উপরে আল্লাহ প্রেরিত দ্বীনকে বিজয়ী ও সমুন্নত করা। যেমন আল্লাহ বলেন, وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا 'আল্লাহ কাফেরদের কালেমা নীচু করেন এবং আল্লাহ্র কালেমা সর্বদা সমুন্নত করেন' *(তাওবা ৪০)*। অন্য আয়াতে শেষনবী প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে, هُوَالَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ- 'তিনিই সেই সত্তা, যিনি স্বীয় রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন। যাতে তিনি উক্ত দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপরে বিজয়ী করেন। যদিও মুশরিকরা এটি পসন্দ করে না' *(তাওবা ৩৩, ছফ ৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে নির্দেশ দান করে বলেন, جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ 'তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা'।[৯] এই নির্দেশের মধ্যে কথা, কলম ও সংগঠন সহ জিহাদের সর্ববিধ হাতিয়ার নিয়ে তাওহীদ বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ এসেছে।

চূড়ান্ত প্রয়োজনে তাকে সশস্ত্র যুদ্ধে নেমে পড়তে হবে ও বুকের তপ্ত লহু ঢেলে দিয়ে হ'লেও আল্লাহ প্রেরিত দ্বীনকে বিজয়ী করতে হবে। যেমন- আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ খরিদ করে নিয়েছেন, মুমিনদের জান ও মালকে জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্র রাস্তায় লড়াই করবে। অতঃপর তারা হত্যা করবে ও নিহত হবে...' *(তাওবা ১১১)*। তবে মনে রাখতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যত যুদ্ধ করেছেন তার প্রায় সবগুলিই ছিল আত্মরক্ষামূলক (Deffencive), আক্রমণ মূলক (Offensive) নয়। ইসলাম স্বীয় যুক্তি ও সারবত্তার মাধ্যমেই অন্য সকল আদর্শের

৭. *বুখারী, কিতাবুর রিক্বাক্ব, তাওয়াযু' অনুচ্ছেদ ২/৯৬৩ পৃঃ।*
৮. *বুখারী, মিশকাত হা/৬৫৯।*
৯. *আবুদাঊদ, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/৩৮২১ 'জিহাদ' অধ্যায়।*

উপরে জয়লাভ করবে। দুনিয়ার সকল মতবাদ ইসলামী আদর্শের মুকাবিলায় নিঃসন্দেহে পরাজিত হবে, যদি না সেভাবে উপস্থাপন করা যায় এবং বিরোধীরা ঠাণ্ডা মাথায় বুঝতে চেষ্টা করে।

মোট কথা যেকোন ধর্মের মানুষ হৌন না কেন, যদি তিনি পরকালে বিশ্বাসী হন এবং সেখানে মুক্তি চান, তাহ'লে তাকে অবশ্যই আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ দ্বীন ইসলামের নিকটে ফিরে আসতে হবে। যেমন এসেছেন হিন্দু ও খৃষ্টান ধর্মের এবং অন্যান্য ধর্মের বরেন্য ব্যক্তিবর্গ রাসূলের যুগে এবং আসছেন বর্তমান যুগেও। এজন্য নিজ ধর্মের ও অন্য ধর্মের তথা সকল বনু আদমের নিকটে ইসলামের আদর্শ পৌঁছে দেওয়ার মূল দায়িত্ব পালন করতে হবে প্রত্যেক মুসলমানের এবং মুসলিম রাষ্ট্রের। এ পবিত্র দায়িত্ব পালন করার জন্য আপোষহীন থাকতে হবে। বাতিল আদর্শের সঙ্গে আপোষকামিতা কখনোই কাম্য নয় এবং তাওহীদ ও শির্ক, সুন্নাত ও বিদ'আত, হালাল ও হারাম, ইসলাম ও জাহেলিয়াত তথা হক ও বাতিল মিশ্রিত আমল কখনোই আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলে সহায়ক নয়। আল্লাহ বলেন, وَلاَتَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ– তোমরা হককে বাতিলের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলো না এবং জানা সত্ত্বেও সত্য গোপন করো না' *(বাক্বারাহ ৪২)*। অতএব যেকোন মূল্যে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠায় চূড়ান্ত ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আর এটাই হ'ল জিহাদ-এর প্রকৃত মর্মকথা। আল্লাহ বলেন, لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَّعَدَاللهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ أَجْرًا عَظِيْمًا– 'অক্ষম না হওয়া সত্ত্বেও যেসব মুমিন ঘরে বসে থাকে, তারা সমান নয় ঐসব মুজাহিদদের, যারা তাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে। আল্লাহ মুজাহিদদের সম্মান গৃহে উপবিষ্টদের চাইতে বৃদ্ধি করেছেন এবং প্রত্যেকের সঙ্গেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহিদগণকে উপবিষ্টদের উপরে মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন' *(নিসা ৯৫)*।

দরসের আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনটি বিষয়কে আবশ্যিক পূর্বশর্ত হিসাবে গণ্য করেছেন। তাক্বওয়া, অসীলা ও জিহাদ। মুসলিম সমাজের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিগণ যদি উক্ত তিনটি গুণের অধিকারী হন, তাহ'লে সেই সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা কায়েম হবে এবং ঐ সমাজ ও জনপদে আল্লাহ্র নৈকট্যশীল সমাজে পরিণত হবে। ঐ সমাজ ও জনপদে আল্লাহ্র রহমত ও বরকতের ফল্গুধারা নেমে আসবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ... 'যদি জনপদের অধিবাসীগণ ঈমান আনে ও তাক্বওয়াশীল হয়, তাহ'লে অবশ্যই আমরা তাদের উপরে আসমান ও যমীনের বরকত সমূহ উন্মুক্ত করে দেব... *(আ'রাফ ৯৬)*। অতএব আমাদেরকে ঈমান মযবুত করার সাথে সাথে প্রথমে তাক্বওয়াশীল বা আল্লাহভীরু হ'তে হবে এবং আল্লাহ বিরোধী সকল কাজ থেকে বিরত হতে হবে। অতঃপর ফরয-সুন্নাত-নফল ইত্যাদি আমল সমূহের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্যশীল বান্দা হ'তে হবে এবং সাথে সাথে আল্লাহ্র দ্বীনকে সর্বক্ষেত্রে বিজয়ী করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। ইনশাআল্লাহ তাহলেই আমরা সফলকাম হ'তে পারব বলে আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেন। আর এই সফলতা দুনিয়াতে এবং আখেরাতে উভয় জগতে হতে পারে মহান সৌভাগ্য অর্জনের মাধ্যমে ও জান্নাতের চিরস্থায়ী নে'মতরাজি লাভের মাধ্যমে।

অসীলার ভুল ব্যাখ্যা ও তার জবাবঃ

উপমহাদেশে পীর পূজা ও কবর পূজার শিরকী প্রথা চালু হওয়ার পক্ষে দরসে উল্লেখিত 'অসীলা' শব্দটির ভুল ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। অনেকেই অপব্যাখ্যা করে এত দূর পর্যন্ত বলেন যে, উকিল ছাড়া যেমন জজের কাছে যাওয়া যায় না। তেমনি পীর ছাড়া আল্লাহকে পাওয়া যায় না। (নাঊযুবিল্লাহ)। এরা সর্বদ্রষ্টা সর্বজ্ঞ ও কুল মাখলূক্বাতের স্রষ্টা, আল্লাহকে একজন জজের সঙ্গে তুলনা করে। যিনি স্বীয় চার দেওয়ালের বাইরে কিছু দেখতে পান না, জানতে পারেন না। আর সেজন্যই তাকে সাক্ষী ও উকিলের সাহায্য নিতে হয়। যেমন আলোচ্য আয়াতের তাফসীর শেষে মন্তব্য করা হয়েছে,

'ওসীলা শব্দের আভিধানিক ব্যাখ্যা এবং ছাহাবী ও তাবেয়ীগণের তফসীর থেকে জানা গেল যে, যে বস্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের মাধ্যম হয়, তাই মানুষের জন্য আল্লাহ্র নিকটবর্তী হওয়ার ওসীলা। ঈমান ও সৎকর্ম যেমন এর অন্তর্ভুক্ত তেমনি পয়গম্বর ও সৎকর্মীদের সংস্পর্শ এবং মহব্বতও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা এগুলোও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভেরই উপায়। একারণেই তাঁদেরকে অসীলা করে আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করা জায়েয। দুর্ভিক্ষের সময় হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আব্বাসকে অসীলা করে বৃষ্টির জন্য দো'আ করেছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলা সে দো'আ কবুল করেছিলেন। হাদীছে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং জনৈক অন্ধ ছাহাবীকে এভাবে দো'আ করতে বলেছিলেন: **আল্লাহ,** আমি রহমতের নবী মুহাম্মাদের অসীলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করছি'।[১০]

১০. *তাফসীর মা'আরেফুল ক্বোরআন (সংক্ষিপ্ত) বঙ্গানুবাদ পৃঃ ৩২৭।*

উপরোক্ত মন্তব্যে বলা হয়েছে যে, 'পয়গম্বর ও সৎকর্মীদেরকে অসীলা করে আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করা জায়েয'। বক্তব্যে বুঝা যায় যে, এটি সর্বাবস্থায় জায়েয। কিন্তু এটি কেবলমাত্র জীবিত অবস্থায় জায়েয, মৃত্যুর পরে নয়। কেননা মৃত ব্যক্তি কারু কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারেন না এবং তিনিও কারও কিছু শুনতে বা জানতে পারেন না বলে কুরআন ও হাদীছে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে *(ফাত্বির ২২ ইত্যাদি)*। অতঃপর উক্ত মন্তব্যের পক্ষে দলীল হিসাবে যে দু'টি হাদীছ নিয়ে আসা হয়েছে, আমরা তার আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

১ম হাদীছের মূল মতন (Text) নিম্নরূপঃ

وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ كَانَ اِذَا قُحِطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ اِنَّاكُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْنَا وَاِنَّانَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، قَالَ: فَيُسْقَوْنَ-

আনাস (রাঃ) বলেন যে, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর খেলাফতকালে একবার খরার বৎসরে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখন তিনি আব্বাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব (রাঃ)-এর মাধ্যমে ইস্তিস্ক্বা-র ছালাত আদায় করান এবং বলেন, হে আল্লাহ! ইতিপূর্বে আমরা আমাদের নবীর মাধ্যমে আপনার নিকটে বৃষ্টি কামনা করতাম এবং আপনি বৃষ্টি দিতেন। এক্ষণে আমরা আমাদের নবীর চাচার মাধ্যমে আপনার নিকটে বৃষ্টি প্রার্থনা করছি। আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। অতঃপর বৃষ্টি হয়'।[১১]

ইস্তিস্ক্বার উক্ত ছালাতের পূর্বে ওমর ফারূক (রাঃ) জনগণের উদ্দেশ্যে আরও যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তা ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আব্বাস (রাঃ)-এর সাথে অনুরূপ ব্যবহার করতেন, যেরূপ পুত্র তার পিতার সঙ্গে করে থাকে। অতএব হে জনগণ! তোমরা আব্বাস (রাঃ)-এর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুকরণ কর এবং তাঁকেই তোমরা আল্লাহ্র নিকটে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ কর (وَاتَّخِذُوْهُ وَسِيْلَةً إِلَى اللّٰه)। অতঃপর আব্বাস (রাঃ) ওমর (রাঃ)-এর আবেদনক্রমে ছালাতুল ইস্তিস্ক্বা আদায় করেন ও দো'আ করেন এই বলে যে, 'হে আল্লাহ! বালা-মুছীবত নাযিল হয় না গোনাহ ব্যতীত এবং তা দূর হয় না তওবা ব্যতীত। লোকেরা আমার দিকে মুখ ফিরিয়েছে তোমার নবীর নিকটে আমার মর্যাদার কারণে। এই আমাদের হস্তসমূহ তোমার নিকটে গোনাহযুক্ত এবং কপাল সমূহ তওবা সহকারে। অতএব তুমি আমাদের বৃষ্টি দাও'। অতঃপর পর্বতের ন্যায় আসমান ছেয়ে মেঘ আসে ও বৃষ্টি নামে'।

ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, আব্বাস (রাঃ)-এর এই ঘটনা থেকে নেককার ও পরহেযগার ব্যক্তি ও নবী পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে দো'আ করানো মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়'।[১২]

মিশকাতে বর্ণিত উক্ত হাদীছের বঙ্গানুবাদ শেষে মাননীয় অনুবাদক মন্তব্য করেন, 'ইহাতে বুঝা গেল যে, আল্লাহ্র নিকট কিছু চাওয়ার সময় আল্লাহওয়ালাদের ওছীলায় চাওয়া জায়েজ। বৃষ্টি প্রার্থনার সময় আল্লাহওয়ালা লোক, অসহায় ও না-বালেগ বাচ্চাদের সঙ্গে রাখা উত্তম'।[১৩] কিন্তু মাননীয় অনুবাদক বলেননি যে, ঐ আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি যাকে অসীলা করা হবে তিনি জীবিত হবেন, না মৃত হবেন। পাঠক এতে নিঃসন্দেহে ধোকায় পড়বেন এবং পড়েছেনও। এ জন্য জীবিত ও মৃত পীরের আজ ক্বদর বেড়েছে।

উক্ত হাদীছে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়। ১-জীবিত চাচা আব্বাস (রাঃ)-এর মাধ্যমে এই দো'আ করানো হয়। ২- রাসূল (রাঃ)-এর নিকটে অধিকতর প্রিয় ও সম্মানিত এবং পরহেযগার বয়স্ক ব্যক্তি হিসাবে তাঁকে দিয়ে দো'আ করানো হয়। এর দ্বারা সুন্নাতের পাবন্দ নেককার ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার বুঝানো হয়েছে। ৩- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা হ'ত। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর অসীলায় আর তা করা হয়নি। বরং তাঁর জীবিত চাচাকে দিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করানো হয়। ৪- জীবিত মুত্তাক্বী আলেমকে দিয়ে দো'আ করাতে হবে ও তাঁর নিকটে দো'আ চাইতে হবে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর দোহাই দিয়ে বা তাঁর অসীলায় দো'আ করা যাবে না।.... ৫- এটা কেবল ওমর (রাঃ)-এর আমল নয়। বরং ঐ সময়ে জীবিত এবং উক্ত ইস্তিস্ক্বা-র ছালাতে উপস্থিত সকল ছাহাবী ও তাবেঈ কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে গৃহীত আমল। ৬- এখানে অসীলা কোন ব্যক্তি নয়, বরং ব্যক্তির দো'আ ও সুফারিশ মাত্র। যা আল্লাহ ইচ্ছা করলে কবুল করতেও পারেন, নাও পারেন।

২য় হাদীছটি 'অন্ধ ব্যক্তির হাদীছ' (حديث الأعمى) নামে প্রসিদ্ধ। যা তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ কর্তৃক সংকলিত। হাদীছটি নিম্নরূপঃ

عَنْ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلاً ضَرِيْرَالْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ (ص) فَقَالَ: ادْعُ اللّٰهَ لِيْ أَنْ يُّعَافِيَنِيْ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَخَّرْتُ لَكَ وَهُوَ خَيْرٌ، وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ فَقَالَ: ادْعُهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ، وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، وَيَدْعُوَ بِهٰذَا الدُّعَاءِ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَامُحَمَّدُ ! إِنِّيْ قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّيْ فِيْ حَاجَتِيْ هٰذِهِ لِتُقْضَى، اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ روا ه ابن ماجه وفى رواية للترمذى: إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ - وليى فى روايته: يَا مُحَمَّدُ -

১১. *বুখারী ফৎহ সহ হা/১০১০, ২/৫৭৪; মিশকাত হা/১৫০৯।*

১২. *ফাৎহুল বারী ২/৫৭৭।*

১৩. *বঙ্গানুবাদ মেশকাত শরীফ* (ঢাকাঃ ৩য় মুদ্রণ ১৯৮৫) ৩/৩২১ *হা/১৪২৩।*

ওছমান ইবনু হুনাইফ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন যে, একদা জনৈক অন্ধ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আসে এবং বলে যে, আমার জন্য আল্লাহ নিকটে দো'আ করুন, যেন তিনি আমার চক্ষুতে আরোগ্য দান করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি চাইলে আমি দো'আ করব এবং চাইলে তুমি ছবর কর। বরং সেটাই তোমার জন্য উত্তম হবে। লোকটি বললঃ না, আপনি দো'আ করুন! তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে সুন্দরভাবে ওযূ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন এবং নিম্নের দো'আ পড়তে বললেনঃ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকে মুখ ফিরিয়েছি আপনার নবী মুহাম্মাদ, যিনি রহমতের নবী তার মাধ্যমে। হে মুহাম্মাদ! আমি আপনার মাধ্যমে আমার প্রভুর দিকে মুখ ফিরিয়েছি আমার এই প্রয়োজনের জন্য যাতে তা পূর্ণ হয়। হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য তাঁর সুফারিশ কবুল করুন'।[১৪]

উক্ত হাদীছকে বিদ্বানগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মু'জেযা হিসাবে গণ্য করে থাকেন এবং তাঁর দো'আ কবুলের অলৌকিক প্রমাণ হিসাবে পেশ করে থাকেন। কেননা উক্ত অন্ধ ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক সঙ্গে সঙ্গে আরোগ্য দান করেন ও সে ব্যক্তি তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়।[১৫]

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়ঃ (১) ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে তাঁর জীবিত অবস্থায় দো'আ চেয়েছিল। (২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য দো'আ করেছিলেন (৩) এখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দো'আ বা সুফারিশটাই ছিল মুখ্য। তিনি তাঁকে সুন্দরভাবে ওযূ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে বলেন এবং তাঁর দোহাই দিয়ে দো'আ করতে বলেন ও তাঁর সুফারিশ কবুল করার জন্য তাকে আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করতে বলেন। লোকটি তাই করে এবং আল্লাহ তা কবুল করেন। (৪) তাঁর এই সুফারিশ করা ও তা কবুল হওয়াটা নিয়মিত বিষয় ছিল না। বরং আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন বিষয় ছিল। নইলে তো রাসূলের নিকটে অন্ধদের ভিড় লেগে যেত। অন্ততঃ তাঁর অন্যতম সেরা সহচর মসজিদে নববীর খ্যাতনামা মুওয়ায্যিন ও সাময়িক ইমাম অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)-এর ব্যাপারে তিনি সুফারিশ করতেন ও তিনি তার হারানো দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেতেন। (৫) রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে তাঁর দোহাই দিয়ে কোন ছাহাবী বা তাবেঈ এরূপ দো'আ করেছেন ও তা কবুল হয়েছে বলে কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই। তাহ'লে তো ওমর ফারূক (রাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে দিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করাতেন না।

দো'আর ফযীলতঃ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, মুসলমান যখন অন্য কোন মুসলমানের জন্য দো'আ করে, যার মধ্যে কোনরূপ গোনাহ বা আত্মীয়তা ছিন্ন করার কথা থাকেনা, আল্লাহ পাক উক্ত দো'আর বিনিময়ে তাকে তিনটির যেকোন একটি দান করে থাকেন। 'তার দো'আ দ্রুত কবুল করেন অথবা তাকে তার বদলা দেন (অর্থাৎ তার থেকে অনুরূপ আরেকটি কষ্ট দূর করে দেন) অথবা তার প্রতিদান আখেরাতে প্রদান করার জন্য রেখে দেন'। একথা শুনে ছাহাবীগণ বললেন, তাহ'লে আমরা বেশী বেশী দো'আ করব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ আরও বেশী বেশী দো'আ কবুলকারী।[১৬] অত্র হাদীছে বর্ণিত উপরোক্ত শর্তটির সাথে অন্যান্য ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আরও তিনটি শর্ত রয়েছে। যথাঃ দো'আ কারীর খাদ্য, পানীয় ও পোষাক পবিত্র হওয়া (অর্থাৎ হারাম না হওয়া) এবং দো'আ কবুল হওয়ার জন্য ব্যস্ত না হওয়া'।[১৭]

প্রকৃত অসীলাঃ

প্রকৃত অসীলা হ'ল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কৃত ফরয ও নফল ইবাদত এবং যাবতীয় নেক আমল বা 'আমলে ছালেহ'। দ্বিতীয় অসীলা হ'ল নেককার-পরহেযগার মুমিনের দিলখোলা দো'আ ও সুফারিশ। তৃতীয় অসীলা হ'ল জান্নাতের সর্বোচ্চ ও প্রশংসিত স্থান, যা শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট।

বান্দার নিজস্ব 'আমলে ছালেহ' বা নেক আমল-এর দোহাই দিয়ে দো'আ করলে তা তার বিপদ মুক্তির অসীলা হিসাবে আল্লাহ কবুল করেছেন বলে হাদীছে এসেছে। যেমন গুহায় অবরুদ্ধ তিনজন পথচারীর স্ব স্ব নেক আমলের অসীলায় দো'আ করার মাধ্যমে অলৌকিকভাবে গুহা মুখ থেকে পাথর সরে গিয়ে তাদের মুক্তি লাভের প্রসিদ্ধ ঘটনা।[১৮]

অতএব কোন ব্যক্তিকে অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের জন্য নির্দিষ্ট করা এবং ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা বা 'অলি' হিসাবে চিহ্নিত করার কোন উপায় নেই এবং কারু দো'আ যে অবশ্যই কবুল হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র অনুগ্রহের উপরে নির্ভর করে।

সুতরাং প্রত্যেকের উচিত হবে প্রচলিত শিরকী অসীলা ত্যাগ করে নিজ নিজ আমলকে সুন্দর করে আল্লাহ্র নৈকট্যশীল বান্দা হওয়ার চেষ্টা করা এবং তাক্বওয়া, অসীলা ও জিহাদ-এর তিনটি গুণ হাছিল করার মাধ্যমে নিজ ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনকে সুন্দর ও শান্তিময় করে গড়ে তোলা। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন।- আমীন!!

---

১৪. *ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৫ 'ছালাত প্রতিষ্ঠা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৮৯; ছহীহ তিরমিযী হা/২৮৩২ 'দো'আ সমূহঃ বিভিন্ন হাদীছ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৭, ৩/১৮২।*

১৫. *ইবনু তায়মিয়াহ, আত-তাওয়াস্সুল ওয়াল ওয়াসীলাহ (রিয়ায ১৪০৪/১৯৮৪) পৃঃ ৬৪, ৯২, ৯৮, ১৩২-৩৩।*

১৬. *আহমাদ, মিশকাত হা/২২৫৯ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়; ছহীহ, তানক্বীহ ২/৬৯।*

১৭. *আহমাদ হাসান দেহলভী, তানক্বীহুর রুওয়াত ফী তাখরীজি আহাদীছিল মিশকাত (১ম মুদ্রণ ১৩২৫ হিঃ পৃণঃ মুদ্রণঃ লাহোর, আল-মাজলিসুল ইলমী আস-সালাফী ১৯৮৩) ২/৬৯ পৃঃ।*

১৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, রিয়ায 'ইখলাছ' অধ্যায় হা/১২।*

রমযানের সুবাতাস

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذَا كَانَ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِىْ مُنَادٍ يَا بَاغِىَ الْخَيْرِ اَقْبِلْ وَيَا بَاغِىَ الشَّرِّ اَقْصِرْ وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِّنَ النَّارِ وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ -

অনুবাদঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যখন রামাযান মাসের প্রথম রাত্র আগমন করে, তখন শয়তান ও অবাধ্য জিনগুলিকে শৃংখলাবদ্ধ করা হয়। জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করা হয়। অতঃপর উহার কোন দরজাই আর খোলা হয় না। জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। অতঃপর কোন দরজাই আর বন্ধ করা হয় না। অতঃপর একজন আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকেঃ 'হে কল্যাণের অভিযাত্রী! অগ্রসর হও এবং হে মন্দের অভিসারী! বিরত হও'। এই মাসে বহু লোক জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হবে এবং সেটা প্রতি রাতেই হবে'।[১]

হাদীছের ব্যাখ্যাঃ

অত্র হাদীছে রামাযানুল মুবারক -এর বিশেষ মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে যেমন আবহাওয়া ও মন-মানসিকতা সহ অনেক কিছুর পরিবর্তন ঘটে, রামাযান মাসের আগমনেও তেমনি নেকী বৃদ্ধি ও গোনাহ হ্রাসের কারণ ঘটে। এই মাসের প্রথম রাত্রি থেকে শয়তান শৃংখলাবদ্ধ হয়। এর ব্যাখ্যায় ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, এমাসে মানুষ ছিয়াম অবস্থায় থাকার কারণে শয়তান তাদেরকে লাগামহীনভাবে বিপথে নিতে পারে না। যেমন অন্য মাসে সম্ভব হয়। এ মাসে মানুষ নিজের কামনা-বাসনাকে লাগামবদ্ধ করে এবং সর্বদা যিকর, নফল ছালাত ও কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকে। ফলে শয়তান নিরাশ হয়ে যায়। অনেক বিদ্বান বলেন, বিশেষ বিশেষ শয়তানকে শৃংখলাবদ্ধ করা হয়। অতঃপর জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ ও জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। এ সম্পর্কে কাযী আয়ায বলেন, এটা এজন্য হ'তে পারে যে, এ মাসের উচ্চ মর্যাদার কারণে হাযার হাযার ফেরেশতা নাযিল হয় এবং ছিয়াম পালনকারী মুমিনদের কষ্ট দিতে শয়তানদের বাধা দেওয়া হয়। এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে অধিক অধিক ছওয়াব ও ক্ষমার প্রতি এবং শয়তানদের বিভ্রান্তি হ্রাস পাওয়ার প্রতি। ফলে শয়তানগুলির কাজ কমে যাওয়ায় শৃংখলাবদ্ধ হওয়ার ন্যায় অবস্থার সৃষ্টি হয়। কেননা মুসলিম-এর একটি রেওয়ায়াতে 'রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়' বলা হয়েছে। এক্ষণে জাহান্নামের দরজা সমূহ খুলে দেওয়ার অর্থ এই হ'তে পারে যে, আল্লাহ এই মাসে স্বীয় বান্দাদের নেকীর কাজ সমূহ করার জন্য তাদের মনের দুয়ার খুলে দেন, যা তাদের বেশী বেশী জান্নাতে প্রবেশের কারণ হয়। অমনিভাবে 'জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ হয়' -এর তাৎপর্য এই যে, জাহান্নামীরা এই মাসে তাদের অন্যায় সমূহ করার হিম্মত হারিয়ে ফেলে। ফলে জাহান্নামের দুয়ার এ মাসে বন্ধ থাকে। শয়তান শৃংখলাবদ্ধ থাকে একথার তাৎপর্য এই যে, তাদেরকে মানুষের ধোকা দেওয়ার ও প্রবৃত্তি পরায়ণতা উস্কে দেওয়ার ও তার বাহ্যিক সৌন্দর্য বর্ধনের ব্যাপারে দুর্বল করে দেওয়া হয়।

যায়েন বিন মুনীর বলেন, হাদীছকে তার বাহ্যিক অর্থ থেকে ফিরানোর কোন প্রয়োজন নেই। মাছাবীহ-এর ভাষ্যকার তাওরীশী বলেন, 'আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেওয়ার অর্থ হ'ল, অধিকহারে রহমত নাযিল হওয়া এবং নেক আমল করার ব্যাপারে বান্দার তাওফীক বৃদ্ধি করা ও তা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে সুন্দরভাবে কবুল হওয়া। অতঃপর জাহান্নামের দরজা বন্ধ হওয়ার অর্থ হ'লঃ ছিয়াম পালনকারীদের অন্তর সমূহ ফাহেশা কাজ সমূহ থেকে এবং পাপে প্ররোচনা দানকারী বিষয় সমূহ থেকে পবিত্র থাকা। ত্বীবী বলেন, আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেওয়ার একটি অর্থ এই যে, ঐ সময় ফেরেশতা মণ্ডলীকে ছায়েমদের নেক আমল সমূহের প্রশংসা করার জন্য নিয়োজিত করা হয়। কেননা ছায়েম আল্লাহ্র নিকটে অধিক মর্যাদায় আসীন থাকে। এভাবে ছায়েম যখন স্বীয় মর্যাদার কথা ও ফেরেশতাদের প্রশংসার কথা নিশ্চিতভাবে জানবে, তখন তার নেক আমলের উৎসাহ নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পাবে। কুরতুবী বলেন, বাস্তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, অন্যায় ও গোনাহ সমূহ রামাযান মাসে যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহ'লে শয়তান শৃংখলাবদ্ধ হয়, এ কথার তাৎপর্য কি? জবাব এই যে, ছিয়াম অবশ্যই ছায়েম ব্যক্তির পাপসমূহ কমিয়ে দেয়, যদি ছিয়ামের শর্তাদি ও আদব সমূহ যথাযথভাবে পালন করা হয়। তাছাড়া এর দ্বারা কম হওয়া বুঝানো হয়েছে, বন্ধ হওয়া নয়। কেননা অন্য মাসের তুলনায় এ মাসে মুমিন গোনাহের কাজ কম করে। এতদ্ব্যতীত শুধু শয়তান নয় বরং মানুষের পাপকর্মের জন্য অন্যান্য কারণও দায়ী। যেমন প্রবৃত্তির তাড়না, বদভ্যাস ও মানুষরূপী শয়তানের প্ররোচনা'।[২]

১. *আলবানী, ছহীহ তিরমিযী হা/৫৪৯, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৬৪২; মিশকাত হা/১৯৬০ 'ছওম' অধ্যায়।*

২. ফাৎহুল বারী 'ছওম' অধ্যায় হা/১৮৯৮-৯৯ -এর ভাষ্য, ৩/১৩৬-৩৭।

ছাহেবে মিরক্বাত বলেন, এই মাসে অধিকাংশ দুষ্কৃতিকারী তওবা করে আল্লাহ্র পথে ফিরে আসে। সেকারণ জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ থাকে। এরপরেও যারা গোনাহে লিপ্ত হয়, তারা স্ব স্ব কু-প্রবৃত্তির তাড়নায় তা করে থাকে। তাছাড়া বড় বড় নেতৃস্থানীয় শয়তানগুলিকে শৃংখলাবদ্ধ করা হয় বলেও অনেকে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ফলে ছোট শয়তানগুলি ছোট-খাট দুষ্কর্ম চালিয়ে যেতে চেষ্টা করে। তিনি বলেন, এর দ্বারা জান্নাত ও জাহান্নামের বিশেষ দরজা সমূহ বুঝানো হ'য়ে থাকতে পারে, যা অন্য মাসে খোলা থাকে। কিন্তু রামাযানের সম্মানে এ মাসে বন্ধ রাখা হয়। তিনি বলেন, এর মধ্যে ইশারা রয়েছে যে, পবিত্র সময় ও মর্যাদাপূর্ণ স্থানের কারণে নেকী বৃদ্ধি হয় ও গোনাহ হ্রাস পায়। অতএব রামাযানের এই মহান সুযোগকে কাজে লাগানো উচিত।[৩]

গায়েবী আহ্বানঃ

রামাযানের রাত্রি সমূহে একজন গায়েবী আওয়ায দাতা বিশ্ববাসীকে লক্ষ্য করে বলেন, 'হে কল্যাণের অভিযাত্রী! অগ্রসর হও এবং হে মন্দের অভিসারী! বিরত হও'। অর্থাৎ নেকীর কাজে এগিয়ে চল ও গোনাহ থেকে বিরত হও। মহান আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে এই গুরুগম্ভীর আহ্বান প্রতি রাত্রিতে আকাশ-বাতাসে ধ্বণিত হয়। কিন্তু কে আছে তা শুনবে? মানুষের আহ্বানকে আমরা যে গুরুত্ব দেই, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র আহ্বানকে আমরা কি তার চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে পেরেছি? এই সময় আল্লাহ পাক মহব্বত করে তার বান্দার কম আমলে বেশী নেকী দান করেন। আর বলেন, এসো বান্দা এসো। নেক আমল কর। নিজ হাতে তোমাকে ছওয়াবের ডালি ভরে দেওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত হ'য়ে আছি। অতএব গোনাহ ছেড়ে তাওবার পথে এসো, মিথ্যা ছেড়ে সত্যের পথে এসো, ত্বাগূত ছেড়ে আল্লাহ্র পথে এসো। প্রতি রাত্রির তৃতীয় প্রহরে আল্লাহ নিম্ন আকাশে নেমে আসেন এবং বান্দাদের লক্ষ্য করে বলেন, কে আছ আমাকে আহ্বানকারী, আমি তার আহ্বানে সাড়া দেব। কে আছ আমার নিকটে প্রার্থনাকারী আমি তাকে তা প্রদান করব। কে আছ ক্ষমা প্রার্থনাকারী আমি তাকে ক্ষমা করব'? এমনিভাবে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকে'।[৪] বিশেষ করে রামাযান মাসে এর বাস্তব প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়, ঘরে ঘরে ছিয়াম পালনের আনন্দ দেখে। রামাযানকে বরণ করে নেওয়ার জন্য সবাই যেন উন্মুখ হ'য়ে থাকে। রামাযান এসে গেলে সর্বত্র যেন একটা উৎসবের আমেজ শুরু হয়ে যায়। ছোট্ট বাচ্চারা পর্যন্ত ছিয়াম পালনের জন্য যিদ ধরে। স্নেহশীল পিতা-মাতার বুকটা আনন্দে ভরে ওঠে। অন্যদের কাছে বাচ্চার এই সুন্দর নেক আমলের কথা গর্বের সাথে প্রকাশ করেন। যদিও ছালাত আদায়ের চেয়ে ছিয়াম পালন দৈহিকভাবে নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। তবুও অতিবড় নেশাখোর-সিগারেটখোর, গুল-বিড়ি-তামাকখোর যাকে অন্য সময় অনেক বুঝিয়েও বিরত রাখা যায় না, কিন্তু রামাযানের দিনে তাকে কিছুই বলতে হয় না। আপনা থেকেই সারাদিন সে নিজেকে বিরত রাখে। নির্জন গৃহকোণে গোপনেও সে নেশা করে না। ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিও সঙ্গোপনে তা নিবারণের চেষ্টা করে না। অথচ তার পিছনে কোন দুনিয়াবী শাসনের চাপ থাকে না। সন্ত্রাসী সন্ত্রাস করতে গিয়েও ক্ষণিকের জন্য মনে ধাক্কা খায়। প্রতারক প্রতারণা করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ঘুষখোর ঘুষ নিতে গিয়ে ভিতরটা কেঁপে ওঠে। সূদখোর সূদের হিসাব লিখতে গিয়েও অজান্তে হিসাবে ভুল হয়ে যায় কিংবা কলমটা খসে পড়ে। মিথ্যাবাদী মিথ্যা বলতে গিয়ে জিহ্বাটা আড়ষ্ট হ'য়ে আসে। ব্যবসায়ী মূল্য বৃদ্ধি করতে গিয়ে বা ওযনে ফাঁকি দিতে গিয়েও হৃদয়টা কেঁপে ওঠে। এমনিভাবে সর্বত্র সর্বদা চলে একটা অদৃশ্য নৈতিক অনুশাসন। চলে একটি অন্তর্জ্বালা। এক সময় তার মধ্যে নীতিবোধ জয়লাভ করে। নীতিহীনতা পরাজিত হয়। তখন তার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। আল্লাহ্র বিধান পালনের জন্য সে মরিয়া হ'য়ে ওঠে। জীবনের গতিধারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। এভাবে চেষ্টার মাধ্যমে এক সময় সে 'মুমিনে কামেল'-এর স্তরে উন্নীত হয়। প্রতি রাতে ও বিশেষ করে রামাযানের রাতের এ আহ্বান বান্দাকে এমনি করে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের পথে উদ্বুদ্ধ করে।

মুক্তিপ্রাপ্ত গণঃ

রামাযানের পবিত্র মাসের অবিরত প্রচেষ্টা ও প্রশিক্ষণের ফলে বহু মুমিন-মুসলমান অন্যায় থেকে তওবা করে পবিত্রতা অর্জন করে। পিছনের গোনাহ সমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও পুনরায় তা না করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। যদি এই অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে, তাহ'লে ইনশাআল্লাহ সে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয় ও জান্নাতী হয়ে যায়। এই ধরনের মুমিনের সংখ্যা অন্য মাসের তুলনায় এ মাসে নিঃসন্দেহে বেশী হয়। যদিও মানুষ সর্বদা নিজের উপরেই অন্যকে ধারণা করে ও একজন দুষ্কৃতিকারী ব্যক্তি অন্য সবাইকে নিজের মতই মনে করে। আর এ কারণেই দুষ্কৃতি ও দুর্নীতি দ্রুতগতিতে সমাজে ব্যাপকতা লাভ করে। রামাযান বৎসরান্তে তাই সর্বগ্রাসী দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি ঢাল হিসাবে আগমন করে। এ মাসে দুষ্কৃতির স্রোত বাধাগ্রস্ত হয় ও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ব্যক্তিগত ভাবে অনেকে যেমন তওবা করে, সমাজগতভাবে তেমনি সৃষ্টি হয় নৈতিকতা সম্পন্ন একটি সুন্দর শান্তিময় সামাজিক পরিবেশ।

অতএব আসুন! রামাযানের পবিত্র মুহূর্তগুলি আমরা যথাযথভাবে কাজে লাগাই। আমাদের ছিয়ামকে আমরা কালিমা মুক্ত করি। যথার্থ ছায়েম হ'য়ে আমরা 'রাইয়ান' দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশের হকদার হই এবং দুনিয়াতে আমরা **'মুমিনে** কামেল' বা পূর্ণ মুমিন হওয়ার আত্ম-প্রশিক্ষণে লিপ্ত হই। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন। -আমীন!

৩. মোল্লা আলী ক্বারী, মিরক্বাত ৪/২৩৪।
৪. বুখারী, মুসলিম হা/৭৫৮।

প্রবন্ধ

সূরা হুজুরাতের সামাজিক শিক্ষা

- শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম*

(৩য় কিস্তি)

পঞ্চমতঃ বিবাদমান দু'দল মুসলমানের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা এবং অনিষ্টকারীদের ক্ষতি হ'তে বিরত রাখাঃ মুমিনদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সংঘটিত হ'লে অন্যান্য মুসলমানদের উক্ত লড়াইয়ের সঠিক মীমাংসা করে দেয়া একান্তভাবে উচিৎ। কেননা আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে এরশাদ করেছেন, 'যদি মুমিনদের দু'দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে এবং ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করবে' *(হুজুরাত ৯)*।

মহান আল্লাহ্র উক্ত আদেশটি অতি সাধারণ ও সার্বজনীন। মুসলিম সমাজের মধ্যে দু'টি দল বা গোষ্ঠী যদি লড়াইয়ে লিপ্ত হয় তখন অন্যান্য মুসলিম যারা উক্ত দু'দলের অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু উক্ত দু'দলের মধ্যে সন্ধি বা সমঝোতার চেষ্টা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়, তাহ'লে বিবাদমান দু'দলের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া তাদের একান্ত কর্তব্য। হাদীছে আছে- كُلُّ مُسْلِمٍ إِخْوَةٌ 'প্রত্যেক মুসলমান পরস্পর ভাই'। কাজেই মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরে গণ্ডগোলে লিপ্ত হওয়া শরীয়ত পরিপন্থী কাজ। শুধু তাই নয়; উপরন্তু সম্পূর্ণ সামাজিক রীতি-নীতি বিরুদ্ধ কাজ। মহান আল্লাহ্র ঘোষণা- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ- 'মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা কর এবং আল্লাহ্কে ভয় কর- যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও' *(হুজুরাত ১০)*।

আর এরূপ বিবাদের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে যারা বাড়াবাড়ি বা অন্যায় করবে, তাদেরকে তা থেকে বিরত রাখা ও সমঝোতায় বশীভূত করার জন্য অন্যান্য মুসলিমদেরকে সম্মিলিত হয়ে তাদের প্রতি চাপ সৃষ্টি করে উভয় পক্ষের মধ্যে মীমাংসা **করে দিতে হবে**। আর যদি একদল প্রবল ও পরাক্রান্ত **হয়, তবে দুর্বলের** পক্ষাবলম্বন পূর্বক সর্বপ্রকার সাহায্য করা, এমনকি প্রয়োজন হ'লে সংগ্রাম করেও তাদেরকে নিরস্ত করে দেয়া উচিৎ।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আছে, عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا نَصْرَتُهُ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَاكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ- 'হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিজ ভাইকে সাহায্য কর, যদিও সে অত্যাচারী বা অত্যাচারিত হয়। ছাহাবী আনাস (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! অত্যাচারিতকে সাহায্য করা তো ঠিক হবে। কিন্তু অত্যাচারী ব্যক্তিকে কিভাবে সাহায্য করা যাবে? উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, অত্যাচারী ব্যক্তির অত্যাচার হ'তে বিরত রাখাই হ'ল তাকে সাহায্য করা'।[১] হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তাকে অত্যাচারও করবে না এবং তাকে শত্রুর নিকট সমর্পণও করবে না। আর যে ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজনে এগিয়ে আসে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার প্রয়োজনে এগিয়ে আসবেন'।[২] মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَاللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ 'আল্লাহপাক ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বান্দাহ্র সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার কোন মুসলিম ভাইয়ের সাহায্যে লিপ্ত থাকে'।[৩] ছহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'এক মুমিন অপর মুমিন ভাইয়ের জন্য অট্টালিকা স্বরূপ। যার এক অংশ অপর অংশকে মযবূত রাখে। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাঁর অঙ্গুলীসমূহ একত্র করে দেখালেন'।[৪] নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) আরও

---

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, পাইকগাছা কলেজ, পাইকগাছা, খুলনা।

১. *তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/২৬৯; মিশকাত হা/৪৯৫৭; হযরত জাবির (রাঃ) হ'তেও দারেমী শরীফে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে* أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَارْدُدْهُ مِنْ ظُلْمِهِ وَإِنْ كَانَ مَظْلُوْمًا فَانْصُرْهُ-

২. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৮; ইবনে কাছীর ৪/২৭০।*

৩. *ইবনে কাছীর ৪/২৭০।*

৪. *ঐ, মিশকাত হা/৪৯৫৫।*

বলেছেন- تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى 'তুমি মুমিনগণকে পারস্পরিক করুণা প্রদর্শন, পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসা এবং সহানুভূতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। যখন দেহের কোন একটি অঙ্গ কষ্ট অনুভব করে, তখন গোটা দেহটাই জ্বর ও নিদ্রাহীনতা দ্বারা এর প্রতি সাড়া দিয়ে থাকে'।[৫]

প্রসঙ্গতঃ এখানে আর একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, উক্ত বিবাদমান দু'দলের মধ্যে মীমাংসা করতে হবে ইনছাফ ভিত্তিক। কেননা আল্লাহ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে বলেছেন, فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوْا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ 'উভয় দলের মধ্যে ন্যায়ের সাথে সন্ধি স্থাপন করে দিয়ো। আর ইনছাফের প্রতি লক্ষ্য রেখ। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ইনছাফকারীদেরকে পসন্দ করেন'। নাসাঈ শরীফে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ فِى الدُّنْيَا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُؤْلُؤٍ بَيْنَ أَيْدِى الرَّحْمنِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا أَقْسَطُوْا فِى الدُّنْيَا– 'দুনিয়াতে যে ব্যক্তি ন্যায়বিচার বা ইনছাফ করে, তার ন্যায়বিচারের পুরস্কার স্বরূপ সে ব্যক্তি মতির মিম্বরে (উপবিষ্ট অবস্থায়) আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হবে'।[৬] মুসলিম শরীফের হাদীছে আছে যে, 'ক্বিয়ামতের দিন উক্ত ব্যক্তি নূরের আসনে আল্লাহ তা'আলার আরশের ডান দিকে অবস্থান করবে'।[৭]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, যে সব মুসলমান সামান্য কারণে সমাজের মধ্যে আত্মকলহ, ভেদাভেদনীতি, ভ্রাতৃবিরোধ, দলাদলি ও মামলা-মুকাদ্দমায় লিপ্ত থেকে মুসলিম সমাজের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করে এবং যারা শুধুমাত্র তথাকথিত বংশীয় কৌলীন্য, স্বীয় নেতৃত্ব, আত্মপ্রাধান্য ও ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে শরীয়ত পরিপন্থী কাজে লিপ্ত থেকে অকারণে সামাজিক জীবনে পরস্পরের মধ্যে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে তোলে, উপরোক্ত আয়াতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের সতর্ক ও সংযত হওয়া একান্তভাবে কাম্য ও কর্তব্য।

৫. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৩।
৬. ইবনে কাছীর ৪/২৭০। (মুসলিম শরীফেও এ মর্মে একটি হাদীছ আছে। দেখুনঃ মিশকাত হা/৩৬৯০)।
৭. إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ عَلَى يَمِيْنِ الْعَرْشِ الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِىْ حُكْمِهِمْ وَأَهَالِيْهِمْ وَمَا وَلُّوْا–

ষষ্ঠতঃ বিদ্রুপ বা হাসিঠাট্টা, তিরস্কার বা দোষারোপ না করা ও হেয় সম্বোধন বা পীড়াদায়ক নামে না ডাকাঃ মুসলিম সমাজে এক সম্প্রদায়ের অন্য সম্প্রদায়কে, এক ব্যক্তির অন্য ব্যক্তিকে, কোন নারীর অন্য নারীকে কদাচ উপহাস-বিদ্রুপ কিংবা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা আদৌ উচিৎ নয়। কেননা যাকে বা যাদেরকে উপহাস করা হয় হয়তো আল্লাহ্র নিকট সে বা তারা হ'তে পারে উপহাসকারীদের চেয়েও অতি উত্তম। এ বিষয়ে আল্লাহ্র ঘোষণা, 'হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হ'তে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকে যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হ'তে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কর না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমান আনয়ণ করার পর তাকে মন্দ নামে ডাকা গুনাহ। যারা এহেন কাজ থেকে তওবা না করে তারাই যালিম' *(হুজুরাত ১১)*।

সূরা হুজুরাতের প্রারম্ভে রাসূল (ছাঃ)-এর হক ও আদবের শিক্ষা, অতঃপর সাধারণ মুসলমানদের হক ও সামাজিক রীতি-নীতি বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের পূর্বে মুসলিম সমাজে বসবাসকারী জনগণের দলগত সংশোধনের বিষয় আলোচিত হয়েছে। আর বক্ষ্যমাণ আয়াতে ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক অধিকার, আদব ও রীতি-নীতি শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ আয়াতের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে বহুল প্রচলিত অতীব গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যথা- (১) কোন মুসলিম ব্যক্তিকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা (২) কাউকে দোষারোপ করা ও (৩) কাউকে অপমানকর বা পীড়াদায়ক নামে আহ্বান করা।

উপরোক্ত আয়াতের সামাজিক শিক্ষা বা বিধান হ'ল এই যে, কোন ব্যক্তির দেহে, আকার-আকৃতিতে বা গঠন প্রকৃতিতে কোন দোষ দৃষ্টিগোচর হ'লে তা নিয়ে কখনও কারু হাসি ঠাট্টা বা উপহাস করা উচিৎ নয়। কেননা তার জানা নাও থাকতে পারে যে, যাকে উপহাস করা হচ্ছে তার সততা, আন্তরিকতা ইত্যাদির কারণে সে আল্লাহ্র কাছে উপহাসকারীর চেয়ে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ। তাফসীরে কুরতুবীতে আছে যে, এ আয়াত পূর্ববর্তী বুযুর্গ মনীষীদের অন্তরে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমর ইবনে শুরাহবিল (রাঃ) বলেন, لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَرْضَعُ عَنْزًا فَضَحِكْتُ مِنْهُ لَخَشِيْتُ أَنْ أَصْنَعَ مِثْلَ الَّذِىْ صَنَعَ 'কোন ব্যক্তিকে বকরীর স্তনে মুখ লাগিয়ে দুধ পান করতে দেখে যদি আমার হাসির উদ্রেক হয়, তবে আমি আশংকা করতে থাকি যে, আমিও যেন এরূপ না হয়ে যাই'।[৮]

৮. কুরতুবী ১৬/২৭৭।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বলেন, اَلْبَلاَءُ مُوَكَّلٌ بِالْقَوْلِ لَوْ سَخِرْتُ مِنْ كَلْبٍ لَخَشِيْتُ أَنْ أُحَوَّلَ كَلْبًا 'বিপদ কথার উপর নির্ভরশীল। কোন কুকুরকেও উপহাস করতে আমার ভয় হয় যে, আমিও নাজানি কুকুর হয়ে যাই'।[৯]

ছহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ لاَيَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وأَعْمَالِكُمْ 'আল্লাহ তা'আলা কারু আকার-আকৃতি ও ধন-দৌলতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; বরং তাদের অন্তঃকরণ ও কাজ-কর্ম দেখেন'।[১০] ইমাম কুরতুবী বলেন, 'আলোচ্য হাদীছ থেকে এ শিক্ষা গ্রহণ করা যায় যে, কোন ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা দেখে সঠিকভাবে তাকে ভাল বা মন্দ বলা ঠিক হবে না। কারণ, যার বাহ্যিক কাজ-কর্মকে আমরা ভাল মনে করছি, তার আভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত থাকার কারণে সে আল্লাহ্র কাছে অপ্রিয় হ'তে পারে। অপরদিকে যার ব্যাহ্যিক ক্রিয়া-কর্ম খুব খারাপ বলে মনে হয়, তার ভিতরের অবস্থা ও আভ্যন্তরীণ সৎকর্ম তার মন্দ কাজের কাফ্ফারা হয়ে যেতে পারে। তাই যে ব্যক্তিকে খারাপ অবস্থা ও মন্দ কাজে লিপ্ত দেখ, তার এ অবস্থাকে খারাপ মনে কর। কিন্তু তাকে হেয় প্রতিপন্ন ও লাঞ্ছিত করার অনুমতি শরীয়তে নেই'।[১১]

আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় শিক্ষা ও বিধান এই যে, কারু কোন দোষ বের করা বা দোষের জন্য তিরস্কার করা উচিৎ নয়। প্রবাদে আছে, 'পাপমুক্ত দেহ নেই এবং দোষশূন্য মানুষ নেই'। তাই যদি কেউ কারু দোষ বের করে, তাহ'লে সে অপরের দোষ বের করবে। কারণ, দোষ থেকে কোন মানুষ মুক্ত নয়। এ প্রসঙ্গে জনৈক আলেমের উদ্ধৃতি যথার্থ- "وَفِيْكَ عُيُوْبٌ وَلِلنَّاسِ أَعْيُنٌ 'তোমার মধ্যে দোষ আছে এবং মানুষের চক্ষু আছে'।[১২] কাজেই প্রত্যেক মানুষের উচিৎ অন্যের দোষ-ত্রুটি না খুঁজে নিজ নিজ দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তা সংশোধনের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকা। তাতেই মানুষের জন্য কল্যাণ ও সৌভাগ্য নিহিত আছে।

আলোচ্য আয়াতের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হ'ল- কখনও কাউকে অপমানকর বা পীড়াদায়ক নামে না ডাকা। যাতে সে অসন্তুষ্ট হয়। উদাহরণ স্বরূপ কাউকে খোঁড়া, টেরা বা কানা বলে সম্বোধন করা। এর ফলে একে অপরের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয় এবং সমাজে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের সম্ভাবনাও থাকে খুব বেশী। কাজেই এমনি ধরণের হীনমনা কর্ম হ'তে প্রত্যেককে বিরত থাকা উচিৎ। ঠিক তেমনিভাবে কোন চোর, ব্যভিচারী বা মদ্যপকে তওবা করার পর সৎভাবে জীবন-যাপন করতে থাকলে তাকে উক্ত হেয় সম্বোধনে ডাকা নীতিবিরুদ্ধ কাজ। ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, اَلتَّنَابُزُ بِالْأَلْقَابِ أَنْ يَكُوْنَ الرَّجُلُ قَدْ عَمِلَ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابَ- فَنَهَى اللهُ أَنْ يُعَيِّرَ بِمَا سَلَفَ- 'কেউ কোন গুনাহ বা মন্দ কাজ করে তওবা করার পর তাকে সে নামে সম্বোধন করার অর্থই হ'ল কাউকে মন্দ নামে ডাকা। আর আল্লাহ তা'আলা অতীত কু-কর্ম দ্বারা কাউকে লজ্জা দেয়া ও হেয় প্রতিপন্ন করা থেকে সকলকে নিষেধ করেছেন'।[১৩] তবে সমাজে কোন কোন লোকের এমন কিছু পরিচিতিমূলক নাম আছে, যেগুলো প্রকৃতপক্ষে খারাপ। কিন্তু সে নাম ব্যতীত কেউ তাকে চেনে না। সেক্ষেত্রে সে ব্যক্তিকে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করার ইচ্ছা না থাকলে তাকে উক্ত নামে ডাকা বৈধ। এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত।[১৪] স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) জনৈক অপেক্ষাকৃত লম্বা হাত বিশিষ্ট ছাহাবীকে ذوالیدین 'যুল ইয়াদায়ন' নামে অভিহিত করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, হাদীছের সনদে কিছু নামের সাথে কতক পদবী যুক্ত আছে। যেমন- حمید الأعرج- مروان الأصفر- سلیمان الأعمش- حمیدالطویل ইত্যাদি পদবী সহকারে নাম উল্লেখ করা বৈধ কি-না? উত্তরে তিনি বলেন, إِذَا أَرَدْتَ صِفَتَهُ وَلَمْ تُرِدْ عَيْبَهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ 'দোষ বর্ণনা করার ইচ্ছা না থাকলে এবং পরিচয় পূর্ণ করার ইচ্ছা থাকলে তা বৈধ'।[১৫] তবে অধিক পসন্দনীয় ও উত্তম পদবীসহ ডাকা ভাল। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مِنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُسَمِّيَهُ بِأَحَبِّ أَسْمَائِهِ إِلَيْهِ 'মুমিনের হক্ব অপর মুমিনের উপর এই যে, তাকে অধিক পসন্দনীয় নাম ও পদবী সহকারে ডাকবে'।[১৬]

অতএব, প্রত্যেক মুসলমানকে উপরোক্ত কাজ সমূহ হ'তে সম্পূর্ণভাবে বিরত থেকে একে অপরের সাথে সৎ আচরণে ও সৎ মনোভাবে প্রভাবিত হয়ে সমাজবদ্ধ হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে পরস্পরে বসবাস করা উচিৎ।

[চলবে]

---

৯. তদেব।
১০. মিশকাত হা/৫৩১৪; কুরতুবী ১৬/২৭৮।
১১. কুরতুবী ১৬/২৭৮।
১২. সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, পৃঃ ১২৮২।
১৩. কুরতুবী ১৬/২৮০।
১৪. তদেব।
১৫. ঐ, পৃঃ ২৮১।
১৬. তদেব।

অধিক পুণ্য হাছিলের মাস রামাযান

-মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান*

রামাযানের ছিয়াম হ'ল ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি। 'ছওম' (صوم) ও 'ছিয়াম' (صيام) দু'টিই মাছদার (مصدر) বা ক্রিয়ামূল। আভিধানিক অর্থঃ বিরত থাকা (মু'জাম)। শারঈ অর্থে ছুবহে ছাদিক হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খানাপিনা, যৌনাচার ও যাবতীয় শরীয়ত নিষিদ্ধ বস্তু হ'তে বিরত থাকাকে 'ছিয়াম' বলা হয়।

রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয করে আল্লাহপাক ঘোষণা করেন- يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ- 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপরে ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরে। যাতে তোমরা সংযমশীল হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ১৮৩)*।

ছিয়ামের ইতিহাস অতিপ্রাচীন। যা আয়াত থেকেই প্রতীয়মান হয়। কখন থেকে ছিয়াম চালু হয়েছে এর কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগ থেকেই প্রতিমাসে তিনদিন করে ছিয়াম পালনের বিধান চলে আসছিল। ইসলামের প্রথমদিকে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করার পরেও মাসে তিনদিন ও একদিন আশূরার ছিয়াম পালনের নিয়ম ছিল। অতঃপর ২য় হিজরীর শা'বান মাসে আমাদের তথা উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর পূর্ণ রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয করা হয়।[১]

আয়াতের ভাষ্যানুযায়ী বুঝা যায়, পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও ছিয়াম ফরয করা হয়েছিল। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম শা'বী, ক্বাতাদাহ প্রমুখ মুফাসসিরগণ বলেন, 'আল্লাহ মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর ক্বওমের উপরেও রামাযানের একমাস ছিয়াম ফরয করেছিলেন। কিন্তু তাদের আলেমগণ আরো ১০দিন বাড়িয়ে নেন। পরে জনৈক আলেম আরো ১০দিন বৃদ্ধি করেন। এইভাবে তাদের ৫০ দিন ছিয়াম-এর নিয়ম চালু হয়ে যায়। এতে যখন লোকেরা খুবই কষ্ট বোধ করে, তখন রামাযান বাদ দিয়ে তারা বসন্তকালে ছিয়াম পালনের বিধান চালু করেন।

আয়াতের শেষাংশে ছিয়াম ফরয করার উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে- 'যাতে তোমরা আল্লাহভীরু বা সংযমশীল হ'তে পার'। তাই এ মাসে মুমিনের একমাত্র লক্ষ্য থাকে পাপ মোচন ও পুণ্য অর্জন। ক্বিয়ামে রামাযানের মাধ্যমে আল্লাহপাক বান্দার বিগত জীবনের সকল পাপ ক্ষমা করে থাকেন। তাছাড়া হাযার মাসের অধিক ফযীলত সম্পন্ন মহিমান্বিত রজনী 'লায়লাতুল ক্বদর' তো আছেই।

ছিয়ামের ফযীলতঃ

১. আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন রামাযান মাস আসে তখন আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়'। অপর বর্ণনায় রয়েছে, 'জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। আর শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়। অপর বর্ণনায় রয়েছে, 'রহমতের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়'।[২]

২. আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন রামাযান মাসের প্রথম রাত্রি আসে, তখন শয়তান ও অবাধ্য জিনকে শৃঙ্খলিত করা হয়। জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করা হয়। অতঃপর এর কোন দরজাই খোলা হয় না এবং জান্নাতের দরজা সমূহ খোলা হয়। অতঃপর কোন দরজাই বন্ধ করা হয় না। এ মাসে একজন আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকে, 'হে কল্যাণের অন্বেষণকারী অগ্রসর হও, হে মন্দের অন্বেষণকারী থাম'। আল্লাহ তা'আলা এ মাসে বহু ব্যক্তিকে জাহান্নাম হ'তে মুক্তি দেন। আর এরূপ প্রত্যেক রাতেই হয়ে থাকে'।[৩]

৩. রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে ও ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয় এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে ও ছওয়াবের আশায় রামাযানে এবং লায়লাতুল ক্বদরে ছালাতের মধ্যে রাত্রি জাগরণ করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[৪]

৪. আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক কাজেরই নেকী দশগুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছিয়াম বতীত। কারণ এটা আমারই জন্য। আর আমিই এর পুরস্কার দেব। সে আমার জন্য তার কামনা-বাসনা ও খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করেছে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতার কালে অন্যটি তার প্রভুর সঙ্গে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট মিশকের খুশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। তাই যখন তোমাদের কারো ছিয়াম পালনের সময় হবে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং ঝগড়া না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় কিংবা তার সাথে লড়াই করে, তাহ'লে সে যেন বলে, আমি ছায়েম'।[৫]

৫. সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতের আটটি দরজা আছে, তন্মধ্যে একটি দরজার নাম 'রাইয়ান'। ঐ দরজা দিয়ে ছিয়াম পালনকারী ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করবে না'।[৬]

---

* *উপাধ্যক্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।*

১. *ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাযাম ফী তারীখিল মুলূক ওয়াল-উমাম, (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ তা.বি), ৩য় খণ্ড পৃঃ ৯৫।*

২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আলবানী, মিশকাত হা/১৯৫৬।*

৩. *তিরমিযী, মিশকাত, সনদ হাসান হা/১৯৬০।*

৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৮।*

৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৮।*

৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৭।*

৬. আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একবার রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'হে মুসলমানগণ! তোমাদের নিকট রামাযান মাস এসেছে। এ মাসের ছিয়াম আল্লাহপাক তোমাদের উপর ফরয করেছেন। তাতে আসমানের দরজা সমূহ খোলা হয় এবং জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করা হয় এবং অবাধ্য শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়। আর এতে এমন একটি রাত্রি রয়েছে যা হাযার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সে সকল মঙ্গল হ'তে বঞ্চিত হয়েছে'।[৭]

৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ছিয়াম এবং কুরআন আল্লাহর নিকট বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। ছিয়াম বলবে, 'হে আল্লাহ! আমি তাকে দিনে তার খানা ও প্রবৃত্তি হ'তে বাধা দিয়েছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন'। কুরআন বলবে, 'আমি তাকে রাতে নিদ্রা হ'তে বাধা দিয়েছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন'। অতএব উভয়ের সুপারিশই কবুল করা হবে'।[৮]

৮. আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) বদ দো'আ দিয়ে বলেন, সেই ব্যক্তির নাক মাটিতে মিশে যাক, যে রামাযান পেল, অথচ নিজেকে ক্ষমা প্রাপ্ত করে নিতে পারল না'।[৯]

ছিয়ামের মাসায়েল

১. ছিয়ামের নিয়তঃ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই নিয়তের উপর সকল আমল নির্ভর করে'।[১০] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে ছিয়ামের নিয়ত করে না, তার ছিয়াম হয় না'।[১১] জানা আবশ্যক যে, নিয়ত হচ্ছে মনের সংকল্প। সুতরাং অন্তরে ছিয়ামের নিয়ত করতে হবে। মুখে নিয়ত পাঠের কোন ছহীহ দলীল নেই।

২. শিশুদের ছিয়াম পালনে উদ্বুদ্ধ করাঃ রুবাই বিনতে মু'আওয়াস বলেন, 'আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে ছিয়াম পালন করাতাম এবং তাদের জন্য খেলনা রাখতাম। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ যখন খাবারের জন্য কাঁদত, তখন আমরা খেলনাটি দিতাম। এভাবে ইফতারের সময় হয়ে যেত'।[১২] বর্তমান যুগের মুসলমানেরা ছোট ছেলেমেয়ে ছিয়াম রাখতে চাইলে বাঁধা দেয় এই মনে করে যে, তাদের শরীর খারাপ হয়ে যাবে। এমনটি ঠিক নয়। বরং শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে ছোট থেকেই ছিয়াম পালন করাতে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে।

৩. যাদের উপর ছিয়াম ফরয নয়ঃ ছিয়াম নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি ফরয। তবে কাফের, পাগল, শিশু, রোগী, মুসাফির, ঋতুবতী মহিলা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণীর উপর ছিয়াম ফরয নয়।[১৩]

৪. যখন ছিয়াম পালন করা নিষেধঃ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিৎরের দিন ছিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন।[১৪] তিনি অন্যত্র বলেন, 'ঈদুল আযহার পর আইয়ামে তাশরীক-এর (তিনদিন) খানাপিনার দিন'।[১৫]

৫. শা'বানের শেষে রামাযানের জন্য স্বাগত ছিয়াম নিষেধঃ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন রামাযানের একদিন কিংবা দু'দিন আগে ছিয়াম পালন না করে। তবে যার আগে থেকে ছিয়াম পালনের অভ্যাস আছে, সে ঐ দিনে ছিয়াম রাখতে পারে'।[১৬]

৬. রামাযানের জন্য শা'বানের হিসাব রাখা যরূরীঃ আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) শা'বানের চাঁদের যত হিসাব করতেন, আর কোন চাঁদের বেলায় সেরূপ করতেন না'।[১৭] কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখ এবং চাঁদ দেখে ছিয়াম ছাড়'।[১৮] চাঁদের সাক্ষ্য প্রদানকারীকে অবশ্যই মুসলমান হ'তে হবে। একদা এক বেদুঈন ব্যক্তি চাঁদ দেখার দাবী করলে রাসূল (ছাঃ) তাকে আল্লাহ ও তার রাসূল (ছাঃ)-এর উপর বিশ্বাস পোষণের কথা জিজ্ঞেস করেন।[১৯]

৭. তারাবীহঃ

তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টিই রাতের ছালাতের অন্তর্ভুক্ত। রাতের শেষাংশে পড়লে 'তাহাজ্জুদ' এবং প্রথমাংশে পড়লে 'তারাবীহ' বলা হয়। রামাযান মাসে আগের রাতে তারাবীহ পড়লে শেষ রাতে 'তাহাজ্জুদ' পড়তে হবে না।[২০]

রাক'আত সংখ্যাঃ

(ক) একদা হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, রামাযান মাসে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত কেমন ছিল? তিনি বলেন, রামাযান ও রামাযান ছাড়া অন্য মাসে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত ১১ রাক'আতের বেশী ছিল না।[২১]

(খ) রাসূল (ছাঃ) প্রতি দুই রাক'আত অন্তর সালাম ফিরিয়ে আট রাক'আত তারাবীহ শেষে কখনো এক রাক'আত কখনো তিন রাক'আত কখনো পাঁচ রাক'আত বিতর এক সালামে পড়তেন। কিন্তু মাঝে বসতেন না।[২২]

৮. বিশ রাক'আত তারাবীহর দলীল ও তার জওয়াবঃ

(ক) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিতঃ

---

৭. *আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৯৬২, হাদীছ ছহীহ।*
৮. *বায়হাক্বী, মিশকাত, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৯৬৩।*
৯. *তিরমিযী, হাদীছ হাসান, মিশকাত 'ছালাত' অধ্যায় হা/৯২৭।*
১০. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১।*
১১. *তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৯৮৭, হাদীছ ছহীহ।*
১২. *বুখারী, ২৬৩ পৃঃ।*
১৩. *ফিকহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, ৩৭০ পৃঃ।*
১৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত 'ছওম' অধ্যায় হা/২০৪৮-৪৯।*
১৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৫০।*
১৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৭৩।*
১৭. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৮০ হাদীছ ছহীহ।*
১৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৬৯।*
১৯. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৭৮।*
২০. *ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৬৮।*
২১. *বুখারী ১/১৬৯ পৃঃ; মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ; আবুদাউদ ১/১৮৯ পৃঃ; নাসাঈ ২৪৮ পৃঃ; তিরমিযী ৯৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ ৯৭-৯৮ পৃঃ; বাংলা বুখারী ১/৪৭০ ও ২/২৬০ পৃঃ।*
২২. *মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ।*

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ فِىْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ– 'নিশ্চয় রাসূল (ছাঃ) রামাযান মাসে ২০ রাক'আত এবং বিতর ছালাত আদায় করতেন'। হাদীছটি আব্দ বিন হুমাইদ ও ত্বাবারাণী আবু শায়বার সূত্রে বর্ণনা করেন। আবু শায়বাকে ইমাম বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, ইবনু মুঈন. আবুদাঊদ, তিরমিযী ও নাসাঈ প্রমুখ ইমামগণ 'যঈফ' বলেছেন। হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী বুখারীর শরাহ ফাৎহুল বারীতে উক্ত সূত্রকে দুর্বল বলেছেন। তাছাড়া আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীছের সাথে উক্ত হাদীছটি সাংঘর্ষিক। আর হযরত আয়েশা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর রাত্রিকালীন অবস্থা সম্পর্কে অন্য সকলের চেয়ে বেশী অবগত ছিলেন।[২৩]

(খ) হযরত আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ-

عَنْ اَبِى الْحَسْنَاءِ اَنَّ عَلِيًّا اَمَرَ رَجُلاً يُصَلِّىْ بِهِمْ فِىْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً–

'আবুল হাসনা কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, আলী (রাঃ) এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সে যেন তাদেরকে নিয়ে রামাযান মাসে ২৩ রাক'আত ছালাত আদায় করে'। হাদীছটি ইবনু আবী শায়বা তার মুসান্নাফে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাক্বী সুনানুল কুবরাতে বলেছেন, وفى هذا الاسناد ضعف। 'এই সনদে দুর্বলতা রয়েছে'। শায়খ আলবানী বলেছেন, যঈফ হওয়ার কারণ হ'ল আবুল হাসানাকে চেনা যায় না সে কে? ইমাম যাহাবীও এরূপ বলেছেন। ইবনে হাজারও বলেছেন যে, সে অজ্ঞাত।[২৪]

(গ) ইয়াযীদ বিন রূমান হ'তে 'লোকেরা ওমর (রাঃ)-এর যুগে ২৩ রাক'আত তারাবীহর ছালাত আদায় করতেন' বলে মুওয়াত্ত্বা মালেক-এ বর্ণিত হাদীছটি যঈফ এবং হযরত ওমরের নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত ১১ রাক'আতের ছহীহ হাদীছের বিরোধী।[২৫] শায়খ আলবানী বলেন, '২০ রাক'আত তারাবীহ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলিই যঈফ এবং দলীলের অযোগ্য'।

৯. বিশ রাক'আত তারাবীহ সম্পর্কে হানাফী পণ্ডিতদের অভিমতঃ ভারত বিখ্যাত হানাফী মনীষী আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী, হানাফী ফিক্বহের সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব 'হিদায়া'র ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনুল হুমাম, আল্লামা যায়লাঈ হানাফী শায়খ আব্দুল হক্ব দেহলভী হানাফী, দেউবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ক্বাসেম নানুতুবী সহ হানাফী জগতের বড় বড় মুহাদ্দিছ এবং তাবলীগ জামা'আতের বিশিষ্ট নেতা মাওলানা যাকারিয়া প্রমুখ হানাফী মনীষীগণ এক বাক্যে বলেন, ২০ রাক'আতের হাদীছটি যঈফ হওয়ার সাথে সাথে ছহীহ হাদীছেরও বিরোধী।[২৬]

১০. সাহারীর আযানঃ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, বেলাল রাতে (সাহারী খাওয়ার) আযান দেয়। তাই তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত খাও এবং পান কর যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতূমের (ফজরের) আযান শুনতে পাও'।[২৭]

বুখারী শরীফের ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, '(আযান ব্যতীত) বর্তমান কালে সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত'।[২৮]

১১. সাহারীর উত্তম খাদ্য ও শেষ সময়ঃ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সাহারীর উত্তম খাদ্য হ'ল খেজুর'।[২৯] নাপাক অবস্থায় ভোর হ'লে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না।[৩০] ফজরের আযানের পূর্ব পর্যন্ত সাহারীর সময়। তবে খাওয়া অবস্থায় আযান পড়ে গেলে খাওয়া শেষ করে নিবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ আযান শুনবে, তখন তার হাতে খাবার পাত্র থাকলে সে তা রেখে দিবে না। যতক্ষণ না তার খাওয়া শেষ হয়'।[৩১]

১২. ইফতারের সময়ঃ সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ইফতার করতে হবে। দেরী করে ইফতার করা ইয়াহুদ-নাছারাদের সদৃশ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ী করবে। কেননা ইয়াহুদ-নাছারাগণ ইফতার দেরীতে করে'।[৩২] রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ লোকদের মধ্যে ইফতার সর্বাধিক তাড়াতাড়ী ও সাহারী সর্বাধিক দেরীতে করতেন।[৩৩]

১৩. ইফতারকালীন দো'আঃ ডানদিক থেকে 'বিসমিল্লাহ' বলে ইফতার করবে।[৩৪] কেননা ইফতারকালীন প্রচলিত দো'আটি (اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ) আলবানী যঈফ বলেছেন।[৩৫] ইফতারের শেষে বলবে ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَ ثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ *(যাহাবাযযামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূক্ব ওয়া ছাহাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ)*। দারাকুৎনী ও শায়খ আলবানী হাদীছটি হাসান বলেছেন।[৩৬]

২৩. *ফাৎহুল বারী ৪/২৫৪।*
২৪. *আলোচনা দ্রঃ আলবানী, ছালাতুত তারাবীহ পৃঃ ৭৬, ৭৭।*
২৫. *ইরওয়াউল গালীল ২য় খণ্ড পৃঃ ১৯১।*
২৬. *আল-আরফুশ শাযী ৩০৯ পৃঃ; ফাতহুল ক্বাদীর ১/২০৫ পৃঃ; নাছবুর রা'য়াহ ২/১৫৩ পৃঃ; ফয়যে ক্বাসেমিইয়াহ ১৮ পৃঃ।*
২৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮০।*
২৮. *নায়ল ২/১১৯।*
২৯. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৯৮, হাদীছ ছহীহ।*
৩০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০০১।*
৩১. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৮৮, হাদীছ ছহীহ।*
৩২. *আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫ হাদীছ ছহীহ।*
৩৩. *নায়লুল আওত্বার, মিসরী ছাপা ৫/২৯৩ পৃঃ।*
৩৪. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২/৪১৫৯-৬০-৬২।*
৩৫. *ইরওয়া ৪র্থ খণ্ড ৩৮ পৃঃ।*
৩৬. *ইরওয়া ৪র্থ খণ্ড, ৩৯ পৃঃ।*

১৪. ইফতারের দ্রব্যঃ খেজুর বা পানি দ্বারা ইফতার করা সুন্নাত। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ ইফতার করবে, তখন সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে। কারণ এটা বরকতের বস্তু। আর যদি খেজুর না পায়, তাহ'লে সে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে'।[৩৭]

১৫. ছায়েমের জন্য পরনিন্দা, মিথ্যা বলা ও স্ত্রী সহবাস অবৈধঃ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা ও অশ্লীল কাজ করা ছাড়ল না, তার খাওয়া ও পান করা থেকে বিরত থাকায় আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই'।[৩৮] ছিয়াম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে ছিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে এবং ঐ ব্যক্তিকে শারঈ কাফফারা স্বরূপ একটি ক্রীতদাস আযাদ করতে হবে। নতুবা ধারাবাহিকভাবে দু'মাস রোযা পালন করতে হবে। অন্যথায় তাকে ৬০ জন মিসকীন খাওয়াতে হবে।[৩৯]

১৬. থুথু গলধঃ করণঃ আতা (রাঃ) বলেন, 'কেউ যদি কুল্লি করে মুখের সব পানি ফেলে দেয়, তারপর সে যদি থুথু এবং মুখের ভেতরে যা ছিল তা গিলে নেয়, তাতে কোন অসুবিধা নেই'।[৪০]

১৭. বস্তুর স্বাদ চেখে দেখাঃ ছিয়াম পালনকারী ব্যক্তি কোন বস্তুর স্বাদ চেখে দেখতে পারে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'ছিয়াম পালনকারীর জন্য কোন জিনিষের স্বাদ চেখে দেখায় কোন আপত্তি নেই'।[৪১]

১৮. ওষুধ ব্যবহারঃ ছিয়াম অবস্থায় নাকে, চোখে ও কানে ওষুধ দেওয়ায় ছিয়াম নষ্ট হ'বে না। হাসান (রাঃ) বলেন, 'ছিয়াম অবস্থায় ছিয়াম পালনকারীর নাকে ওষুধ দেওয়াতে আপত্তি নেই, যদি তা খাদ্যনালী পর্যন্ত না যায়'।[৪২] এমনকি ওযূ অবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে নাকে পানি ঢুকে তা খাদ্যনালী পর্যন্ত গেলেও ছিয়াম নষ্ট হবে না।[৪৩] চোখে ওষুধ দেওয়াও কোন আপত্তি নেই।[৪৪]

১৯. বমন ও মিসওয়াক করাঃ ইচ্ছাকৃত বমন করলে ছিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে। আবুদারদা (রাঃ) বলেন, 'একদা রাসূল (ছাঃ) (স্বেচ্ছায়) বমন করেন এবং ছিয়াম ছেড়ে দেন'।[৪৫] ছিয়াম পালনকালে মিসওয়াক করলে ছিয়াম নষ্ট হবে না।[৪৬]

২০. ছিয়াম অবস্থায় গালী ও ঝগড়ার হুকুমঃ ছিয়ামাবস্থায় গালী-গালাজ ও ঝগড়া-বিবাধ নিষেধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন ছিয়াম অবস্থায় থাকবে, তখন সে যেন অশ্লীল কাজ না করে এবং গণ্ডগোল না করে'।[৪৭]

২১. গরমের কারণে মাথায় পানি ঢালাঃ ছিয়াম অবস্থায় গরম ও তাপের কারণে মাথায় পানি ঢালা যাবে। রাসূল (ছাঃ) কখনো ছিয়াম অবস্থায় পিপাসার কারণে কিংবা গরমের কারণে নিজের মাথায় পানি ঢালতেন।[৪৮]

২২. সুরমা ব্যবহার ও সফরের ছিয়ামঃ ছিয়াম অবস্থায় সুরমা লাগানো যায়। আনাস (রাঃ) ছিয়াম অবস্থায় সুরমা লাগাতেন যায়।[৪৯] আর সফরে ছিয়াম রাখা না রাখা ইচ্ছাধীন ব্যাপার। রাসূল (ছাঃ) এক সফরে ছাহাবীদের বলেন, 'তোমরা ইচ্ছা করলে ছিয়াম রাখতে পার। ইচ্ছা করলে ছাড়াতে পার'।[৫০]

২৩. ঋতু অবস্থায় ছিয়ামের হুকুমঃ ঋতুবতী অবস্থায় পরবর্তীতে ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে ঋতুবতী হ'তাম, তখন আমাদেরকে ছিয়াম ক্বাযা করার নির্দেশ দেয়া হ'ত। কিন্তু ছালাত ক্বাযা করার কথা বলা হ'ত না'।[৫১]

২৪. অধিক দান-খায়রাত করাঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে সকলের চেয়ে অগ্রণী ছিলেন। রামাযানে জিবরাঈল (আঃ) যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন, তখন তিনি আরো অধিক দান করতেন। রামাযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাতেই জিবরাঈল তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাত করতেন। আর রাসূল (ছাঃ) তাঁকে কুরআন শোনাতেন। জিবরাঈল (আঃ) যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন, তখন তিনি রহমত সহ প্রবাহিত বায়ুর চেয়ে অধিক ধন-সম্পদ দান করতেন'।[৫২]

২৫. ছায়েমকে ইফতার করানোঃ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন ছায়েমকে ইফতার করাবে, সে তার ছওয়াবের সমপরিমাণ ছওয়াব পাবে। অথচ ছায়েমের ছওয়াব থেকে কিছুমাত্র কমানো হবে না'।[৫৩]

২৬. লায়লাতুল ক্বদরঃ আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি লায়লাতুল ক্বদরে। আপনি জানেন কি লায়লাতুল ক্বদর কি? লায়লাতুল ক্বদর হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম' *(ক্বদর ১-৩)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াব লাভের আশায় লায়লাতুল ক্বদরে রাত জেগে ছালাত আদায় করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহ সমূহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[৫৪]

২৭. লায়লাতুল ক্বদর কখনঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'তোমরা রামাযানের শেষ দশদিনের বেজোড় রাত্রিতে লায়লাতুল ক্বদর তালাশ কর'।[৫৫]

---

৩৭. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৯০, হাদীছ ছহীহ।*
৩৮. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৯৯।*
৩৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০০৪।*
৪০. *বুখারী, 'তরজমাতুল বাব' ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৯।*
৪১. *বুখারী তরজমাতুল বাব পৃঃ ২৫৮।*
৪২. *বুখারী তরজমাতুল বাব পৃঃ ২৫৯।*
৪৩. *ফৎহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৫৯।*
৪৪. *মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা 'ছিয়াম' অধ্যায়।*
৪৫. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২০০৮ হাদীছ ছহীহ।*
৪৬. বুখারী, তরজমাতুল বাব পৃঃ ২৫৮।
৪৭. *বুখারী, ১ম খণ্ড পৃঃ ২৫৪।*
৪৮. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২০১১, হাদীছ ছহীহ।*
৪৯. *মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা 'ছিয়াম' অধ্যায়।*
৫০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০১৯।*
৫১. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩২।*
৫২. *বুখারী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৪২ হা/১৭৭৮।*
৫৩. *আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, আলবানী, ছহীহুল জামে' হা/৬৪১৫।*
৫৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৮।*
৫৫. *বুখারী, ৩য় খণ্ড হা/১৮৮৭।*

২৮. লায়লাতুল ক্বদরের দো'আঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'একবার আমি রাসূল (ছাঃ)-কে লায়লাতুল ক্বদরে কি বলব জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তুমি বলবে- اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ (আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা আফুব্বুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী) 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা করতে পসন্দ কর। অতএব আমাকে ক্ষমা কর'।[৫৬]

২৯. ই'তিকাফঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। তাঁর ওফাত পর্যন্ত এ নিয়মই চালু ছিল। এরপর তাঁর সহধর্মিনীগণও ই'তিকাফ করতেন'।[৫৭]

৩০. ই'তিকাফের সময়ঃ ই'তিকাফের সময় ১০ দিন অথবা ২০ দিন। রাসূল (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। যে বছরে তিনি ইন্তেকাল করেন, সে বছর তিনি ২০ দিন ই'তিকাফ করেন।[৫৮]

৩১. ই'তিকাফের স্থানঃ ই'তিকাফ মসজিদে হওয়া যরূরী। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) ই'তিকাফ অবস্থায় তাঁর মাথা মসজিদ হ'তে আমার দিকে বাড়িয়ে দিতেন। আমি তা চিরুনী করতাম। তিনি প্রয়োজন ব্যতীত ঘরে প্রবেশ করতেন না'।[৫৯]

৩২. মহিলাদের ই'তিকাফঃ মহিলাগণও ই'তিকাফ করতে পারেন। নবী (ছাঃ)-এর বিবিগণও ই'তিকাফ করতেন।[৬০]

৩৩. ফিৎরাঃ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা'খজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্য বস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন'।[৬১]

পরিশেষে বলা যায় যে, পবিত্র মাহে রামাযান মাসই হ'ল অধিক পুণ্য হাছিলের অন্যতম মাস। আমলী যিন্দেগী সুদৃঢ় করার মাধ্যমে সার্বিক জীবন পরিশুদ্ধ করার উপযুক্ত সময়। সমাজের অবহেলিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত-নিপীড়িত, অনাথ-ইয়াতীমদের প্রতি মহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রদর্শনের মাস। এ মাসে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব সুদৃঢ় হয়। সামাজিক বন্ধন আরো মযবুত হয়। পারস্পরিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত হ'য়ে সমাজকল্যাণে আত্মনিয়োগ করে। সর্বোপরি বিভিন্নমুখী আমলের সমাহারে মুমিন জীবনের প্রতিটি দিক হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও সুদৃঢ়। আল্লাহ আমাদেরকে এ মাসে বেশী বেশী পুণ্য অর্জন করার ও পবিত্রতা রক্ষা করার তাওফীক্ব দান করুন। -আমীন!!

৫৬. *আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৯১।*
৫৭. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯১।*
৫৮. *বুখারী ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৪; মিশকাত হা/২০৯৯।*
৫৯. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১০০।*
৬০. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯৭।*
৬১. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫-১৬।*

কুরআনের আলোকে মানব সৃষ্টি রহস্য

*-মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম মিঞা**

(শেষ কিস্তি)

আমরা আবার ভাষার ব্যাপারে ফিরে আসব। কেননা তা অনেক ভীতিকর প্রশ্নের উদ্রেক করে। যেমন, যখন ইবলীস আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে বললঃ مَانَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخَالِدِيْنَ- 'তোমাদের দু'জনকে তোমাদের প্রভু এই গাছ হ'তে এ জন্যই নিষেধ করেছেন যে, তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা এখানে চিরস্থায়ী হয়ে যাবে' *(আ'রাফ ২০)*।

এ কথায় প্রশ্ন উদ্রেক করে চিরস্থায়ী অর্থ তখনই পাওয়া যাবে, যখন এর বিপরীতে ধ্বংস পাওয়া যাবে। এ দু'টি অর্থ শ্রোতার নিকট বোধগম্য হ'তে হবে। আদম দেখেছে সেসব লোককে যারা মৃত্যুবরণ করছে, যে চলে যাচ্ছে আর ফিরে আসছে না। অতএব চিরস্থায়ী শব্দের এ অর্থ শ্রোতার নিকট বোধগম্য।

কাফেররা কি কুরআনের এ আয়াতের বিরোধিতা করতে পারে। ইরশাদ হচ্ছে, فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهُ سٰجِدِيْنَ- 'যখন তাকে সুষম করি এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দিই, তখন তারা তাকে সিজদা করে' *(হিজর ২৯)*।

"اِذَا" শব্দটি এখানে সময়ের শেষ পর্যন্ত নির্ণয় করছে। লক্ষ্য করুন! এ ঘটনায় কুরআনে পরবর্তী সময় বোঝার জন্য "ثُمَّ" শব্দের ব্যবহারঃ وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ 'আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, এরপর তোমাদের অবয়ব দিয়েছি' *(আ'রাফ ১১)*।

এখানে সময়ের ব্যবধান বুঝানো হয়েছে। সময় এক পলক বা সামান্য ব্যবধান নয়; বরং সময়ের বিরাট ব্যবধান।

اَلَّذِىْ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ- ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ- ثُمَّ سَوّٰهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهِ-

'যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন এবং কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। এরপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানি থেকে । অতঃপর তাকে সুষম করেন ও তার মাঝে রূহ ফুঁকে দেন' (সিজদাহ ৭-৯)।

ثُمَّ শব্দটি এখানে সময়ের দূরবর্তী অর্থ বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। সময়ের ব্যবধান অনেক, যেন বয়সের মত।

* *সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

যেমন শিশুকালে বলেছে কতিপয় শব্দ, এই শিশুকাল চলেছে এক মিলিয়ন বছর। সময় বলতে এখানে অন্ধকার, উপস্থিতি, রাতদিন এবং বছর বোঝায় না। বরং কুরআন সময়ের এমন এক অর্থ করেছে, যা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ

'তোমার রবের নিকট একদিন তোমাদের গণনায় এক হাযার বছরের সমান' *(হজ্জ ৪৬)*।

যদি আমরা বলি আদম (আঃ) এ দুনিয়ায় এসেছিলেন পনের হাযার বছর পূর্বে বা বিশ হাযার বছর পূর্বে। তবে এর অর্থঃ আল্লাহ্র দিন অতিবাহিত হয়েছে মাত্র বিশ দিন। যদি বলি, দশ লক্ষ বছর পূর্বে তাহ'লে এক হাযার দিন আল্লাহ্র দিনের হিসাবে। তাঁর রাজত্ব বিরাট, সময়ের ব্যবধান অতীব বড়। কিন্তু অতিক্রান্ত হয় অচেতনভাবে। কেননা নেই হিসাব যা সূক্ষ্মভাবে সেকেণ্ড, মিনিট, ঘন্টা, মাস ইত্যাদির হিসাব করতে সক্ষম। বরং এর বিপরীতঃ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْضُحَاهَا-

'যেদিন তারা একে দেখবে, সেদিন মনে করবে তারা দুনিয়াতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে' *(নাযি'আত ৪৬)*।

সময় অচৈতন্যে মিলিয়ন বছর পার হয়ে গেছে যেন এক পলকে। যেমন আল্লাহ বলেনঃ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ- قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَادِّيْنَ-

'তোমরা পৃথিবীতে কতদিন অবস্থান করেছিলে বছরের গণনায়? তারা বলবে, আমরা একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছিলাম। অতএব আপনি গণনাকারীদের জিজ্ঞেস করুন' *(মুমিনূন ১১২-১১৩)*।

অথচ তারা হয়ত লক্ষ লক্ষ বছর অবস্থান করেছে। আল্লাহ বলবেন, إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيْلاً لَّوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-

'তোমরা তাতে অল্পদিনই অবস্থান করেছ যদি তোমরা জানতে' *(মুমিনূন ১১৪)*।

অতঃপর আমরা যদি মাটির ব্যাপারে একমত হই, তাহ'লে আমাদের এই উপস্থিতি এবং আমাদের প্রত্যাবর্তন হবে মাটিতে। যেমন আল্লাহ্র বাণীঃ مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى-

'আমি তোমাদের এ মাটি থেকেই সৃষ্টি করেছি, এতেই তোমাদের ফিরিয়ে নেব এবং পুনরায় এ থেকেই আমি তোমাদের উঠাব' *(ত্বা-হা ৫৫)*।

এক্ষণে যারা বলে, মানুষ বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করেছে এবং উন্নত হয়েছে, তারা প্রকৃতপক্ষে সঠিক কথা বলতে পারেনি, তারা সত্যের কাছেই যেতে পারেনি। তারা প্রকৃতপক্ষে মারাত্মক ভুল করেছে ও বিভ্রান্ত হয়েছে। এদের মূলে রয়েছে চার্লস ডারউইন। যিনি বলেছেন, 'মানুষ মিলিয়ন বছর ধরে উন্নত হয়েছে বানর থেকে, যা বর্তমান বানর হ'তে অনেক বড় ছিল'। তিনি বলেন, 'অনেক বড় দেহী বানর ছিল, যুগের পরিবর্তনে তারা পরিবর্তিত হয়ে মানুষ হয়েছে'। এটা একেবারে ভ্রান্ত ও মূল্যহীন কথা। মানুষ যখন থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তখন থেকেই সে মানুষ। অন্য সৃষ্টি যখন সৃষ্টি হয়েছে, তখন ভিন্নভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টির মাঝে কোনটির সাথে কোনটির মিশ্রণ নেই। এটা কোনমতেই সম্ভব নয়। কুরআন এটাই প্রমাণ করছে, মানুষ প্রথম মুহূর্ত হ'তেই মানুষ, তাকে সিজদা করা হয়েছে এবং সে হয়েছে জান্নাতের সরদার ও সৃষ্টির সেরা। আল্লাহ্র বাণীঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ آدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً-

'নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি' *(বণী ইসরাঈল ৭০)*।

উপরোক্ত কুরআনিক আলোচনা থেকে মানব সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। মহান রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিকূলের মধ্যে এ জাতিকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আবার যারা তাঁকে অমান্য করে চলবে, তাদেরকে অধঃস্থলে নিক্ষেপ করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। মানবজাতি বানর বা অন্য কিছু থেকে বিবর্তন হয়ে আসেনি; কিংবা নিজে নিজেই অস্তিত্বে আসেনি। বিশেষ কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে আল্লাহপাক এ জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সে উদ্দেশ্য ব্যাহত হ'লে একদিন এ জাতিকেও তিনি সমূলে ধ্বংস করে দিবেন।

সবাইকে স্বাগতম

শ্রাবণী সিল্ক প্রিন্টিং ফ্যাক্টরী

প্রোঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

এখানে রাজশাহী রেশম শুটি পোকা থেকে তৈরী এক নম্বর রাজশাহী শিল্ক শাড়ী, ডিসচার্জ, স্ক্রীন, বাটিক প্রিন্ট, ব্লক প্রিন্ট শাড়ী খুচরা ও পাইকারী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিসিক শিল্প এলাকা, সপুরা রাজশাহী- ৬২০৩।

ব্যবহৃত গহনার যাকাত প্রসঙ্গে একটি বিশেষ আলোচনা

-মূলঃ দাঊদ আল-'আস'উসী (কুয়েত)

*অনুবাদঃ আবদুছ ছামাদ সালাফী**

ভূমিকাঃ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য। ছালাত এবং সালাম বর্ষিত হৌক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর। যাকাতের বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল এর মধ্যে ব্যবহৃত গহনার যাকাত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহিলাদের ব্যবহৃত গহনার যাকাত দিতে হবে কি-না? -এ নিয়ে অতীত ও বর্তমান যুগের আলেমগণ মতবিরোধ করেছেন। আলোচ্য নিবন্ধে এ বিষয়ে দলীলসহ আলেমদের মতামত সাজিয়ে-গুছিয়ে এবং সংক্ষিপ্তাকারে একত্রিত করেছি। অতঃপর যে মতটি দলীলের দিক দিয়ে শক্তিশালী এবং আলেমদের মাযহাবের অনুকূলে সেটিকে উত্তম বলেছি। আলোচনা ধারাবাহিক ও সংক্ষিপ্ত করেছি। তবে এমন সংক্ষিপ্ত নয় যে বুঝতে অসুবিধা হবে। আবার এমন দীর্ঘও করিনি যে পাঠকগণ তাতে বিরক্তবোধ করবেন। সর্বোপরি আলোচনা এমনভাবে করেছি যাতে সর্বসাধারণ উপকৃত হয়, পড়তে সহজ হয় এবং প্রচার করাও সহজ হয়ে পড়ে। এ ক্ষুদ্র প্রয়াস যেন কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুরি উদ্দেশ্যে হয় তার নিকট সে প্রার্থনা করছি।

গহনা (الحلى)-এর সংজ্ঞাঃ الحلى শব্দটি আরবী। এর বহুবচন حُلِيٌّ ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ ح বর্ণে পেশ ও যের প্রদান করে। الحلى (গহনা)-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইবনুল আছীর বলেন, 'সোনা ও রূপার ঐ সব জিনিষকে গহনা (الحلى) বলা হয়, যা দ্বারা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায়'। *-(আন-নেহায়া ১/৪৩৫)।*

গহনা (الحلى)-এর প্রকারভেদঃ গহনা দু'প্রকার। যথাঃ

(১) বৈধ গহনা الحلى المباح (অর্থাৎ যা ইসলামী শরীয়তে ব্যবহার করা বৈধ)। যেমনঃ মালা, চুড়ি, হাতের আংটি, কানের দুল বা কানে ব্যবহারযোগ্য অলংকার এবং পুরুষদের জন্য রূপার আংটি।

(২) অবৈধ গহনা (الحلى المحرم) অর্থাৎ যা ইসলামী শরীয়তে ব্যবহার করা হারাম। যেমনঃ পুরুষদের জন্য সোনার আংটি, সোনা-রূপার বাসন তথা থালা, বাটি, গ্লাস, চামচ ইত্যাদি। এগুলোর প্রত্যেকটির যাকাত পৃথকভাবে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

* অধ্যক্ষ, *আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

প্রথমতঃ মহিলাদের জন্য ব্যবহার করা বৈধ এমন সব গহনার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতামতঃ এ বিষয়ে আলেমগণ চারভাগে বিভক্ত হয়েছেন। নিম্নে তা আলোচিত হ'লঃ-

(১) প্রথম অভিমতঃ ব্যবহৃত গহনার যাকাত ওয়াজিব।

দলীল সমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) আল্লাহ বলেন- وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ- يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَافِىْ نَارِجَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ط هٰذَامَا كَنَزْتُمْ لاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَاكُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ- 'যারা সোনা-রূপা গচ্ছিত করে রাখে এবং তা আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করে না (যাকাত দেয়না) (হে রাসূল!) আপনি তাদেরকে মর্মান্তিক আযাবের সংবাদ দিন। যেদিন এগুলিকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তা দ্বারা তাদের কপালে, পাঁজরে ও পৃষ্ঠদেশে দাগানো হবে এবং বলা হবে যে, এগুলি তোমাদের সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চিত করেছিলে। অতএব আজ তোমরা তোমাদের সঞ্চিত মালের স্বাদ আস্বাদন কর' *(তওবা ৩৪-৩৫)*। এ আয়াতটি সাধারণত সবধরণের সোনা-রূপাকে শামিল করে। এক্ষণে যদি কেউ বলে যে, গহনা এর অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এগুলি এ হুকুমের বহির্ভূত, তাহ'লে তাকে (তার মতের পক্ষে) অবশ্যই দলীল পেশ করতে হবে *-(বাদায়েউছ ছানায়ে ২/১৭)।*

(খ) একদা ইয়ামনের এক মহিলা তার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আসল। মেয়েটির হাতে মোটা ও ওজনসই এক জোড়া সোনার বালা ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَتُؤَدِّيْنَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ: لاَ، قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟! قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صعلم وَقَالَتْ: هُمَا لِلهِ وَلِرَسُوْلِهِ- 'তুমি কি এর যাকাত আদায় কর? সে (মহিলা) বলল, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এ বালা দু'টির পরিবর্তে ক্বিয়ামতের দিন তোমাকে জাহান্নামে চুড়ি পরান হৌক-এটা কি তুমি চাও? বর্ণনাকারী বলেন, মহিলাটি উক্ত বালা দু'টি খুলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে নিক্ষেপ করে বলল, এগুলি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য' *-(আবুদাঊদ, নাসাঈ, বায়হাক্বী, হাদীছটি হাসান)।*

(গ) মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকট এসে আমার হাতে রূপার দু'টি মোটা চুড়ি দেখে বললেন, হে আয়েশা! এটা কি? উত্তরে আয়েশা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! (ইহা) আপনার জন্য

সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তৈরী করেছি। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এর যাকাত দাও? আমি (আয়েশা (রাঃ)) বললাম, না অথবা আল্লাহ যা চান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তোমার জাহান্নামের যাওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট' *-(আবুদাঊদ, হাকেম, বায়হাক্বী, হাদীছটি হাসান)।*

(ঘ) অন্য এক হাদীছে এসেছেঃ '৫ অসাক (বিশ মণ)-এর কম খেজুরে যাকাত নেই এবং ৫ উক্বিয়ার (২০০ দিরহাম) কম চাঁদিতে যাকাত নেই'। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, 'চাঁদিতে দশ ভাগের ৪ ভাগ (ربع العشر) যাকাত দিতে হবে'। কাজেই গহনা যদি চাঁদির হয়, তাহ'লে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। কারণ উল্লেখিত ছহীহ আছার দু'টিই তার অকাট্য প্রমাণ।

(ঙ) অন্য আরেকটি হাদীছে আছে- مَامِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَايُؤَدِّىْ زَكَاتَهُمَا إِلَّا صُفِّحَتْ لَهُ 'কোন সোনা ও রূপার মালিক যদি যাকাত আদায় না করে, তাহ'লে তা দিয়ে তার জন্য আগুনের মালা তৈরী করা হবে' *(মুসলিম)*। এ হাদীছটিও আমভাবে সকল সোনা ও রূপাকে শামিল করে।

আলেমদের মতামত (أقوال العلماء)

(১) 'ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) তার স্ত্রীকে তার অলংকারের যাকাত স্বীয় ইয়াতীম ভ্রাতুষ্পত্রকে দিতে বলতেন'। আব্দুর রাযযাক ও আবু 'উবাইদ হাদীছটিকে হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।

(২) 'সাঈদ বিন মুসাইয়েবকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, গহনার যাকাত দিতে হবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। প্রশ্নকারী বলল, তাহ'লে তো ওটা শেষ হয়ে যাবে। সাঈদ বললেন, তবুও'। -আব্দুর রাযযাক, সনদ ছহীহ।

(৩) মায়মূন বিন মেহরান বলেন, 'আমাদের একখানা মালা ছিল। তার যাকাত দিলে তা মূল্যের সমপরিমাণ হয়ে গিয়েছিল' *-(আবু উবাইদ, সনদ ছহীহ)*।

(৪) ওমর বিন যার বলেন, 'আমার আব্বা যার বিন আব্দুল্লাহ হামাদানী মৃত্যুবরণ কালে আমাকে এমর্মে ওছিয়ত করলেন যে, আমার বোনের গলায় যে মালাটি আছে তার যেন যাকাত দেই' *-(আব্দুর রাযযাক, সনদ ছহীহ)।*

(৫) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, 'যার নিকট সোনা-রূপা অথবা সোনা-রূপার গহনা থাকবে, সে উহা ব্যবহার করে উপকৃত হৌক বা না হৌক, তাকে প্রতিবছর যাকাত দিতে হবে'।

(৬) ইবনে হাযম বলেন, 'সোনা ও রূপার গহনার প্রত্যেকটি যদি নেছাব পরিমাণ হয় এবং উহার মালিকের নিকট চন্দ্র বছরের পূর্ণ এক বছর থাকে, সে অলংকার মহিলার হৌক বা পুরুষের হৌক, তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে' *-(মুহাল্লা ৬/৯২)।*

ইহা হযরত ওমর, ইবনে মাস'ঊদ, আয়েশা (রাঃ), সাঈদ বিন জুবায়ের, সাঈদ বিন মুসাইয়েব, মাইমূন বিন মেহরান, জাবের আল-ইযদী, ইবনে সীরীন, মুজাহিদ, যুহরী, আত্বা, মাকহুল, আলক্বামা, ইবরাহীম নাখঈ, ওমর বিন আব্দুল আযীয, যাহ্হাক, সুফিয়ান ছাওরী, আওযাঈ, ইবনুল মুবারক, দাঊদ যাহেরী, ইবনে হাযম, ছান'আনী প্রভৃতি আলেমগণের মত। হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতও এরূপ। যেমন- কাসানী তার بدائع الصنائع (২/১৬) গ্রন্থে বলেছেন, 'রূপা দিরহাম আকারে থাকুক বা টুকরা আকারে থাকুক, আস্ত হৌক বা তৈরী অলংকার হৌক, সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য তরবারীর সাথে থাকুক বা কোমরের বেল্টে থাকুক, ঘোড়ার লাগামে বা পালানে থাকুক অথবা কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য তাতে থাকুক কিংবা থালা-বাসন ও অন্য কিছুতে থাকুক, সে রূপাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ উক্ত রূপা যদি গলিয়ে ঐ সমস্ত বস্তু থেকে পৃথক করা সম্ভব হয় এবং ২০০ দিরহাম পরিমাণ হয়, তাহ'লে তাতে যাকাত ওয়াজিব' -(আলোচনা দেখুনঃ ইবনে হুমাম ফৎহুল ক্বাদীর ২য় খণ্ডের ২১৫ পৃঃ। যেখানে তিনি বলেছেন, 'অলংকার লাভজনক সম্পদ। কাজেই এতে যাকাত ওয়াজিব')।

(২) দ্বিতীয় অভিমতঃ ব্যবহৃত গহনার যাকাত ওয়াজিব নয়। **দলীল সমূহ নিম্নরূপঃ**

(ক) হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, 'অলংকারে যাকাত লাগবে না। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, যদি তা ১০০০ দীনার হয়? তিনি উত্তরে বললেন, কাউকে কিছু দিনের জন্য পরতে দিবে'। ইবনু আবী শায়বা এ আছারটি ছহীহ সনদে মওকূফভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে হাদীছটি মারফূ নয়।

(খ) গচ্ছিত গহনার ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক গচ্ছিত সম্পদে যাকাত লাগবে। তবে কি মহিলারা যদি তা ব্যবহার করে, তাহ'লে যাকাত দিতে হবে না'। তিনি আরো বলেন, 'গহনায় যাকাত নেই'। হাদীছটি দারাকুৎনী ছহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁর মেয়েদেরকে এবং দাসীদেরকে গহনা পরাতেন কিন্তু তার যাকাত দিতেন না। হাদীছটি ইমাম মালেক ও বায়হাক্বী ছহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

(গ) মা আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট তাঁর ভাইয়ের ইয়াতীম মেয়েরা লালিত-পালিত হচ্ছিল এবং তাদের নিকট অলংকারও ছিল। কিন্তু তিনি তার যাকাত দিতেন না'। ইমাম মালেক ও ইবনু আবী শায়বা হাদীছটি ছহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

(ঘ) আবু বকর (রাঃ)-এর মেয়ে আসমা তাঁর মেয়েদেরকে গহনা পরাতেন। কিন্তু যাকাত দিতেন না। যদিও তার মূল্য পঞ্চাশ হাযারের মত ছিল'। হাদীছটি ইবনু আবী শায়বা ছহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

(ঙ) ওমারা বিনতে আব্দুর রহমান বলেন, 'আমি কাউকে অলংকারের যাকাত দিতে দেখিনি। আমার একটা মালা ছিল, যার মূল্য ১২০০ মত। কিন্তু আমি কোনদিনই তার যাকাত দেইনি'। সনদ ছহীহ।

(চ) ছাহাবায়ে কেরামের স্ত্রীগণ গহনা পরতেন। কিন্তু নবী করীম (ছাঃ) কাউকেও যাকাত দেয়ার নির্দেশ প্রদান

করেননি -*(আস-সাইলুল জাররার ২য় খণ্ড, ২১ পৃঃ)*।

ইহা ইবনে ওমর, জাবের, মা আয়েশার একটি মত, হাসান বছরী, ত্বাউস, শা'বী, ইসহাক বিন রাহওয়াইহ্, আবু ছাওর, ইবনে খুযায়মা, আবু উবায়েদ প্রমুখের অভিমত।

এ ব্যাপারে শাফেঈ, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের মতামত নিম্নরূপঃ

মালেকী মাযহাবঃ ইবনে কাসেম اَلْمُدَوَّنَةُ নামক গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২৪৫ পৃষ্ঠায় ইমাম মালেক (রহঃ)-এর মত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'মহিলারা যে সমস্ত গহনা ব্যবহার করে, তার যাকাত দিতে হবে না'।

اَلْاَمْوَالُ নামক গ্রন্থের ৫৪১ পৃষ্ঠায় আবু উবায়েদ ইমাম মালেক হ'তে আরো বর্ণনা করেছেন যে, 'যে অলংকার দ্বারা মহিলারা উপকৃত হয় এবং ব্যবহার করে, তাতে যাকাত দিতে হবে না। কারণ এগুলি গৃহসামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি তা ব্যবহার না করে বা ভাঙ্গাচুরা হয় অথবা আস্ত হয়, তাহ'লে তার যাকাত দিতে হবে'।

বাযী اَلْمُنْتَقَى নামক গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১০৭ পৃষ্ঠায় বলেন, 'অলংকারে যাকাত লাগবে না। তার দলীল হিসাবে আমরা বলব, বৈধভাবে যে গহনা ব্যবহার করা হয় তা গৃহসামগ্রীর মত। যেমন কাপড়'। মোদ্দাকথাঃ মালেকী মাযহাবে গহনার যাকাত দিতে হবে না এজন্য যে, এগুলি কাপড়ের মতই গৃহসামগ্রী।

শাফেঈ মাযহাবঃ ইমাম শাফেঈ (রহঃ) প্রথম যুগে বলতেন, গহনায় যাকাত ওয়াজিব। কিন্তু পরে আল্লাহ্র নিকট ইস্তেখারা করার পর স্বীয় মত পরিবর্তন করে বলেন, এতে যাকাত লাগবে না। কিতাবুল উম, ২য় খণ্ড ৩৫ পৃষ্ঠায় আরো বলা হয়েছে, এতে ছাদাক্বা দিতে হবে। আর এটা আমি ইস্তেখারা করে পেয়েছি।

রাবী বলেন, 'তিনি (ইমাম শাফেঈ) আল্লাহ্র নিকট ইস্তেখারা করেছিলেন এবং আমাদেরকে বলেছিলেন যে, গহনায় যাকাত নেই। আবু আব্দুল্লাহ দেমাশকী বলেন, এ সম্পর্কে ইমাম শাফেঈর দু'ধরনের মত পরিলক্ষিত হয়। তবে মতদ্বয়ের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব না হওয়াই অধিক বিশুদ্ধ। মুযানী বলেন, ইহাই আসলের সাথে সর্বাধিক সাম স্যপূর্ণ। কেননা চতুষ্পদ জন্তুতে যাকাত ওয়াজিব। কিন্তু সাংসারিক কাজে ব্যবহৃত পশুতে যাকাত নেই। অনুরূপভাবে সোনা-রূপার যাকাত ওয়াজিব; কিন্তু ব্যবহার্য অলংকারাদিতে যাকাত নেই। মোটকথা, শাফেঈ মাযহাবে গহনার যাকাত ওয়াজিব না হওয়ার কারণ হল- উহা ব্যবহার সামগ্রী। আর ইহা চতুষ্পদ জন্তুর উপর অনুমান করে বলা হয়েছে।

ইমাম নববী اَلرَّوْضَةُ নামক গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ২৬০ পৃষ্ঠায় বলেন, বৈধভাবে ব্যবহৃত গহনায় কি যাকাত ওয়াজিব? জওয়াবে বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। তবে প্রসিদ্ধ কথা হ'ল, যাকাত ওয়াজিব নয়। যেমনটি (সাংসারিক) কাজে ব্যবহৃত উট, গরু প্রভৃতির যাকাত নেই।

نِهَايَةُ الْمُحْتَاجِ গ্রন্থের ৩/৮৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, 'সোনা-রুপার অবৈধ গহনায় এবং থালা-বাসন ও আসবাব পত্রে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন। কিন্তু বৈধ গহনায় যাকাত দিতে হবে না। কারণ এগুলিকে বৈধভাবে ব্যবহারের জন্য তৈরী করা হয়েছে। যেমন সাংসারিক কাজের জন্য ব্যবহৃত চতুষ্পদ জন্তু।

হাম্বলী মাযহাবঃ مسائل الإمام احمد গ্রন্থের ৭৮ পৃষ্ঠায় আবুদাঊদ বলেন, আমি ইমাম আহমাদকে বলতে শুনেছি যে, আমাদের নিকটে গহনার কোন যাকাত নেই। তিনি আরো বলেন যে, আমি আরেকবার বলতে শুনেছি, এ গুলির যাকাত হচ্ছে কাউকে কিছুদিন ব্যবহার করতে দেয়া। اَلْاِنْصَافُ গ্রন্থের ৩/১১৩৮ পৃষ্ঠায় মারদাবী বলেন, ইহাই (হাম্বলী) মাযহাব। আর অধিকাংশ আলেম-এর উপরই অবিচল। ইবনে কুদামাও الكافى নামক গ্রন্থের ১/৩১০ পৃষ্ঠায় বলেন, এ মতটি এজন্য ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ইহা বৈধ ব্যবহারের দৃষ্টিকোণে ব্যবহৃত হয়।

অতএব, ব্যবহার্য কাপড়ের ন্যায় এতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। ইবনে কুদামা المغنى গ্রন্থের ৩/৪১ পৃষ্ঠায় বলেন, এ গুলি ছাড়া সবগুলিতেই যাকাত ওয়াজিব। হাম্বলী মাযহাবে গহনার যাকাত ওয়াজিব না হওয়ার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, এগুলো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ার জন্য বানানো হয়নি।

তৃতীয় অভিমত কাউকে কিছু দিনের জন্য ধার দেয়া বা ব্যবহারের জন্য দেয়াই হচ্ছে গহনার যাকাত। আর যদি এরূপ না করা হয়, তাহ'লে যাকাত ওয়াজিব হয়ে যাবেঃ

ইবনে ওমর, জাবের বিন আব্দুল্লাহ, ইবনে মুসাইয়েব এবং হাসান (রাঃ) থেকেও এ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। ইমাম আহমাদের একটি মতও অনুরূপ। ইবনে হানী তাঁর مسائل কিতাবের ১/১১৩ পৃষ্ঠায় বলেন, গহনায় যাকাত ওয়াজিব কি-না এবিষয়ে আমি প্রশ্ন করলে ইমাম আহমাদ বলেন, কাউকে কিছু দিনের জন্য ধার দেয়াই হচ্ছে উহার যাকাত। ইমাম আহমাদের ছেলে উক্ত গ্রন্থের ১৬৪ পৃষ্ঠায় বলেন, আমি আমার আব্বাকে জিজ্ঞেস করলাম, গহনার যাকাত লাগবে কি? তিনি উত্তরে বললেন, যদি কাউকে পরার জন্য ধার দেয়া হয়, তাহ'লে আশা করি এতে যাকাত লাগবে না। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়েম الطرق الحكمية গ্রন্থের ২৬১ পৃষ্ঠায় বলেন, ছাহাবী ও তাবেঈগণের একটি জামা'আত বলেন, গহনার যাকাত হ'ল ধার দেয়া। যদি ধার দেয়া না হয়, তাহ'লে অবশ্যই যাকাত দিতে হবে। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ইহা ইমাম আহমাদ বিন

হাম্বলেরও একটি মত। আমি উত্তম মনে করি যে, গহনার হয় যাকাত দিতে হবে নতুবা কাউকে পরার জন্য ধার দিতে হবে।

চতুর্থ অভিমতঃ অলংকারে কেবলমাত্র একবার যাকাত ওয়াজিব, যদিও তা ধার দেয়া হয় অথবা কাউকে পরতে দেয়া হয়। হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে এ মত বর্ণিত হয়েছে। তবে মতটি যঈফ।

হাফেয ইবনু রুশদ بِدَايَةُ الْمُجْتَهِد গ্রন্থে ১/২৫৮ পৃষ্ঠায় এ মতানৈক্যের কারণ এবং উহার মৌলিক বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, ইহার মৌলিক দু'টি কারণ আছে। যা নিম্নে আলোচনা করা হ'ল-

(১) ইহা কি গৃহসামগ্রীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না সোনা-রুপার পাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা সবধরনের লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যারা অলংকারাদিকে গৃহ সামগ্রীর সাথে তুলনা করেছেন এবং বলেছেন যে, ব্যবহার করে উপকৃত হওয়া ছাড়া এর আর কোন উদ্দেশ্য নেই, তাদের নিকট এতে যাকাত লাগবে না। পক্ষান্তরে যারা একে সোনা-রুপার পাতের সাথে তুলনা করেছেন এবং লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাদের নিকট যাকাত দিতে হবে।

(২) মতানৈক্যের আরেকটি মৌলিক কারণ হ'ল- এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীছগুলি পরস্পর বিরোধী।

গ্রহণযোগ্য অভিমতঃ

উক্ত মত দু'টির মধ্যে প্রথমটিই বেশী গ্রহণযোগ্য। আর এটাই অধিকাংশ বিদ্বানের অভিমত। হানাফী মাযহাবও অনুরূপ মত পোষণ করেছে। তবে অবশিষ্ট মাযহাব তিনটি এর বিপরীত মত পোষণ করেছে।

আবারো বলা হচ্ছে যে, প্রথম মতটি হচ্ছে, ব্যবহৃত অলংকারে যাকাত ওয়াজিব। কারণ এর স্বপক্ষের দলীলসমূহ মযবুত। আর এ দলীলসমূহে যে সোনা-রুপার কথা বলা হয়েছে, অলংকারাদিও তার অন্তর্ভুক্ত। সাথে সাথে এগুলিকে সোনা-রুপার মূল হুকুম থেকে পৃথক করার পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। তবে, হযরত জাবের (রাঃ) থেকে অলংকারে যাকাত ওয়াজিব নয় বলে যে আছারটি এসেছে, তা দু'টি কারণে গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথম কারণঃ হযরত জাবের (রাঃ)-এর উক্ত আছারটি মারফূ নয়; বরং মওকূফ। অপর পক্ষে যে হাদীছে যাকাত ওয়াজিব বলা হয়েছে, তা মারফূ'। আর মারফূ'র মোক্বাবিলায় মওকূফ হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় কারণঃ ইমাম দারাকুৎনী ফাতেমা বিনতে ক্বায়েস হ'তে যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, জাবের (রাঃ)-এর হাদীছ তার বিপরীতমুখী। সেখানে নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'অলংকারে যাকাত দিতে **হবে**' (فى الحلى زكـاة)। হাদীছটিতে ليس (না) **শব্দের উল্লেখ** নেই। এ কারণে হাদীছটি যাকাত ওয়াজিব প্রমাণ করে। যাকাত ওয়াজিব নয়- একথা প্রমাণ করে না। হাদীছটি যদিও যঈফ তথাপি এর অনেক মযবুত শাহেদ আছে, যা প্রমাণ করে যে, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার হুকুমটিই সঠিক। যেমন- পূর্বোল্লেখিত আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীছ *(আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ৩/২৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)*।

উক্ত মত আরো শক্তিশালী এ কারণে যে, এর বিপরীত মতালম্বীরা ক্বিয়াসকে পুঁজি করে তাদের মত প্রমাণ করতে চেয়েছেন। (যেমনঃ কাপড়, বাড়ীর আসবাবপত্র, সাংসারিক ব্যবহারের পশু প্রভৃতি)। অথচ প্রকাশ্য দলীল থাকতে ক্বিয়াস গ্রহণ করা মোটেই জায়েয নয়।

যারা (অলংকারে) যাকাত লাগবেনা বলেন, তারা তাদের মাযহাবকে সাব্যস্ত করার জন্য কিছু যুক্তি ও ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। যেগুলির প্রত্যেকটিই যঈফ। আর এগুলি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করলে দেখা যাবে যে, এর দ্বারা দলীলই সাব্যস্ত হয় না। **তাঁদের ব্যাখ্যা গুলি নিম্নরূপ-**

১. ইসলামের প্রথম যুগে যখন মহিলাদের জন্য সোনা-রুপার অলংকার ব্যবহার করা হারাম ছিল, তখন অলংকারে যাকাত দেয়ার নিয়ম ছিল। কিন্তু মহিলাদের জন্য যখন এগুলির ব্যবহার হালাল হয়ে গেল, তখন যাকাত দেয়ার হুকুম রহিত হয় গেল (কিফায়াতুল আখয়ার ১/১৮৬; বায়হাক্বী ৪/১৪০)।

২. যখন মহিলারা অলংকার ব্যবহারে অপব্যয় ও অতিরঞ্জিত করে ফেলল (যেমনঃ হাদীছের مسكتان عظيمتان দু'টি বড় চুড়ি فتخات من ورق বা রুপার বড় আংটি শব্দগুলো এদিকে ইঙ্গিত করে) তখন নবী করীম (ছাঃ) যাকাত ওয়াজিব করে দিলেন (যাওয়াজির ১/১৭২; শারহুল মিনহাজ ৩/২৭১)।

৩. এখানে যাকাত প্রদানের নির্দেশ-এর অর্থ হচ্ছে কিছু দান করা বা কাউকে কিছু দিন ব্যবহারের জন্য দেয়া। এখানে ফরয উদ্দেশ্য নয় (আল-আমওয়াল ৫৪৪ পৃঃ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/২৮৬)।

৪. যাকাত প্রদানের নির্দেশ বিশেষ কতিপয় মহিলার জন্য ছিল। সবার জন্য সাধারণ নির্দেশ ছিল না (আল-আমওয়াল ঐ)।

এগুলির জবাবে বলতে চাই, এসব দলীল ও ক্বিয়াস কোন ছহীহ দলীল ও প্রকাশ্য আছার-এর উপর ভিত্তি করে বলা হয়নি। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে এবং চিন্তা-ভাবনা করলে দেখা যাবে যে, এগুলির সবই প্রত্যাখ্যানযোগ্য। যেসব ছহীহ দলীল দ্বারা যাকাত ওয়াজিব প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলির মোকাবেলায় এসব দলীল ও ক্বিয়াস পেশ করা চলে না। অলংকারে যাকাত দিতে হবে কি-না এ নিয়ে যেসব ওলামায়ে কেরাম সন্দেহ পোষণ করেছেন তাদের মতে, সতর্কতাহেতু যাকাত প্রদান করাই শ্রেয়।

ইমাম খাত্ত্বাবী معالم السنن গ্রন্থের ২/২৬৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন, কুরআন মাজীদ হ'তে যা জানা যায় তাতে যারা যাকাত ওয়াজিব বলেছেন তাদের পক্ষেই সাক্ষ্য দিতে হয়। তাছাড়া আছারগুলিও এর সমর্থন করে। পক্ষান্তরে যারা যাকাত লাগবে না বলেছেন, তারা মূলতঃ ইজতিহাদ-এর

দিকে ফিরে গেছেন। তাদের সমর্থনেও কিছু আছার আছে। তবে যাকাত দেওয়াই বেশী সতর্কতা ও সাবধানতা।

শানক্বীত্বী 'আযওয়াউল বায়ান' (اضواء البيان) গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৪০৮ পৃষ্ঠায় বলেন, 'গহনার যাকাত দেয়াই বেশী সাবধানতা। কেননা যে ব্যক্তি সন্দেহ থেকে বেঁচে গেল, সে তার দ্বীন ও সম্মানকে বাঁচিয়ে নিল'। অন্য একটি হাদীছে বলা হয়েছে, 'সন্দেহজনক বস্তু ছেড়ে দিয়ে সন্দেহমুক্ত বস্তুর দিকে যাও' (دع مايريبك إلى مالايريبك)। আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

দ্বিতীয়তঃ নিষিদ্ধ বা হারাম অলংকারের যাকাতঃ

নিষিদ্ধ বা হারাম অলংকার দু'প্রকার। যথাঃ

১. বস্তুটিই হারামঃ যেমন- সোনা চাঁদির বাসন, চামচ, বড়শী (শীতকালে আগুন পোহানোর জন্য এক ধরনের পাত্র যাতে কয়লা দ্বারা আগুন জ্বালিয়ে শীত দূরীভূত করা হয়), 'মুবাখার' (এটাও এক ধরনের পাত্র। যাতে আরবের লোকেরা চন্দন কাঠের ধোঁয়া গ্রহণ করে থাকে), শিশি, বোতল, মদের পাত্র ইত্যাদি।

২. বস্তুটি মূলতঃ হারাম নয়; বরং ব্যবহারভেদে হারাম। যেমন- মহিলার অলংকার পুরুষ পরিধান করা অথবা মহিলার অলংকার স্বীয় দাসকে পরানো ইত্যাদি।

এ ধরনের হারাম অলংকারে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন (দ্রষ্টব্যঃ আর-রাওযাহ ২/২৬০, আল-মাজমূ ৫/৪৯১, শারহুস সুন্নাহ ৬/৫০, আল-মুগনী ৩/৪৭, মুহাল্লা ৬/৯২, আল-ইনছাফ ৩/১৩৯, ফাতহুল ক্বাদীর ২/২১৫, হাশিয়াতুদ দুসূক্বী ১/৪৬০)।

হারাম বা নিষিদ্ধ অলংকারের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার কারণ হচ্ছে- সোনা-চাঁদিকে তার আসল কাজ থেকে অবৈধ কাজের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কাজেই এই অবৈধ অলংকার তৈরী যেন কোন কাজই নয়; বরং তা আসল রূপেই আছে বলে প্রমাণিত হবে। ফলে আসল হুকুম হিসাবে তার যাকাত ওয়াজিব হবে (আল-মাউসূ'আতুল ফিক্বহিইয়া ১৮/১১৩)।

ব্যবহৃত গহনার যাকাত আদায় পদ্ধতিঃ

সুফয়ান ছাওরীকে প্রশ্ন করা হ'ল, যদি ব্যবহৃত গহনা নিছাব পরিমাণ না হয়, তবে কিভাবে যাকাত দিতে হবে? উত্তরে তিনি বললেন, তার সাথে অন্যান্য গহনাগুলো মিশিয়ে দিতে হবে (এবং যাকাত দিতে হবে) -*আবুদাঊদ, আছারটি ছহীহ।*

ইমাম খাত্ত্বাবী 'মা'আলেমুস সুনান' (معالم السنن) গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ২১৩ পৃষ্ঠায় বলেন, 'হাদীছে যে فتخات শব্দ এসেছে যার অর্থ আংটি সাধারণভাবে আংটির ওজন এত হবে না যে, শুধু আংটিই নিছাব পরিমাণ হয়ে যাবে, যাতে করে তাকে যাকাত দিতে হবে। বরং এর অর্থ এই যে, আংটির সাথে অন্যান্য অলংকারগুলি একত্রিত করে যাকাত দিবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, যাকাতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত অলংকারগুলিকে পৃথক করা হবে না; বরং এগুলি একই জিনিষ হিসাবে গণ্য হয়ে একত্রে ওযন করে যাকাত দিতে হবে।

রামাযান মাসে কতিপয় ছায়েমের ভুলের সতর্কীকরণ

-মূলঃ আব্দুল্লাহ জারুল্লাহ
*অনুবাদঃ নূরুল ইসলাম**

নিশ্চয়ই পবিত্র রামাযান মাস ছিয়াম, ক্বিয়াম, কুরআন তেলাওয়াত, ছাদাক্বাহ, ইহ্সান, যিকর, দো'আ, ইস্তেগফার, ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের মওসূম। জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভের উপযুক্ত সময়। সুতরাং রামাযানের দিবারাত্রির সময়কে যথাযথভাবে হেফাযত করা এবং কমবেশি না করে শারঈ পদ্ধতিতে ঐ সমস্ত কাজকর্মে ব্যস্ত থাকা উচিত, যা ছায়েমকে সৌভাগ্যবান করে এবং মহান প্রভুর সান্নিধ্যে পৌঁছিয়ে দেয়।

অধিকাংশ মানুষ ছিয়ামের বিধানাবলী জানার ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ। ফলে দেখা যায় যে, তারা নানা ভ্রমে নিপতিত। এজন্য মুসলমানদের ছিয়ামের বিধানাবলী জানা আবশ্যক।

এ সমস্ত ভ্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ

১. ছিয়ামের বিধানাবলী না জানা এবং সে সম্পর্কে (আলেমদেরকে) জিজ্ঞাসাবাদ না করা। অথচ মহান আল্লাহ বলেন, فَسْئَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَتَعْلَمُوْنَ 'তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর' (আম্বিয়া ৭)। আর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ 'আল্লাহ যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে দ্বীন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান দান করেন'।[১]

২. এই মহিমান্বিত মাসের আগমনকে আল্লাহ্র যিকর, শোকর, প্রকৃত তওবা ও আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন এবং স্বীয় ভাল-মন্দ কর্মের হিসাব ও প্রতিদান দানের পূর্বে হৃদয়কে প্রত্যেক ছোট-বড় পাপসমূহ সম্পর্কে সজাগ করার মাধ্যমে সম্ভাষণ জানানোর পরিবর্তে আমোদ-প্রমোদের মাধ্যমে সম্ভাষণ জানানো।

৩. লক্ষণীয় যে, কতিপয় মানুষ রামাযান মাস আসলে তওবা করে, ছালাত আদায় করে এবং ছিয়াম পালন করে। কিন্তু রামাযান চলে গেলে ছালাত ছেড়ে দেয় এবং পুনরায় পাপের কাজে ধাবিত হয়। এরা নিকৃষ্ট সম্প্রদায়। কারণ তারা আল্লাহ্কে রামাযান মাস ব্যতীত অন্য মাসে চেনে না। তারা কি জ্ঞাত নয় যে, মাস সমূহের প্রভু একজন। পাপকার্য সব সময় হারাম। প্রত্যেক সময় ও স্থানে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত আছেন।

সুতরাং পাপকার্য বর্জন করা ও তজ্জন্য লজ্জিত হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট নিখাদচিত্তে তওবা করা

* *আলিম ২য় বর্ষ, নওদাপাড়া মাদরাসা, সপুরা, রাজশাহী।*

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আলবানী, মিশকাত হা/২০০।*

এবং ভবিষ্যতে সেদিকে ধাবিত না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প করা উচিত। যাতে তাদের তওবা কবুল হয়, পাপ সমূহ ক্ষমা করা হয় এবং তা মিটিয়ে দেয়া হয়।

৪. কতিপয় মানুষের ধারণা এই যে, রামাযান মাস ঘুমের অবকাশ এবং অলসতা ও রাত জাগার মাস। অধিকাংশ সময় এ রাত জাগা হয় আমোদ-প্রমোদ, অলসতা, অসার কথাবার্তা, পরনিন্দা ও চোগলখুরীর ন্যায় আল্লাহ্র ক্রোধে নিপতিত হওয়ার কাজ সমূহের মাধ্যমে। এতে তাদের জন্য রয়েছে বিরাট ক্ষতি ও অনিবার্য ধ্বংস। রামাযানের দিনগুলো ইবাদতকারীর ইবাদতের আর পাপী ও অলসের পাপ ও অলসতার সাক্ষী।

৫. কতিপয় মানুষ রামাযান মাসের আগমনে মনঃক্ষুণ্ন হয় এবং তা চলে গেলে আনন্দিত হয়। কেননা তাদের দৃষ্টিতে তারা রামাযান মাসে তাদের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে বঞ্চিত হয় (নাঊযুবিল্লাহ)। তারা শুধু লোক দেখানোর জন্য ছিয়াম পালন করে থাকে। তাছাড়া তারা রামাযান মাসের উপর অন্যান্য মাসকে প্রাধান্য দেয়। অথচ রামাযান মাস বরকত, ক্ষমা, দয়া ও জান্নাত থেকে মুক্তি লাভের মাস, সেই মুসলমানের জন্য, যে আবশ্যকীয় কর্তব্যগুলো সম্পাদন করে এবং হারাম কাজ সমূহ থেকে বিরত থাকে।

৬. কতিপয় লোক রামাযান মাসে আমোদ-প্রমোদ করে, অযথা রাস্তায় ঘুরাফেরা করে ও ফুটপাতে বসে অর্ধরাত্রি জাগে। অতঃপর সাহারী খায় এবং ফজরের ছালাত নির্দিষ্ট সময়ে জামা'আতে আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে।

৭. ইন্দ্রিয়বাচক ছিয়াম ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ (المفطرات الحسية) যেমন- খাওয়া, পান করা ও সহবাস থেকে আত্মরক্ষা করা অথচ ছিয়াম ভঙ্গকারী গোপন বিষয়সমূহ (المفطرات المعنوية) যেমন- পরনিন্দা, চোগলখুরীর, মিথ্যা কথা, অভিশাপ দেওয়া, গালিগালাজ করা, রাস্তায় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দোকানে ইচ্ছাকৃত মহিলাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা থেকে আত্মরক্ষা না করা। অতএব প্রত্যেক মুসলমানের উচিত স্ব স্ব ছিয়ামের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া এবং এই সমস্ত ছিয়াম ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখা। কারণ কতক ছিয়াম পালনকারীর ছিয়াম পালন দ্বারা ক্ষুধার্ত হওয়া ও পিপাসিত হওয়াই সার। আবার কতক ক্বিয়ামকারীর ক্বিয়াম দ্বারা শুধু রাত জাগা ও ক্লান্ত হওয়াই সার। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ أَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ– 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা ও অশ্লীল কাজ করা ছাড়ল না, তার খাওয়া ও পান করা থেকে বিরত থাকায় আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই'।[২]

৮. তারাবীহ্র ছালাত ছেড়ে দেওয়া। অথচ এই ছালাত ঈমান ও ইহসানের সাথে সম্পাদনকারীর জন্য তার পূর্ববর্তী পাপসমূহ মাফ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এই ছালাত ছেড়ে দেয়ার অর্থ এই বিরাট পুণ্য ও প্রতিদানকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। অনেক মানুষ এই ছালাত আদায় করে না। আবার অনেকেই কিছু পড়ে, কিছু পড়ে না। এ ব্যাপারে তাদের দলীল হচ্ছে, এই ছালাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। আমরা বলব হ্যাঁ, উহা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। এই ছালাত আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ), খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তাবেঈনে ইযাম আদায় করেছেন। ইহা বান্দাকে প্রভুর নিকটবর্তী করে দেয়। আর তাছাড়া ইহা বান্দার জন্য আল্লাহ্র ক্ষমা ও ভালবাসার কারণ। সুতরাং এই ছালাত ছেড়ে দেওয়া মানে বিরাট সম্মান ও পুণ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া। আর যদি কোন মুছল্লীর এই ছালাত 'লায়লাতুল ক্বদর'-এ হয়ে যায়, তবে তার জন্য বিরাট সাফল্য ও মহা প্রতিদান রয়েছে।

৯. লক্ষণীয় যে, কিছু লোক ছিয়াম পালন করে কিন্তু ছালাত আদায় করে না। অথবা শুধু রামাযান মাসে ছালাত আদায় করে। এ প্রকৃতির লোকদের ছিয়াম ও ছাদাক্বাহ কোনই কাজে আসবে না। কারণ ছালাত ইসলামের মেরুদণ্ড। এর উপরেই ইসলাম দণ্ডায়মান।

১০. বিনা প্রয়োজনে ফিৎরা চাওয়ার বাহানায় অনেকেই রামাযান মাসে বাইরে সফরে যায়। এ ধরনের সফর নাজায়েয এবং এভাবে ফিৎরা চাওয়াও হালাল নয়। তার জেনে রাখা উচিত যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র কাছে বাহানাকারীর বাহানা গোপন থাকে না; বরং আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, যারা এরূপ করে তারা ধূমপায়ী ও মদ্যপ।

১১. রামাযান মাসে কতিপয় হারাম জিনিষ যেমন- বিড়ি, সিগারেট, চুরুট ইত্যাদি পান করা অথবা হারাম উপায়ে সম্পদ অর্জন করা। অথচ যে ব্যক্তি হারাম জিনিষ ভক্ষণ করবে অথবা পান করবে, তার কোন আমল কবূল হবে না এবং আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দিবেন না।

১২. কোন কোন ইমাম তারাবীহ-এর ছালাত খুব দ্রুত আদায় করে থাকেন। এর ফলে ছালাতের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। তারা কুরআন তেলাওয়াত তারতীলের সাথে করেন না এবং রুকূ, সিজদা, রুকূর পর দণ্ডায়মান হওয়া, দুই সিজদার মাঝের বৈঠক ইত্যাদি কার্যাবলী ধীরস্থিরতার সাথে আদায় করেন না। এভাবে তা'দীলে আরকান বিহীন ছালাত অপূর্ণ রয়ে যাবে। অতএব ধীরস্থিরভাবে ছালাত আদায় করা উচিত। যাতে আমাদের ছালাত আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয়। রাসূল (ছাঃ) তাড়াহুড়া করে ছালাত আদায়কারী এক ছাহাবীকে বলেছিলেন- إِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ 'তুমি পুনরায় ছালাত আদায় কর। কেননা তুমি ছালাত আদায় করনি'।[৩]

২. *বুখারী, আলবানী, মিশকাত হা/১৯৯৯।*

৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আলবানী, মিশকাত হা/৭৯০।*

রাসূল (ছাঃ)-এর এ সাবধান বাণী আমাদেরকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে।

১৩. দো'আয়ে কুনূত দীর্ঘ করে পড়া এবং ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয় এমন দো'আয়ে কুনূত পড়া। বিতরের কুনূতে রাসূল (ছাঃ) থেকে সহজ শব্দে দো'আয়ে কুনূত বর্ণিত রয়েছে। হযরত হাসান বিন আলী (রাঃ) বলেন যে, বিতরের কুনূতে বলার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে নিম্নোক্ত দো'আ শিখিয়েছেন।-

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّمَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَايُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَايَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَايَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ- 'হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে সুপথ দেখিয়েছ, আমাকেও তাদের মধ্যে গণ্য করে সুপথ দেখাও। যাদেরকে তুমি মাফ করেছ, আমাকেও তাদের মধ্যে গণ্য করে মাফ করে দাও। তুমি যাদের অভিভাবক হয়েছ, তাদের মধ্যে গণ্য করে আমারও অভিভাবক হয়ে যাও। তুমি আমাকে যা দান করেছ, তাতে বরকত দাও। তুমি যে ফায়ছালা করে রেখেছ, তার অনিষ্ট হ'তে আমাকে বাঁচাও। কেননা তুমি সিদ্ধান্ত দিয়ে থাক, তোমার বিরুদ্ধে কেউ সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। তুমি যার সাথে বন্ধুত্ব রাখ, সে কোনদিন অপমানিত হয় না। আর তুমি যার সাথে দুশমনী কর, সে কোনদিন সম্মানিত হ'তে পারে না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি বরকতময় ও সর্বোচ্চ'।[৪] ইমাম তিরমিযী হাদীছটিকে 'হাসান' বলেছেন। নবী করীম (ছাঃ) থেকে কুনূতের জন্য এর চেয়ে কোন উত্তম দো'আ জানা যায় না।

১৪. আবুদাঊদ ও নাসাঈ (আলবানী, মিশকাত হা/১২৭৪, সনদ ছহীহ)-এর বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ 'আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সার্বভৌম রাজাধিরাজের যিনি অতি পবিত্র'- এ দো'আটি বেতরের ছালাতের সালাম ফিরানোর পর তিন বার বলা সুন্নাত। অধিকাংশ মানুষ এ দো'আ পড়ে না। সুতরাং ইমাম ছাহেবদের উচিত তা মুছল্লীদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

১৫. অনেক মুছল্লী তারাবীহ ও অন্যান্য ছালাতে শয়তানের প্ররোচনায় রুকূ, সিজদা, ক্বিয়াম, কুঊদ, মাথা উত্তোলন, মাথা নামানো ইত্যাদি কার্যাবলী ইমামের আগে করে থাকে। এটা সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী আমল এবং তা এখুনি পরিত্যাজ্য। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর সাবধান বাণী শুনুন! তিনি বলেছেন- أَمَا يَخْشَى الَّذِىْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْيَجْعَلَ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ 'যে ব্যক্তি ছালাতে ইমামের আগে তার মাথা উত্তোলন করে, সে কি ভয় করে না যে; আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথাতে রূপান্তরিত করে দিবেন অথবা তার আকৃতিকে গাধার আকৃতিতে পরিণত করে দিবেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ)*।

১৬. কিছু মুছল্লী ক্বিয়ামে রামাযানে মসজিদে কুরআন সাথে নিয়ে যায় এবং এর দ্বারা ইমামের ক্বিরাআতের অনুসরণ করে থাকে। এ ধরনের কাজ শরীয়ত বিরোধী। সালাফে ছালেহীন থেকে এর কোন আছার পাওয়া যায় না। শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল-জিবরীন 'আত-তাম্বীহাত আলাল মুখালাফাত ফিছ-ছালাত' (التنبيهات على المخالفات فى الصلاة) গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেন- إِنَّ هٰذَا الْعَمَلَ يَشْغَلُ الْمُصَلِّىْ عَنِ الْخُشُوْعِ وَالتَّدَبُّرِ وَيُعْتَبَرُ عَبَثًا- 'এ ধরনের কার্যকলাপ (কুরআন সাথে নিয়ে গিয়ে তা দেখে ইমামের ক্বিরাআতের অনুসরণ করা) মুছল্লীকে ছালাতে একাগ্রতা ও নিবিষ্টচিত্ততা থেকে বিমুখ করে দেয়। আর এহেন কার্যকলাপ অবশ্যই বাজে কাজ বলে গণ্য হবে'।

১৭. কতিপয় ইমাম দো'আ কুনূত পড়ার সময় কণ্ঠস্বরকে প্রয়োজনাতিরিক্ত (أكثر من اللازم) উচ্চ করে থাকেন। অথচ মুছল্লী শুনতে পাবে এ পরিমাণের চেয়ে কণ্ঠস্বর বেশী উচ্চ করা উচিত নয়। মহান আল্লাহ বলেন- اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً إِنَّهُ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ- 'তোমরা বিনীতভাবে ও সংগোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক। নিশ্চয়ই তিনি সীমালংঘনকারীদের পসন্দ করেন না' *(আ'রাফ ৫৫)*। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ আরো স্পষ্ট করে বলেন, وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغَافِلِيْنَ- 'তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশংকচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ এবং তুমি উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হবে না' *(আ'রাফ ২০৫)*।

যখন ছাহাবীগণ (রাঃ) তাকবীর দেওয়ার সময় তাদের ধ্বনিকে উচ্চ করতেন, তখন রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে এথেকে নিষেধ করতেন এবং বলতেন- اِرْبَعُوْا عَلٰى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَاتَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلَاغَائِبًا 'তোমরা

৪. *তিরমিযী, আলবানী, মিশকাত হা/১২৭৩ সনদছহীহ।*

তোমাদের নফসের উপর রহম কর। নিশ্চয়ই তোমরা বধির ও অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছ না' *(বুখারী ও মুসলিম)*।

১৮. লক্ষণীয় যে, যে সমস্ত ছালাতে ক্বিরাআত দীর্ঘ করা শরীয়ত সম্মত যেমন- ক্বিয়ামে রামাযান, সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের ছালাত- এ সমস্ত ছালাতে রুকূ, সিজদা, রুকূর পর দণ্ডায়মান হওয়া ও দুই সিজদার মাঝের বৈঠক ইত্যাদি অধিকাংশ ইমাম ছাহেবগণ সংক্ষিপ্ত বা হালকা করেন। এ ব্যাপারে শরীয়তের দিক নির্দেশনা হচ্ছে, ছালাত হ'তে হবে রাসূল (ছাঃ)-এর হুবহু অনুসরণ। তাঁর রুকূ ও সিজদার পরিমাণ ক্বিয়ামের নিকটবর্তী ছিল। তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে এতসময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, ছাহাবীগণ বলতেন, তিনি হয়ত ভুলে গেছেন। আর সিজদা থেকে মাথা উত্তোলন করে এত সময় বসে থাকতেন যে, ছাহাবীগণ বলতেন, তিনি হয়ত ভুলে গেছেন। বারা ইবনে আযিব (রাঃ) বলেন, رَقَمْتُ الصَّلاَةَ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ وَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوْعِهِ فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ... قَرِيْبًا مِّنَ السَّوَاءِ- 'আমি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছালাত গভীরভাবে নিরীক্ষণ করেছে। আমি তাঁর ক্বিয়াম, রুকূ, রুকূর পর দাঁড়ানো, সিজদা এবং দুই সিজদার মাঝের বৈঠক এবং সিজদা... প্রায় সমান পেলাম'।[৫]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, বারা (রাঃ) বলেন, كَانَ رُكُوْعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُجُوْدُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ مَا خَلاَ الْقِيَامِ وَالْقُعُوْدِ قَرِيْبًا مِّنَ السَّوَاءِ- 'নবী করীম (ছাঃ)-এর রুকূ, তাঁর সিজদা, দুই সিজদার মধ্যখানে বসা এবং রুকূর পর দাঁড়ানো-এই চারটি কাজের পরিমাণ প্রায় সমান ছিল। কিন্তু ক্বিয়াম ও কুঊদের পরিমাণে ব্যতিক্রম ছিল' *(অর্থাৎ ক্বিরাআতের ক্বিয়াম ও শেষ বৈঠক)*।[৬]

পরিশেষে সকল ছায়েমের কাছে নিবেদন এই যে, আসুন! উপরোল্লেখিত বিষয় সমূহের দিকে গভীর দৃষ্টি রেখে যথাসম্ভব আমাদের ছিয়ামকে সঠিক পন্থায় পালন করে পরকালীন মুক্তি অর্জন করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন।- আমীন!! *(ঈষৎ সংক্ষেপায়িত)*

[সৌজন্যেঃ মাসিক 'আল-ফুরক্বান' (কুয়েত), ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, শা'বান ১৪১৪ হিজরী, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪, পৃঃ ২৪-২৫]

৫. *মুসলিম হা/৪৭১।*
৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আলবানী, মিশকাত হা/৮৬৯।*

মাহে রামাযান উপলক্ষে আহ্বান

অন্ধকারে নিমজ্জিত পরিবেশে শিরক-বিদ'আত, দুর্নীতি ও অনাচারের কাঁটা বিছানো পথে সন্তর্পণে পা ফেলে জান্নাতের দোরগোড়ায় পৌঁছতে পারা খুবই কঠিন কাজ। তবুও আমাদের পিছানোর অবকাশ নেই। জাহান্নামে আমরা যেতে চাই না। জান্নাত আমাদের পেতেই হবে। তাই রামাযানের মহিমান্বিত সুযোগকে আসুন আমরা সাধ্যমত কাজে লাগাই। কেউ পিছিয়ে পড়তে চাইলে তাকে হাত ধরে টেনে আনি। আমাদের জান, মাল, সময়, শ্রম সবকিছু আল্লাহ্‌র জন্য অকাতরে ব্যয় করি। আমাদের যাকাত, ফিৎরা, ওশর ও সাধারণ ছাদাক্বা থেকে 'আন্দোলন'-এর বায়তুল মাল ফাণ্ডে তথা 'দাওয়াত ও জিহাদে'র ফাণ্ডে বৃহদাংশ দান করি। খালেছ তওবা ও সঠিক দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নিজের তাক্বওয়া ও আমলকে স্বচ্ছ ও সুন্দর করি। সংগঠনকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে ইসলামের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করি। ইহকাল ও পরকালে সম্মানিত হই।

আসুন! আমরা সবাই এগিয়ে চলি জান্নাতের পানে, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যাপ্ত। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!!

খাদেমে দ্বীন
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
আমীর
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

অর্থনীতির পাতা

পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ইসলাম

- শাহ্ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান*

ভূমিকাঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হ'তে ইসলাম সমগ্র বিশ্বে এক নব জাগরণের সূচনা করেছে। এর বিপরীতে পুঁজিবাদ তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে তুমুল সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। তার রণকৌশল পরিবর্তিত হচ্ছে প্রতিদিনই। সমাজতন্ত্র তো ইতিমধ্যেই ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত। যেমন আকস্মিক তার আবির্ভাব তেমনি আকস্মিক তার তিরোভাব। যেসব দেশ এখনও সমাজতন্ত্রের দাবীদার তারা বহুবার সংশোধনের মাধ্যমে প্রকারান্তরে পুঁজিবাদের নামাবলী গায়ে চড়িয়ে দিয়েছে। অপরদিকে আজ দেশে দেশে দিকে দিকে ইসলামী আন্দোলনের সবুজ ঝাণ্ডা উড়ছে। বহু দেশ আজ ইসলামের নামেই রাষ্ট্রপতাকা উড্ডীন করছে। যেসব দেশে একদা ইসলামী জীবনাদর্শ চর্চা নিষিদ্ধ ছিল, ছিল অপাংক্তেয়, সেসব দেশে ইসলাম আজ শুধু অগ্রসরমান শক্তিই নয়, বরং তারা সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের অচলায়তন ভেঙ্গে নতুন জীবনের ডাক দিচ্ছে। সেজন্যেই তো Economist এর মত পত্রিকা বেসামাল হয়ে ধান ভানতে শিবের গীত গেয়েছে। অর্থনীতির আলোচনা বাদ দিয়ে 'ইসলাম ঠেকাও' জিগির তুলেছে। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পুঁজিবাদের চিন্তাশীল নেতারা বলতে শুরু করেছে- 'পুঁজিবাদের মুকাবিলায় আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ ইসলাম'। স্যামুয়েল পি. হান্টিংটনের মত লোকেরা বলছেন- Class struggle বা শ্রেণী দ্বন্দ্ব নয়, সভ্যতার সংঘর্ষই (Clash of Civilization) ইতিহাসের ধ্রুব সত্য। পুঁজিবাদী সভ্যতার মুকাবিলায় ইসলামী সভ্যতা তার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে কেন ইসলামকে তাদের এত ভয়, তাদের গলদগুলো কি এবং তাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগুলো কোথায় তা আজ ভালভাবে জানা প্রয়োজন। বক্ষমান প্রবন্ধে সেই চেষ্টাই করা হয়েছে।

উদ্ভব ও বিকাশঃ

ইসলামের পূর্ণ রূপ লাভ ঘটে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বিশ্বের কালজয়ী আদর্শ পুরুষ মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আমলে, তাঁর মদীনার জীবনে। ইসলামী সমাজদর্শন তথা জীবন বিধানের ভিত্তি হলো তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। কুরআন ও সুন্নাহ এবং ইজতিহাদের মাধ্যমে এই জীবন ব্যবস্থা ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত গতিধারায় বহমান থাকবে। এর বিপরীতে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা তাদের নিজেদের মনগড়া মতবাদ ও জীবন বিধানের প্রেসক্রিপশন দিয়ে পৃথিবীতে যে অশান্তি, ধ্বংস, হানাহানি ও সামাজিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে তার একমাত্র তুলনা তারা নিজেরাই। পুঁজিবাদের ইতিহাস শোষণ-নিপীড়ন, অন্যায় যুদ্ধ ও সংঘাতের ইতিহাস। পুঁজিবাদের দর্শন চরম ভোগবাদী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দর্শন। পুঁজিবাদের প্রাথমিক উন্মেষ ঘটে মধ্যযুগীয় ইউরোপে। সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীর ক্রমবিকাশের ধারায় বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। পুরোহিতদের সাথে যোগসাজসে রাজতন্ত্র হয়ে ওঠে চরম শোষণতন্ত্র ও পীড়নবাদী শাসনব্যবস্থা। ফ্রান্সে ভূমিবাদীদের প্রভাব মিলিয়ে না যেতেই প্রথমে ইংল্যাণ্ডে ও পরে সমগ্র ইউরোপে বাণিজ্যবাদ বা মার্কেন্টাইলিজমের বিকাশ ঘটে। এদের মূল কথা ছিল বেশী করে রপ্তানী করো, প্রাপ্য অর্থ সোনাদানায় বুঝে নাও আর গোটা দুনিয়ার সম্পদ এনে জড়ো করো নিজের দেশে। দুনিয়ার সেরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বৃটেন এর নেতৃত্ব দিয়েছিল। পুঁজিবাদের বীজ নিহিত ছিল এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যেই। সেটি আরও উচ্চকিত ও প্রবল হয় শিল্প বিপ্লবের ফলে। এ সময়েই রচিত হলো পুঁজিবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তির কালজয়ী গ্রন্থ- *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (১৭৭৬)।

শিল্প বিপ্লবের ফলে উপনিবেশবাদ আরও জাঁকিয়ে বসে। বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের আবিষ্কার ও শিল্প উৎপাদনের ক্রমবিকাশমান কলাকৌশলকে বেনিয়ারা নিজেদের স্বার্থে ব্যাপক ও নির্দয়ভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে। এরই ফসল শিল্প বিপ্লব। একই সাথে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হলো 'খাও দাও আর ফূর্তি করো' (Eat, drink and be merry) এর ভোগবাদী দর্শন দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে যান্ত্রিক ও ইতর বস্তুবাদ হয়ে পড়লো সমাজ দর্শনের ভিত। ভোগবাদী জীবন ও বস্তুবাদের সমন্বয়ের আগুনে ঘি ঢালার কাজটি সম্পন্ন করলো অবাধ ও নিরংকুশ ব্যক্তি মালিকানা এবং ধর্মনিরপেক্ষ ধ্যান-ধারণা। প্রথম দিকে চার্চের পুরোহিতরা কিছুটা বাধার সৃষ্টি করতে চাইলেও তাদের সে চেষ্টা রাজন্যবর্গ ও বুর্জোয়া শ্রেণীর চাপে স্রোতের মুখে খড়কুটোর মতো ভেসে যায়। এরই সাথে পরবর্তীকালে যুক্ত হলো মানবতার অস্তিত্ববিনাশী ও বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা আল্লাহ্র অফুরন্ত নিয়ামত ভোগে চরম বাধা সৃষ্টিকারী সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ। পুঁজিবাদ এভাবেই তার শক্তিমত্তা ও দাপট বৃদ্ধি করে চললো। বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ দিয়ে তার শুরু। ক্রমে শিল্প পুঁজি, ফাইন্যান্স ক্যাপিটাল ইত্যাদি পর্যায় পেরিয়ে সে পৌঁছেছে আন্তর্জাতিক তথা বহুজাতিক পুঁজির বিশাল বাজারে। এ বাজার তারই রচিত। বিশ্বকে শোষণের জন্যে তারই উদ্ভাবিত সর্বশেষ কৌশল হলো বিশ্বায়ন (Globalization) ও উদারীকরণ (Liberalization)।

জার্মান ইহুদী কার্লমার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ভাগ্যের অন্বেষণে ঘুরতে ঘুরতে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম হয়ে এক সময়ে পৌঁছে যান পুঁজিবাদের তৎকালীন সবচেয়ে বড় ধ্বজাধারী দেশ ইংল্যাণ্ডে। সেদেশে তখন রবার্ট ওয়েন, থমাস হজকিন্স, সিড্‌নী ওয়েব।

* প্রফেসর অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ইসলামঃ

চার্লস ফুরিয়ার, সেন্ট সাইমন, লুই ব্লাঁ, জেরেমি বেনথামের মতো ফেবিয়ান সোস্যালিস্ট, হবসন ও বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতো গিল্ড সোস্যালিস্ট ও পিগুর মতো গণদ্রব্য সরবরাহ করার প্রবক্তাদের আলোচনা ও লেখালেখির ফলে বিদগ্ধ মহলে সমাজতন্ত্র নিয়ে বেশ উত্তেজনা ছিল। এই পটভূমিতেই কার্লমার্কস দেখলেন শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্ট শ্রমিকদের বেদনাবিধুর বিপর্যস্ত মানবেতর জীবন যাপন। এরই সমাধানের জন্যে তিনি গ্রহণ করলেন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ তত্ত্ব, ডাক দিলেন শ্রেণী সংগ্রামের। তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ Das Kapital (১৮৬৭) এই সময়েই রচিত। তাঁর Theory of Surplus Value এই পটভূমিতেই উদ্ভাবিত। তাঁর প্রস্তাবিত শ্রেণী সংগ্রামের পথ ধরে পরবর্তীকালে রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টির মাধ্যমে সোভিয়েত রাজ প্রতিষ্ঠার সময়ে শ্রেণী শত্রু উৎখাতের ও নির্মূলের নামে কত লক্ষ বণী আদম যে বন্দুকের নলের শিকার হয়েছিল, কত লক্ষ মানুষ যে ভিটেমাটি হ'তে উচ্ছিন্ন হয়ে সুদূর সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হয়েছিল তার হদিস মিলবে না কোনদিনই। সমাজতন্ত্র যখন একটা সংগঠিত শক্তির রূপ নেওয়া শুরু করে তখন তার কার্যাবলীর মধ্যে প্রধান হয়ে দাঁড়ায় ব্যক্তি মালিকানা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার উচ্ছেদ, সর্বহারার একনায়কত্বের (Dictatorship of the Proletariat) নামে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, জনগণের মালিকানার নামে উৎপাদনের উপায়-উপকরণের রাষ্ট্রীয় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার এবং ধর্মের আমূল উচ্ছেদ।

মার্কস-এঙ্গেলসের পুঁথিগত ও অবৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার উপর ভিত্তি করে রচিত জীবন দর্শনকে অভ্রান্ত মনে করে পরবর্তীকালে লেনিন-স্ট্যালিন-ক্রুশ্চেভ রাশিয়ায় যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল সেই ক্ষত কাটিয়ে উঠতে নবতর কৌশল উদ্ভাবন করতে হয়েছে, দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছে। তারপরও শেষ রক্ষা হয়নি। এমনকি তুরুপের তাস হিসাবে গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রয়কাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন মিখাইল গরবাচেভ। তাতে বরং আগুনে পেট্রোল ঢালারই কাজ হয়েছিল। খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়লো পৃথিবীর দ্বিতীয় পরাশক্তি সোভিয়েত সাম্রাজ্য।

রাশিয়ার (যার বর্তমান নাম কমনওয়েলথ অব ইণ্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস) দেখাদেখি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালানো হলো পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার মতো পূর্ব ইউরোপীয় দেশ গুলিতে। এজন্যে অনেক ক্ষেত্রে রাশিয়াই সামরিক মদদ যুগিয়েছে, ট্যাংকের বহর পাঠিয়েছে। একই চেষ্টা চললো কিউবায়। আফ্রিকার কঙ্গো, এ্যাঙ্গোলা, নামিবিয়া ও ইথিওপিয়ায়। এ ঢেউ এসে আছড়ে পড়লো চীনেও। কিন্তু তাত্ত্বিক নীতি ও আদর্শ পরিবর্তিত হ'তে শুরু করলো বাস্তবের কঠিন পরিস্থিতি মুকাবিলা করতে গিয়ে। শতাব্দী প্রাচীন কম্যুনিষ্ট মেনিফেস্টো (১৮৪৮) ততদিনে লক্ষ লক্ষ লোককে কবরে পাঠিয়ে দিয়েছে। অনুরূপ আরও লক্ষ লক্ষ বণী আদমকে ভিটেমাটি ছাড়া করেছে। কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প বা বাধ্যতামূলক শ্রমশিবিরে যে কত লোক লাপাত্তা হয়েছে তার কোন লেখাজোখা নেই। যাহোক, এই শতাব্দীর শেষভাগে এসে পুঁজিবাদী পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে চলার বাসনায় সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী দেশগুলো তাদের পূর্বঘোষিত আদর্শের পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে পুঁজিবাদের সাথে অপোষ রফার নীতি গ্রহণ করে। এ উদ্যোগে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যুগোশ্লাভিয়া। পরবর্তীকালে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর কম্যুনিষ্ট পার্টি বা বাম দলগুলো কর্তৃক গৃহীত সোস্যালিজম বা কম্যুনিজমের নতুন ব্যাখ্যা তাই বহুক্ষেত্রেই ছিল মার্কসবাদের সাথে দারুণ অসংগতিপূর্ণ।

চীনও এর ব্যতিক্রম নয়। কমরেড মাও ঝে দং লংমার্চের মাধ্যমে চীনে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার ডাক দেন। রেড গার্ড আন্দোলনের নামে শুদ্ধি অভিযান চালিয়ে পাইকারী হারে বিরোধী মনোভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবিদের মেথরের স্তরে নামিয়ে আনেন। মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের হত্যা ও পাইকারী হারে বন্দী করেন। উইঘুরদের (চীনে মুসলমানদের কোথাও উইঘুর, কোথাও হুই বলা হয়) নাম-নিশানা মুছে ফেলার সর্বাত্মক উদ্যোগ নেওয়া হয়। আসলেই সমাজতন্ত্রের ইতিহাস সীমাহীন রক্তপাত, ধ্বংসযজ্ঞ, নির্যাতন, প্রতারণা ও ছলনার ইতিহাস। চীন তার ব্যতিক্রম হবে কি করে? কিন্তু এতে করেও শেষ রক্ষা হয়নি। মাওয়ের মৃত্যুর পরপরই দেং জিয়াও পিং মার্কিন ও ইউরোপীয় পুঁজিপতিদের উদার আমন্ত্রণ জানালেন। উপকূলবর্তী সকল এলাকা মুক্ত অঞ্চল ঘোষিত হলো; কাজের মান ও পরিমাণ অনুযায়ী উঁচুহারে বেতন নির্ধারিত হলো। এমনকি গণকমিউনকেও (People's Commune) ঢেলে সাজানো হলো। আর কিউবার মহান (!) ফিদেল ক্যাস্ট্রো কর্তৃক পোপকে তার দেশে আমন্ত্রণ জানাবার কথা কে না জানে?

সমাজতন্ত্র একদা তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোকে তার আপাতমধুর মোহনীয় বাক্যজালে প্রভাবিত করেছিল। মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশ এই ভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে ছিল। লিবিয়া, মিশর, সুদান, সিরিয়া, ইরাক তার প্রকৃষ্ট নযীর। তবে এরা পুঁজিবাদকেও পুরো বর্জন করতে পারেনি। সেজন্যেই এদের ব্যবহারিক দর্শনে একই সঙ্গে ধর্মীয় অনুষঙ্গ, জাতীয়তাবাদ, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। এই মিশ্রণ তাদের জন্যে কোন দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণ বা মঙ্গল বয়ে আনেনি। বরং অনেক দেশেরই শেষ অবধি মোহভঙ্গ ঘটেছে। কিন্তু ততদিনে সর্বনাশ যা হবার তা হয়ে গেছে।

এখানেই কাহিনীর শেষ নয়। পরাভূত মৃতপ্রায় সমাজতন্ত্রীরা পুনরায় তাদের থাবার লুকোনো নখর বের করতে শুরু করেছে। নানা নতুন নামে জনগণকে আবার ধোঁকা দেবার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। প্রতারণা ও ছলনার নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করছে। তাদের পুরোনো দোসররাও বসে নেই।

তারাও নিমকহালালীর পরিচয় দেবার জন্যে নেতাদের জন্মদিন, স্মরণ উৎসব, প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, বৈজ্ঞানিক চিন্তার অনুশীলন ইত্যাকার আয়োজন করে চলেছে। উপরন্তু বৈজ্ঞানিক চিন্তার আদর্শ অনুসারী, মুক্তবুদ্ধি চর্চার একনিষ্ঠ কর্মী, সংস্কারমুক্ত প্রগতিশীল তরুণ বুদ্ধিজীবি ইত্যাদি চটকদার শব্দের লোভনীয় টোপ ফেলে এরাই মাতিয়ে তুলছে নামের লোভে স্বীকৃতির মোহে পাগলপারা তরুণ-তরুণীদের। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পড়ুয়া সেসব ছাত্র-ছাত্রীরাই এদের পাতা ফাঁদে পা ফেলে, যারা নিজেদের অতীত ঐতিহ্যকে জানে না, জানার চেষ্টাও করেনি। একই সঙ্গে ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও এদের সুস্পষ্ট কোন ধারণা নেই। এরাই নব্য সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীদের সহজ শিকার।

মৌলিক পার্থক্যঃ

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের সাথে ইসলামের তুলনা করতে হ'লে অর্থাৎ এদের বিভিন্নতা বুঝতে হ'লে প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য জানতে হবে।

পুঁজিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলীঃ

১. জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গী
২. ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রদর্শন
৩. অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতা
৪. উন্মুক্ত বা অবাধ অর্থনীতি
৫. ব্যক্তির নিরংকুশ মালিকানা
৬. লাগামহীন চিন্তার স্বাধীনতা
৭. গণতন্ত্রের নামে বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন
৮. পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদী।

সমাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলীঃ

১. দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ
২. ধর্মের উৎখাত
৩. ব্যক্তি স্বাধীনতার উচ্ছেদ
৪. নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি
৫. রাষ্ট্রীয় নিরংকুশ মালিকানা
৬. চিন্তার পরাধীনতা
৭. সর্বহারার নামে একদলীয় শাসন
৮. তাত্ত্বিকভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হ'লেও বাস্তবে সাম্রাজ্যবাদী।

পক্ষান্তরে ইসলামের প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলীঃ

১. তৌহীদ ভিত্তিক বিশ্বাস
২. আল্লাহ্র দ্বীনের প্রতিষ্ঠা
৩. শরী'আহ অনুমোদিত ব্যক্তি স্বাধীনতা
৪. পরিমিতির অর্থনীতি
৫. শরী'আহ স্বীকৃত মালিকানা
৬. সুস্থ চিন্তার স্বাধীনতা
৭. শূরা ভিত্তিক শাসন
৮. পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী।

এই বৈশিষ্ট্যগুলোর ভিত্তিতেই উল্লেখিত তিনটি মতাদর্শের তথা জীবন দর্শনের পার্থক্য সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা যেতে পারে। প্রমাণ করা যেতে পারে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের এবং আগামী শতাব্দীতে তার অনিবার্য বিজয়ের কথা। নীচে পর্যায়ক্রমে বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণের ও সেসবের তাৎপর্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হ'ল।

১. জীবন দর্শনের পার্থক্যঃ

ইসলাম, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের পার্থিব জীবন আচরণেই রয়েছে মৌলিক পার্থক্য। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে পুঁজিবাদের জীবন দর্শন হ'ল জড়বাদী বা বস্তুবাদী জীবন দর্শন। যেখানে এই নশ্বর জীবন পুরোপুরি ভোগের বস্তু বলে স্বীকৃত। ভোগের পরিমাণও লাগামহীন ও অপরিমেয়। সেখানে প্রকাশ্যে 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি ঘোষিত না হ'লেও বাস্তবতা তা-ই। ভোগের সামগ্রী আহরণের জন্যে, ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থতার জন্যে হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধ ও ন্যায়-অন্যায়ের বাছ-বিচার করা হয় না'। জীবনটা যেহেতু স্বল্প দিনের এবং কবে তার সমাপ্তি তা জানা নেই, তাই কত অল্প সময়ে কত বেশী ভোগ করা যায়, কত কম ব্যয়ে কত বেশী অর্থ উপার্জন করা যায় সেই প্রতিযোগিতাই এখানে তীব্র। আসলেই জড়বাদী সভ্যতায় ইন্দ্রিয়পরায়ণতা এত দূর পৌঁছেছে যে, সেখানে নীতি-নৈতিকতার বালাই নেই। সমাজে যে মারাত্মক ধ্বস নেমেছে, পরিবারের যে ভাঙ্গণ সৃষ্টি হয়েছে যৌনজীবনের যে ভয়াবহ ও কদর্য বিকৃতি ঘটেছে তা শুধু রাসূল (ছাঃ) পূর্ব যুগের আরবের সমাজের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। পুঁজিবাদের মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমকামিতার মতো ঘৃণ্য অপরাধকেও আইন করে বৈধতা দেওয়া হয়েছে।

এর বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক জীবন দর্শনের মূল ভিত্তি হ'ল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism)। জার্মান দার্শনিক হেগেলের বিরোধমূলক বিকাশের ধারণার দ্বারা মার্কস বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। এ তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল- থিসিস, এন্টিথিসিস ও সিনথিসিস। থিসিসের বিরুদ্ধে তৈরী হয় এন্টিথিসিস। দু'য়ের সংঘর্ষে উদ্ভব হয় সিনথিসিসের। এই সিনথিসিসই পরবর্তীতে পুনরায় থিসিস হয়ে দাঁড়ায়। হেগেলের এই দ্বান্দ্বিক বিকাশের ধারণাকেই কার্লমার্কস তাঁর সমাজ বিকাশের ধারণা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। মার্কস ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে তাঁর তত্ত্ব নির্মাণের প্রয়াস পেয়েছেন। সেই প্রয়াসে তিনি বারবার তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তাঁর প্রিয় প্রসঙ্গ শ্রেণী সংগ্রাম বা Class Struggle কে। তাঁর মতে পৃথিবীর বিকাশ হয়েছে বিবর্তনবাদ ও শক্তিবাদের মধ্য দিয়ে। চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ (Theory of Evolution) ও প্রকৃতির নির্বাচন (natural selection) বা যোগ্যতমের বেঁচে থাকার অধিকার তত্ত্ব (Survival of the Fittest) মার্কসকে তাঁর মতবাদে আস্থাশীল হ'তে বিপুলভাবে সহায়তা করেছিল। ফলে তিনি ও তাঁর অনুসারীরা জোরে-শোরেই বললেন, পৃথিবীর ইতিহাসে শক্তিমানরাই শুধু টিকে থাকবে, অন্যেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পৃথিবীর ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস, শ্রেণী

সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সমাজ অগ্রসর হয়েছে।

সত্যি কথা বলতে কি ডারউইনের On the Origin of Species (১৮৫৯) মার্কসের বস্তুবাদী ও নাস্তিক্যবাদী মতবাদের ভিত হিসাবে কাজ করেছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে খোদ ডারউইন আজ আর আগের মত আদৃত নন। তাঁর বিবর্তনবাদ ও প্রকৃতির নির্বাচন তত্ত্ব পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিক তথ্য ও যুক্তির কাছে মার খেয়ে গেছে। বৈজ্ঞানিকরা দেখিয়েছেন তেলাপোকা লক্ষ বছর ধরে টিকে রয়েছে, কিন্তু শক্তিধর অতিকায় সব প্রাণী পৃথিবী হ'তে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আজও যাচ্ছে। এর পিছনে যত না তাদের নিজেদের অযোগ্যতা দায়ী তার চেয়ে অনেক বেশী দায়ী মানুষের অবিবেচনা ও অর্থগৃধ্নুতা। অনুরূপভাবে কবে কখন ও কি কি প্রক্রিয়ায় বানর মানুষে রূপান্তরিত হয় তার কোন সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা আজও পাওয়া যায়নি। কেনই বা আজও জীবিত লক্ষ লক্ষ বানর ও গরিলা মানুষে রূপান্তরিত হচ্ছে না তারও কোন ব্যাখ্যা নেই।

বিজ্ঞানীরা বিশেষ করে প্রাণিবিজ্ঞানী, পদার্থবিদ, অনুজীব বিজ্ঞানী, এমনকি গণিতবিদরা পর্যন্ত বিবর্তনবাদকে চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং এর অসারতা ও যুক্তিহীনতাকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। এদের তালিকা বেশ দীর্ঘ; শুধু কয়েকজনের নাম উল্লেখই যথেষ্ট হবে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন Louis Bounoure, Lemonie, W.R. Bird, Falmmarion, D. Dewar, S. H. Slusher, Agassiz, E. Schute, P. S. Moorhead, M. M. Kaplan, Arthur Koestler প্রমুখ খ্যাতনামা বিজ্ঞানীরা। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রাণ রসায়নবিদ J. Monod এর মতে বিবর্তন দূরে থাক, পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির সম্ভাবনাই প্রকৃতপক্ষে শূন্য। এইচ.এম. মরিস বলেন, পরীক্ষামূলকভাবেও বিবর্তনবাদ প্রমাণ করা সম্ভব নয়।[১] প্রখ্যাত অষ্ট্রেলীয় অনুজীব বিজ্ঞানী মাইকেল ডেনটনের মতে বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যে ডারউইনের তত্ত্ব প্রমাণ করা অসম্ভব।[২] জেনেটিক কোডের আবিষ্কারক নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী স্যার ফ্রান্সিস ক্রীকের মতে ডারউইনের তত্ত্বের মধ্যে শুধু অসংগতিই নেই, অসম্ভবতাও বিপুল।[৩]

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, বিবর্তনবাদ ও শক্তিবাদের তত্ত্বের উপর নির্মিত মার্কস এঙ্গেলসের শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব। পৃথিবীর সৃষ্টি হ'তে ধ্বংস পর্যন্ত সময়কে মার্কস পাঁচটি পর্বে ভাগ করেছেন। পর্বগুলো হ'লঃ (ক) আদিম সমাজ (খ) দামভিত্তিক সমাজ (গ) সামন্ত সমাজ (ঘ) পুঁজিবাদী সমাজ এবং (ঙ) সমাজতান্ত্রিক সমাজ তথা সাম্যবাদ। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের কট্টর অনুসারীরা সর্বশেষ এই ভ্রান্ত মতাদর্শের জন্যে অর্ধ শতাব্দীর বেশী সময় ধরে চেষ্টা চালিয়ে রক্তের স্রোত ও অত্যাচারের বিভীষিকা সৃষ্টি করেও মার্কসের ঈপ্সিত সমাজ দর্শন কায়েমে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

জীবন দর্শন সম্পর্কে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান ইসলামের। ইসলামী জীবন দর্শনের মূল ভিত্তিই হ'ল তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। মানুষের স্রষ্টা আল্লাহই তার রব এবং তিনিই তার ইহকাল ও পরকালের জীবনের মালিক। ইহকালের এই জীবনে চলার পথ দেখাবার জন্যে তিনি যুগে যুগে নবী-রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। তাঁদের মাধ্যমে মানব জাতির কাছে পাঠিয়েছেন হেদায়াতের বাণী। সে আলোকে চললে জীবন হবে সত্য ও সুন্দরের, কল্যাণ ও মঙ্গলের। পরিণামে আখিরাতে তার জন্যে রয়েছে অনন্ত পুরস্কার ও শান্তি। এরই ব্যত্যয় ঘটাতে শয়তান অহরহ সচেষ্ট। তার কুমন্ত্রণা ও কুপ্ররোচনার ফলেই চলে আসছে সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব, হক ও বাতিলের লড়াই। এই লড়াইয়ে জিততে হ'লে যে অস্ত্র চাই সে অস্ত্র ঈমানের অস্ত্র। সে অস্ত্র কেমন হবে, তার লড়াইয়ের শক্তি কতটা হবে, তা জানবার একমাত্র উপায় নবী-রাসূলের অনুসরণ করা। শুধু তাই নয়, ইহকালের কৃতকর্মের ফল অবধারিত রয়েছে আখিরাতে, এই বোধ ও বিশ্বাস যার মধ্যে, যে জনসমষ্টির মধ্যে যত বেশী, তারাই তত বেশী সফলকাম। মুমিনের কাছে এই দুনিয়া পরকালের জন্যে কর্ষণক্ষেত্র। সুতরাং তার কাছে জড়বাদীতাও যেমন গ্রহণযোগ্য নয় তেমনি গ্রহণযোগ্য নয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। বরং আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস, তাঁরই প্রেরিত ঐশীবাণী আল-কুরআন ও রাসূলে করীম (ছাঃ)-এর সুন্নাহ তার জীবনের ধ্রুবতারা।

২. ধর্মীয় বিশ্বাসঃ

পুঁজিবাদী জীবন দর্শনে ধর্মের কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই। ধর্ম সেখানে সাক্ষী গোপালের মতো। রাষ্ট্র বা সরকার যতটা আচরণের সুযোগ দেয় ততটাই মাত্র ব্যক্তি ধর্মীয় দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের সুযোগ বা স্বাধীনতা পায়। প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টান-ইহুদী-বৌদ্ধ-জৈন-হিন্দু প্রভৃতি ধর্ম ইসলামের মতো জীবনের সকল ক্ষেত্রের নিয়ামক শক্তি নয়, সর্বব্যাপী এবং সার্বিকও নয়। বিভিন্ন ধর্মে ব্যক্তি জীবন, এমনকি পারিবারিক জীবনের আচরণবিধি থাকলেও সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন দর্শন কারোরই নেই। অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক আন্তর্জাতিক... কোন ক্ষেত্রেই ঐসব ধর্মের কোন নীতি-নির্দেশনা নেই, কোন বিধি-বিধান নেই। পুঁজিবাদে সব ধর্মই সহঅবস্থানে থাকে। কর্মক্ষেত্রের অসুবিধা না ঘটিয়ে, পুঁজিবাদী উৎপাদন চক্রের কোন রকম বিঘ্ন না ঘটিয়ে বা রাষ্ট্র ক্ষমতায় হস্তক্ষেপের কোন আশংকা সৃষ্টি না করে ব্যক্তি তার আপন ঘরে অথবা উপাসনালয়ে ধর্মচর্চা করতে পারে। সেটুকু স্বাধীনতা তার আছে।

পুঁজিবাদে ধর্ম আপোষরফা করেছে রাষ্ট্র ক্ষমতার সাথে। মধ্যযুগে এক সময়ে ইউরোপে চার্চের ক্ষমতা প্রবল হয়ে

১. *H. M. Morris, Evolution in Turmoil, San Diego, (Calfornia; Creation Life Publishers, 1982).*
২. *Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis, (London: Burnett Books, 1985), p. 323.*
৩. *Sir Francis Crick, Life Itself, (NY; Simon & Schuster, 1971), p. 71.*

উঠলে রাজন্যবর্গ এর বিরোধিতা শুরু করে। খোদ ইংল্যাণ্ডেই গীর্জার সাথে বিরোধ বাধে রাজার। ফলে ক্যাথলিক রাজা হয়ে যান প্রটেস্ট্যান্ট। খৃষ্টানদের মধ্যে যে বহুধা বিভক্তি তার মূল নিহিত এই বিরোধের মধ্যেই। এক সময়ে অবশ্য বহুদেশেই আপোষরফা হয়। সেজন্যে পরবর্তীকালে বলা শুরু হয়.. 'পোপকে তার প্রাপ্য দাও, রাজার প্রাপ্য দাও রাজাকে'। বৌদ্ধ হিন্দু বা জৈন ধর্মে যখন রাজা প্রবল হয়ে ওঠে, তাদের ধর্ম তখন রাজধর্ম রূপে স্বীকৃতি পায়। কিন্তু রাজার পতনের সাথে সাথে ধর্মের সেই গুরুত্ব লোপ পায়। যাজকরা তখন হয়ে পড়ে পরের অনুগ্রহভাজন। রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে তাদের আর কোন ভূমিকাই থাকে না। শিল্প বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পুঁজির গুরুত্ব যখন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে রাষ্ট্র ক্ষমতার উপরও তার প্রভাব পরিলক্ষিত হ'তে থাকে। পুঁজিই হয়ে ওঠে সমাজে প্রধান নিয়ামক শক্তি। এই প্রেক্ষিতে ধর্মের সাথে আপোষরফার জন্যে তৈরী হ'ল নতুন মতবাদ ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেক্যুলারিজম। সেক্যুলারিজমের মৌখিক বক্তব্য যাই হোক, বাস্তব অবস্থা হ'ল ধর্মহীনতা। রাষ্ট্রের অনুমোদন ও প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার মাত্রার উপরেই ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মহীনতায় রূপান্তরিত হওয়া না-হওয়া সম্পূর্ণতঃ নির্ভরশীল। ধর্মীয় শিক্ষার পরিবেশ রুদ্ধ করে, ধর্মাচরণের সুযোগ সংকীর্ণ করে, ধর্মীয় নেতাদের সামাজিক গুরুত্ব ও মর্যাদা হ্রাস করে, ধর্মীয় নীতিমালার উপর পুঁজিবাদের নিয়ম ও স্বার্থের প্রাধান্য দিয়ে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যক্তিকে আসলে ধর্মহীনতা তথা স্বেচ্ছাচারিতার দিকেই ক্রমান্বয়ে ঠেলে দেয়।

সেক্যুলারতন্ত্রের নামে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আল্লাহ্র আইন ও বিচার তথা জীবন বিধানকে অস্বীকার এবং পরকালের অনন্ত জীবনের শান্তি ও শাস্তি সম্পর্কে খৃষ্টীয় বিশ্বাসের কারণে গোটা পাশ্চাত্য তথা বিশ্বের জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ খ্রীষ্টান সম্প্রদায় উপযোগবাদ (Utilitarianism) এবং ভোগবাদকে (Epicurism) তাদের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। যথেচ্ছ ভোগলিপ্সা ও ধর্মীয় বিশ্বাস সঞ্জাত নৈতিকতা বিবর্জিত হওয়ার কারণে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। এদের মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থার প্রতি নজর ফেরালে এ সত্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যান হ'তে জানা গেছে সেখানে প্রতি বার সেকেণ্ডে একটি অপরাধ, প্রতি ঘন্টায় একটি খুন, প্রতি পঁচিশ মিনিটে একটি ধর্ষণ, প্রতি পাঁচ মিনিটে একটি ডাকাতি এবং প্রতি মিনিটে একটি গাড়ী চুরির ঘটনা ঘটে। সেদেশে ভীতিপ্রদ অপরাধ বৃদ্ধির হার জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের চেয়ে তের গুণেরও বেশী।[৪]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, পশ্চিমা শক্তি মুসলিম দেশগুলোকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে গ্রহণের জন্যে শুধু প্রভাবিতই নয়, চাপ দিয়ে যাচ্ছে। এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ইসলামকে জানা ও তা পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। এর ফলে ধীরে ধীরে দেশের কিশোর ও যুবসমাজ ধর্মীয় জীবন দর্শন ও তার বিধিবিধান জানার ও তা যথাযথভাবে পালনের সুযোগ হারাতে থাকবে। একই সঙ্গে এসব দেশে খ্রীষ্টবাদ প্রচার ও প্রসারের জন্যে পশ্চিমারা কোটি কোটি ডলার খরচ করছে। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের পথ রুদ্ধ করার সকল অপতৎপরতায় এরা নেপথ্যে থেকে ইন্ধন যোগাচ্ছে।

পক্ষান্তরে খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে বাংলাদেশের মতো মুসলিমপ্রধান দেশেও তারা আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। এদেরই অপতৎপরতার ফলে আফ্রিকার বেশ কয়েকটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে খৃষ্টানরা সংখ্যাসাম্য অর্জন করতে চলেছে। নিজেদের স্বার্থরক্ষায় এরা সিদ্ধহস্ত। মুখে সেক্যুলারিজমের কথা বললেও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকসহ গীর্জার ও নবদীক্ষিত খ্রীষ্টানদের সামান্যতম ক্ষতি হ'লে পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার সকল রাজধানী হ'তে প্রতিবাদ ও নিন্দার ঝড় ওঠে। এরাই ইউরোপে কোন ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যুদয় প্রয়াস বরদাশত করতে রাজী নয়; রবং সুকৌশলে তা নস্যাৎ করে দেয়।

সমাজতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তিপ্রস্তর বা Corner stone হ'ল নাস্তিক্যবাদ (Atheism)। মার্কস-এঙ্গেলস গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন ধর্মই সব অনর্থের মূল। ধর্মের কারণেই সমাজে শোষণ দৃঢ়মূল হয়ে রয়েছে। তাই এর বিনাশ ও উচ্ছেদ অপরিহার্য। মার্কসের বিশ্বাস এক অর্থে অংশতঃ ঠিক ছিল। কারণ তিনি যে শোষণ-নির্যাতন লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তা ছিল খৃষ্ট সমাজে চার্চের পীড়ন ও শোষণ। সমগ্র ইউরোপে তো বটেই আফ্রিকাতেও চার্চের অত্যাচার ছিল নির্মম। সেই সাথে রাজক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতায় এই অত্যাচার-শোষণ-নিপীড়ন হয়েছিল দীর্ঘস্থায়ী, সর্বব্যাপী ও সমাজে আমূল প্রোথিত। ভারতে হিন্দু ধর্মের নিম্নবর্ণের উপর অত্যাচার ও উচ্চবর্ণের লোকদের বিলাসী জীবনের কাহিনীও ইউরোপে অজানা ছিল না। কিন্তু মার্কসের যা অজানা ছিল তা হ'ল ইসলামী সমাজদর্শন। মার্কস-এঙ্গেলস ইসলাম সম্বন্ধে আদৌ পড়াশুনা করেছেন বা এর সংস্পর্শে এসেছিলেন এমন কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। ধর্ম বলতে তিনি চোখের সামনে যা দেখেছিলেন তারই ভিত্তিতে গৃহীত হয়েছিল ধর্মকে উৎপাটনের কর্মসূচী ও নাস্তিক্যবাদের ফর্মূলা। এই মতবাদে ধর্মকে মনে করা হয় শোষণ ও যুলুমের হাতিয়ার। আফিমের সাথে তুলনা করা হয় ধর্মকে। তাই এর উৎখাতের জন্যে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের নেতারা বদ্ধপরিকর। এমনকি এর জন্যে তারা শঠতা ও ধূর্ততার আশ্রয় নিতেও কসুর করেনি।

[চলবে]

৪. *দৈনিক সংগ্রাম, ২৯ নভেম্বর, ১৯৯৯।*

ধনুষ্টঙ্কার (Tetenus)

-ডাঃ মুহাম্মাদ হাফীযুদ্দীন*
ও
ডাঃ মুহাম্মাদ মুহসিন আলী**

মানব জীবনের সঙ্গে রোগ ব্যাধিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পৃথিবীতে যেমন রোগ-ব্যাধি আছে, তেমনি তার চিকিৎসা এবং প্রতিকারও আছে। ধনুষ্টঙ্কার একটি জীবাণু বাহিত মারাত্মক রোগ। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির জীবনের আশা প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। তাই এ রোগকে জীবনবিনাশী রোগও বলা যেতে পারে।

কারণঃ "ক্লষ্টিভিয়াম টিটানি" নামক এক প্রকার জীবাণু দ্বারা ধনুষ্টংকার রোগের সৃষ্টি হয়। এই জীবাণু কর্তৃক নিঃসৃত স্নায়ুতে বিষক্রিয়া করতে সক্ষম এরূপ TOXIN -এর দরুন ব্যথা দায়ক কঠিন সংকোচন হয়। জীব-জন্তুর (বিশেষ করে ঘোড়ার) অন্ত্রনালীতে এই জীবাণু বাস করে। মলের দ্বারা মাটি দূষিত হওয়ার পর ইহা স্পোর আকারে মাটির মধ্যে অনেকদিন মিশে থাকে। কোন ক্ষতস্থানে ধুলা-ময়লা বিশেষ করে যে কর্ষিত ভূমি মানুষ বা পশুপাখির শুষ্ক পায়খানা মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে সেই কাদামাটি ক্ষতস্থানে লাগলে ধনুষ্টংকারের জীবাণুর অনুপ্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। নবজাত শিশুর নাভি অশোধিত কাঁচি, ব্লেড বা বাঁশের চটি দিয়ে কাটলে এবং নাভি মূলে কুসংস্কার বশতঃ গোবর বা টোটকা কিছু লাগালে কিছুদিনের মধ্যেই শিশু ধনুষ্টংকারে আক্রান্ত হ'তে পারে।

লক্ষণঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রীবাদেশের বা ঘাড়ের, মুখমণ্ডলের কোন কোন পেশীর দৃঢ়তা, টান ও বেদনা অনুভব হয়। চর্বণকারী পেশী আক্রান্ত হওয়ায় চোয়াল আড়ষ্ট হয়ে যায়। ফলে রোগী মুখমণ্ডল হা করতে বা খুলতে পারে না। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির দেহের পেশী সমূহের কুঞ্চন বা খেঁচে ধরার দরুন রোগী ধনুকের মত বেঁকে যায়। কখনও কখনও শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাঘাতও ঘটে। গায়ের তাপ বৃদ্ধি পায়। অধিক ঘাম হ'তে থাকে ইত্যাদি।

স্থায়িত্ব ও ভাবি ফলঃ

কোন কোন ক্ষেত্রে এ রোগ শুরুর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ এক হ'তে দু'সপ্তাহের মধ্যে রোগ সাংঘাতিক আকার ধারণ করে। তবে এভাবে ১২/১৪ দিন অতিক্রম করলে রোগী সাধারণতঃ আর মারা যায় না।

প্রতিকারঃ

জন্মের পূর্বে গর্ভাবস্থার শেষের দিকে মাকে ৩ মাস অন্তর ২টা ধনুষ্টংকার টিকা দিলে মাতা, গর্ভস্থ-ভ্রূণ ও নবজাত শিশু এই রোগ হ'তে মুক্ত থাকে। জন্মের পর নাভী কাটার জন্য সব রকম জীবাণু নাশক পদ্ধতি কড়াকড়িভাবে অবলম্বন করতে হবে। নিয়ম অনুসারে শিশুকে প্রতিষেধক ইনজেকশন দিতে হবে। কোন স্থান কেটে গেলে বা পায়ে পেরেক বা কাঁটা ফুটলে যদি ইনজেকশন দেয়া না থাকে তা'হলে অবিলম্বে ১৫০০ ইউনিট 'এন্টি টিটেনিক সিরাম' (ATS) ইনজেকশন দিতে হবে। তাহ'লে সাময়িকভাবে ধনুষ্টংকারের আক্রমণ প্রতিহত হবে ইনশাআল্লাহ। পরে রুটিন মাফিক পূর্ব বর্ণিত উপায়ে টিকা দিতে হবে।

এলোপ্যাথিক চিকিৎসাঃ

রোগীকে স্বল্প আলোয় ও নিঃশব্দ জায়গায় রেখে চিকিৎসা করতে হবে। এ,টি,এস (ATS) ৫,০০০ হ'তে ১০,০০০ ইউনিট ইনজেকশন রোগের তীব্রতা ভেদে শিরাতে দিতে হবে। ইহা দেয়ার পূর্বে পরিবারে এলার্জির ইতিহাস আছে কি-না জানতে হবে। সেজন্য সতর্কতার সাথে অল্প মাত্রায় টেষ্ট-ডোজ ইনজেকশন দিতে হবে।

এছাড়া শিশুকে খিঁচুনীর জন্য অধিক মাত্রায় ফেনোবার বিচোরেন্ট আধ বা এক দিতে হবে। যদি এতে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় তাহ'লে আর দেয়া যাবে না। লারগাকটিল বা মেপ্রোবেমেট ইনজেকশনেও সুফল পাওয়া যায়। প্রথমটি ১০-২৫ mg, দ্বিতীয়টি ৫০-১০০ mg. প্রতি ৩ ঘন্টা অন্তর। মুখ, গলা ও শ্বাস রন্ধ্রে অতিরিক্ত লালা থাকলে তা ক্যাথিটার দিয়ে বের করতে হবে। প্রয়োজনবোধে অক্সিজেন দিতে হবে। শিশুকে বার বার নাড়াচাড়া না করে অন্তঃশিরায় গ্লুকোজ ড্রিপ দিয়ে পুষ্টি বিধানের চেষ্টা করতে হবে। শ্বাস নালীর পেশীর ক্ষেপনজনিত শ্বাসরোধ প্রতিহত করার জন্য ট্রাকিয়োষ্টমী (Tracheostomy) করে কৃত্রিম শ্বাস পথ তৈরী করতে হবে। এমতাবস্থায় রোগীকে অবশ্যই নিকটস্থ হাসপাতালে নেওয়া কর্তব্য।

হোমিও চিকিৎসাঃ

অত্যধিক ঠাণ্ডা লাগা হেতু এই পীড়া হ'লে, চোয়াল আটকান, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শক্ত ও অসাড় হওয়া, জ্বর ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পেলে **এ্যাকোনাইট ন্যাপ** ৬ দিলে উপকার হয়। আঘাতজনিত ধনুষ্টঙ্কার যেমন বিদ্যুতের শক লাগা, চমকে উঠা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কম্পন ইত্যাদি লক্ষণে **আর্নিকা মন্ট** ৩০ প্রধান ঔষধ। খিঁচুনির সাথে চোয়াল আড়ষ্ট বা আটকানো ও পিঠের পেশীর আক্ষেপজনিত লক্ষণ প্রকাশ পেলে **এ্যাঙ্গুইষ্টুরাভিরা** ৩০ প্রযোজ্য। মাথায় আঘাত হেতু আক্রান্ত হ'লে, চোয়াল বন্ধ ও পেশী সমূহের কাঠিন্য দেখা দিলে **সাইকিউটা** ৬ দেওয়া যেতে পারে। পেশীর তান্ত্রিক ক্ষতের দরুণ পীড়া হ'লে **হাইপেরিকাম** ৩০ প্রয়োগ করতে পারেন। গ্রীবা ও স্কন্ধদেশের পেশীর খিঁচুনি, চোয়াল আটকানো, মুখের হাস্যময় ভঙ্গী, সুঁচাল অস্ত্র বিধা বশতঃ বা শিশুদের নাভির ক্ষতের উত্তেজনা হ'তে পীড়া হ'লে **প্যাসিফ্লোরা** ৬ সেবনে বিশেষ উপকার হ'তে পারে। মস্তক ও পৃষ্ঠদেশ বেঁকে গেলে ও শিথিল হয়ে গেলে শ্বাস-প্রশ্বাসের আক্ষেপ বশতঃ শ্বাসক্লেশ, প্রবল বমনেচ্ছা, হিমাঙ্গ অবস্থা ইত্যাদিতে ট্যাবোকাম বা **নিউকেটিন** ৩০ প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। ডাঃ জেমস টাইলার কেন্ট বলেন, 'শরীরের যেকোন স্থানে বা ক্ষত হ'লে প্রতিষেধক হিসাবে **লিডাম পল উচ্চশক্তি** ব্যবহার্য।

টোটকাঃ অতি সামান্য পরিমাণ দোক্তা তামাকের পাতা কিছুক্ষণ গরম পানিতে ভিজিয়ে সেই পানি পিচকারীর সাহায্যে মলদ্বার দিয়ে প্রয়োগ করলে পীড়ার প্রাবল্য, পীড়া উৎপাদনকারী পোকার (ব্যাসিলাই) ধ্বংস ও খিঁচুনি হ্রাস পায় ও শক্ত পেশী ঢিলা হয়।

উল্লেখ্য, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অনেক ক্ষেত্রে চারিত্রিক এবং শারীরিক গঠন, মানসিক লক্ষণ ও রুচির উপর নির্ভরশীল। কাজেই নিকটস্থ চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করা আবশ্যক।

রোগীর মেরুদণ্ডে বরফ প্রয়োগ এবং রোগীকে নীরব, নির্জন ও শব্দহীন স্থানে রাখতে হবে। বেশী লোকজন গিয়ে নানা প্রকার কথাবার্তায় রোগীর উত্তেজনা বাড়তে পারে। নিস্তব্ধ ভাবে অপেক্ষাকৃত আলোকবিহীন ঘরে রাখতে হবে।

শিশুঃ সদ্যজাত শিশু ধনুষ্টঙ্কার রোগে আক্রান্ত হ'লে পাড়াগ্রামের লোকেরা শিশুকে **'চোরাচুন্নিতে ধরা'** বা শিশুকে **'পেঁচোয় পাওয়া'** রোগ বলে থাকে। এর লক্ষণ হচ্ছে- ৫/৬ দিন বয়সে শিশু কেবল কাঁদতে থাকে, মায়ের দুধ খায় না, চোয়াল আড়ষ্ট হয়ে যায়, কাঁদতে কাঁদতে শিশু লাল ও নীল নানা বর্ণের রং ধারণ করে। শিশুর গলার স্বর বিকৃত হয়ে যায়। গ্রামের অশিক্ষিত জনসাধারণের বাঁশের ছাল দ্বারা শিশুদের নাড়ীচ্ছেদ করাই এর প্রধান কারণ। কখনও ঐভাবে নাড়ীচ্ছেদ করতে নেই। নতুন ব্লেড গরম পানিতে ভালভাবে ফুটিয়ে তদ্বারা নাড়ীচ্ছেদ করাই উত্তম।

এই রোগের প্রধান ঔষধ লক্ষণভেদে **সাইকিউটাড**। এতে উপকার না হ'লে **প্যাসিফ্লোরা** ৬ ৪/৫ মাত্রা ২/১ ঘন্টা অন্তর সেবনে উপকার পাওয়া যায়। ইহা পরীক্ষিত।

* হোমিও চিকিৎসক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
** এলোপ্যাথিক চিকিৎসক, ঐ।

রাখে আল্লাহ মারে কে?

-মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান*

[১]

গ্রামের নাম হলদিয়া। মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশটি বাড়ী নিয়ে এই গ্রাম। গ্রামটির অধিকাংশ লোকই কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। থানা বা যেলার সাথে যোগাযোগের একটিই মাত্র মেঠো পথ। এই পথ ধরে গেলেও পুরো দু'মাইলের একটি মাঠ পার হ'তে হয়। তবেই পাকা রাস্তার সন্ধান পাওয়া যাবে। অবশ্য রাস্তায় ছোট-বড় দু'একটি বৃক্ষ না থাকলে রোদের তাপে পথ চলা কষ্টই হ'ত। গ্রামের দু'মাইলের মধ্যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলে হয়ত লোকগুলো শিক্ষিত হ'ত। কিন্তু গ্রামের লোক কি আর শিক্ষার মর্যাদা বোঝে? তবুও পয়সাওয়ালা দু'চারজন শখ করে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য দু'মাইল দূরে স্কুলে পাঠায়।

এই গ্রামে বাস করত এক সুদখোর। নাম তার তমীযুদ্দীন চৌধুরী। ইতিপূর্বে দরিদ্র থাকলেও বর্তমানে সে সূদের পয়সায় প্রভাব-প্রতিপত্তি এমনকি মান-সম্মান পর্যন্ত কামিয়েছে। তবে তা প্রকৃত নয়। ভয়ে ভক্তি। তার একমাত্র ছেলে তপন চৌধুরী তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। শুনেছি তমীযুদ্দীন চৌধুরী নাকি ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়া শিখেছিল। তমীয মিয়া টাকা-পয়সার ব্যাপারে কাউকেই বিশ্বাস করতে পারে না। তাই তো সে নিজেই হাট-বাজার করে। স্ত্রী মফেলাকেও সে বিশ্বাস করে না। বাক্সের চাবি পর্যন্ত নিজের কাছেই রাখে। এগুলো তাঁর কৃপণতার লক্ষণ। শুধু তাই নয় কুটবুদ্ধিতে যে সে একজন দক্ষ লোক তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

একদিন বাজার থেকে ফেরার পথে তমীয দেখলেন তপনের বয়সী একটি ছেলে পথের ধারে একটি গাছের নীচে বসে আছে এবং এক ধ্যানে নিজের হাতে গর্ত করছে। ছেলেটি ফুটফুটে চেহারার। পরনে হাফ প্যান্ট ও স্যান্ডো গেঞ্জি। ছেলেটিকে দেখেই মনে হবে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছেলে। মনে কোন প্রকার ভয়ের লেশ মাত্র নেই। আগে পিছে কোন লোকজন না দেখে তমীয ছাহেব একটু বিস্মিত হ'লেন। ভাবলো এতটুকু বালক এখানে এলো কি করে? বললেন 'এই ছেলে! এখানে গর্ত করছ কেন? লোকজন পথ চলতে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে না'? ততক্ষণে বালকটি মাথা উঠিয়ে বলল, 'আমি তো রাস্তার মাঝে গর্ত করছি না যে, লোকজন পড়ে যাবে। যদি কেউ রাস্তা ছেড়ে নীচে পথ চলতে চায়, তবে সে নিজের দোষেই গর্তে পড়বে। আমার দোষে নয়'। তমীয মিয়া এবার না হেসে পারলেন না। বললেন, 'ঠিকই বলেছ। এবারে বল! তোমার নাম কি'? বালকটি বলল, তুহিন। হ্যাঁ কি বললি, তু-ই। তুই একটা নাম হ'ল। আমার ছেলের কত সুন্দর নাম রেখেছি 'তপন'। বালকটি বলল, 'দেখুন! আমার নাম নিয়ে মস্করা করবেন না'। বলুন তো 'তপন' অর্থ কি? আমি খুব ঠাণ্ডা ছেলে। সকাল বেলার শিশিরের মত ঠাণ্ডা। হয়ত তার চেয়েও ঠাণ্ডা। তাই আমার নাম রেখেছে 'তুহিন'। জমাট বাধা শিশিরকে 'তুহিন' বলা হয়। এত সব কথা শুনে তমীয 'থ' মেরে গেল। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, তুমি তো বেশ পণ্ডিত। বলত পণ্ডিত! 'তপন' অর্থ কি? তপন অর্থ গরম। বলল তুহিন। আপনেরা অত্যন্ত গরম লোক। তাইতো ছেলের নাম রেখেছেন তপন। সূর্যের আর এক নাম তপন। বালকের সাহস তো কম নয়। তমীয মিয়া প্রথম অবস্থায় একটু রাগ হ'লেও পরে তার প্রতি সদয় হ'লেন। হঠাৎ এক গুরুজনের কথা মনে পড়ল।

'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই
পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন'।

তাই লোকজন আসার আগেই ছেলেটিকে সাথে করে তমীয বাড়ী ফিরলেন।

[২]

তপন ও তুহিন এক সাথে লেখাপড়া, খেলাধুলা, ঘোরাফিরা, খানাপিনা ইত্যাদি কাজগুলো করতে থাকে। দু'জনকে বেশ মানিয়েছে। যেন ভাইয়ে ভাইয়ে বন্ধুত্ব। এভাবেই দিন কাটে, মাস যায়, বছর ফিরে আসে। দু'জনেই তৃতীয় শ্রেণীতে পরীক্ষা দিয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়। তুহিন প্রথম ও তপন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। পরীক্ষার ফলাফল দেখে তপন তুহিন ছাড়াও সকলে অত্যন্ত খুশি হ'ল। কিন্তু একজন কেবল সন্তুষ্ট হ'তে পারলেন না। কারণ তিনি চান না নিজের ঔরষজাত সন্তান প্রথম না হয়ে পোষ্য পুত্র তুহিন প্রথম স্থান অধিকার করুক। কিন্তু কি করবেন পরীক্ষা তো আর জোরের কাজ নয়। এতে মেধার প্রয়োজন। তাই চৌধুরী ছাহেব কাউকে কিছু না বলে স্ত্রী মফেলাকে নির্দেশ দিলেন তপনকে ভাল ভাবে যত্ন করতে। শুধু এই নির্দেশই তিনি ক্ষ্যান্ত হননি। বরং সকাল বেলা দুই ভাই-ই প্রাইভেট পড়ত। এখন নিত্য দিন সকাল বেলা তুহিনকে বাজার করতে পাঠানো হয়। এতে তার প্রাইভেট পড়া হয় না। তবে দু'ভাইয়ের কেউ কাউকে কোন দিন পর ভাবেনি। তারা নিজেদের আপন ভাই বলেই জানত। দু'জনের সম্পর্ক যেন সোনায় সোহাগা। তপন যা প্রাইভেটে পড়ত, তুহিনকে তা বুঝাত। অনেকদিন তপন বাজারে যাওয়ার জন্য বায়না ধরলেও তমীয মিয়া যেতে দেয়নি।

আজকাল তপনকে পড়াশুনার ব্যাপারে খুব চাপে রাখা হয়েছে। আর তুহিনকে কাজের ব্যাপারে। দু'ভাইয়ের মধ্যে সু-সম্পর্ক না থাকলে হয়ত তুহিনের পক্ষে লেখাপড়া করা সম্ভবপর হ'ত না। কারণ তপন জানতে পেলে বখাটে হয়ে যেতে পারে, এই ভেবে তুহিনের প্রতি প্রকাশ্যে হিংসার আগুন জ্বালাতে পারে না। এতটুকু বালকের পক্ষে কষ্টকর হ'লেও পিতা-মাতার অবাধ্য হয়নি। এভাবেই আরও একটি বছর কেটে গেল। দু'জনেই বার্ষিক পরীক্ষা দিয়েছিল। তারা রেজাল্ট নিয়ে খুশিতে হৈ-হল্লা করতে করতে পিতার

* প্রযত্নেঃ আশরাফ আলী, গ্রামঃ চর হলদিয়া, পোষ্টঃ হলদিয়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

কাছে এল। অথচ তাদের রেজাল্ট সীট দেখা মাত্রই তমীয মিয়ার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। কি আশ্চর্য! এবারও কেন পূর্বের মত রেজাল্ট হ'ল? তুহিন প্রথম ও তপন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। তমীয মিয়া তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেও তা প্রকাশ করতে পারলেন না। দু'জনকেই ভিতরে যেতে বললেন।

[৩]

ঐ দিনই গভীর রাতে স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনে চৌধুরীই প্রথম বললেন, দেখ মফেলা! দুধ কলা দিয়ে তো আর বাড়ীতে কাল সাপ পোষা যায় না। এর একটা বিহিত ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। তা না হ'লে এই কেউটে সাপ একদিন আমাদেরকেই দংশন করবে। মফেলা বলল, এত উত্তেজিত হয়ো না। এমন কৌশলে কাজ করতে হবে যেন সাপও মরে; লাঠিও না ভাঙ্গে। চৌধুরী ছাহেবের মধ্যে যে কু-প্রবৃত্তিটি কাজ করছে, তা আর দমন করতে পারলেন না। বললেন, ঠিকই বলেছ মফেলা। একে জানে মারতে না পারলে তপনকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

তাছাড়া এই ছেলে বড় হ'লে আমার সূদের ব্যবসা বন্ধ করে দেবে। তাই দুনিয়া থেকে যত তাড়াতাড়ী সম্ভব চিরবিদায় করতে পারলেই মঙ্গল। কিন্তু মঙ্গল অমঙ্গল যে শুধু একজনের হাতে, তা হয়ত তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন।

পরের দিন বুধবার। যাদুরতাইড় গ্রামে ছিল এক পেশাদার খুনী। কেবল প্রভাবশালী ও কু-চক্রী লোকেরাই তাকে চিনত। সাধারণ লোক তাকে সালাম, শ্রদ্ধা ও সম্মান করেই চলত এবং তাকে গ্রামের মান্যগন্য লোক বলেই জানত।

যাই হোক। তমীয মিয়া তার কাছেই গেলেন এবং পাঁচ শত টাকা বায়না দিয়ে বললেন, বাকী দুই হাযার পাঁচশ টাকা দেওয়া হবে কাজ শেষে। খুনী লোকটি চৌধুরীকে একটি হলুদ রঙের কার্ড দিয়ে বললেন, 'এই কার্ড সহ পাঠিয়ে দিবেন। এই কার্ড যার নিকট পাব তার মুণ্ডটি আপনার নিকট হাযির করব। বাকী টাকা সংগ্রহে রাখবেন। কার্ডটিতে যা লেখা ছিল তা হ'ল-

'আমরা সবাই ভাই ভাই
দুনিয়ায় কোন শত্রু নাই'।

কার্ডের অপর পৃষ্ঠায় পুরো ঠিকানা দেওয়া ছিল।

[৪]

পরের দিন বৃহস্পতিবার। সকাল বেলা মফেলা বেগম দু'ছেলেকেই নিজের হাতে পাঠালেন। তুহিনকে পাঠালেন অন্যদিনের মত বাজারে। আর তপনকে স্কুলে। আজ তুহিনের বাজার করতে কিছুটা বিলম্ব হ'ল। বাজার থেকে ফেরার পর কার্ডটি ঠিকানা মত পৌঁছাতে বলা হ'ল। অমনি সে কার্ডটি নিয়ে বেরুলো। কথায় আছে-

রাখে আল্লাহ মারে কে?
মারে আল্লাহ রাখে কে?

হাফ স্কুল হওয়ার কারণে সেদিন সকাল সকালেই স্কুল ছুটি হয়ে যায়। পথিমধ্যে তপনের সাথে তুহিনের দেখা। তপন বলল, ভাইয়া তোমাকে বহু জায়গায় বেড়াতে দেয়। কিন্তু আমাকে যেতে দেয় না কেন? তাই আজ চল দু'জনে মিলে মজা করে বেড়াব। কি মজাই না হবে। তুহিন বলল, না তপন, আব্বা এই কার্ডটি অতিশীঘ্র পৌঁছাতে বলেছে। তুমি বাড়ী যাও। আমি এই কার্ডটি দিয়ে এক্ষণি চলে আসব। তপন বলল, এটা আমাকে দাও ভাইয়া আমিই দিয়ে আসব। তুহিন দিতে না চাইলেও তপন যিদ ধরে নিয়ে তার বইগুলো তুহিনকে দিয়ে বলল, 'তুমি এখানে কিছুক্ষণ বস। আমি ফিরে এসে একই সাথে বাজার দেখতে যাব'। ঠিক আছে তাড়াতাড়ী এসো। বলল তুহিন। গন্তব্য স্থলে পৌঁছার পর যা হবার তাই হয়ে গেল।

প্রায় পৌনে এক ঘন্টা অপেক্ষার পর তুহিন দেখল একজন লোক একটি পুঁটলি হাতে তার দিকেই আসছে। পুঁটলি থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়ছে। লোকটি পার হয়ে গেল। একই সময় ঐ এলাকার চৌকিদার গ্যাদোয়া আসছিল ঐ পথ ধরে। তুহিন তাকে লোকটি সম্বন্ধে অবগত করাতে চৌকিদার দ্রুত পদে চলতে লাগল। ইতিমধ্যে তমীযকে পুঁটলিটা দিয়েছে। কিন্তু না খুলতেই চৌকিদার এসে হাযির। জিজ্ঞেস করল, পুঁটলিতে কি আছে? তুহিন এই পুঁটলি থেকে রক্ত ঝড়তে দেখেছে। কি বললে? তু-হি-ন? এই বলে তমীয হতভম্ব হয়ে গেল। চৌকিদার বলল, হ্যাঁ। তুহিনকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এলাম। এই উক্তি শোনা মাত্র চৌধুরী ছাহেবের শরীর যেন হিম হয়ে গেল। তড়িঘড়ি করে পুঁটলিটা খুলতেই দেখতে পেল সুন্দর ধবধবে চেহারার মাথামুণ্ড। আর সেটা বুকে চেপে ধরে 'বাবা তপন' বলে একটি চিৎকার দিয়ে চৌধুরী জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। মাথায় পানি দিয়ে যখন হুঁশ করা হ'ল, তখন দেখলেন বাড়ী ভর্তি পুলিশ। কিন্তু কেন যে তিনি ঘটনাটি গোপন করতে পারলো না। বেহুঁশের মত নিজের দোষ স্বীকার করে সব বৃত্তান্ত নিজের মনেই বলে চললো। লোকজন তাকে ঘিরে সেই কাকুতিই শুনছে। এক পার্শ্বে চেয়ারে বসে দারোগা ছাহেব কি যেন লিখছেন।

এদিকে কখন যেন তুহিনও এসে সে সব কাণ্ড দেখছে। মাঝে মাঝে বাম হাতে চোখ মুছছে। সব শুনে তুহিনের মাথায় যেন আগুন চড়ে গেল। এক সময় উপস্থিত জনতার সামনেই মুখ খুলল সে। বলল, চৌধুরী ছাহেব! পরের জন্য কুয়া কাটলে নিজেই তাতে পড়তে হয়। এতদিন আপনাকে বাবা বলে কি ভুলই না করেছি। যে নিজের ছেলেকে খুন করতে পারে তার মত পাষণ্ড আর কে আছে? মনে আছে চৌধুরী ছাহেব, প্রথম যেদিন আমি রাস্তার পার্শ্বে গর্ত করছিলাম, সেদিন বলেছিলাম না যারা রাস্তা দিয়ে পথ চলবে তারা এই গর্তে পড়বে না। আপনি যতদিন রাস্তায় চলেছেন, ততদিন গর্তে পড়েননি। কিন্তু আজ রাস্তা থেকে নীচে নামার ফলে সেই গর্তে পড়ে ছেলেকে হারালেন। লোকজন অবাক বিস্ময়ে তুহিনের কথা শুনছিল। তমীয চৌধুরী কেঁদে বললেন, বাবা তুহিন তুই এত সব বুঝিস, এত কিছু জানিস। তোর কথাই ঠিক বাবা। আমি অতশত বুঝিনা। 'আজ থেকে তুই আমার বাপ। বাবা তুহিন তুই যা বলবি আমি তাই শুনব' বলে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। দারোগা বাবু বললেন, তার আর দরকার হবে না। কারণ গর্তটি ছোট নয়; বেশ বড়। শুধু ছেলেকে দিয়ে ভরবে না। তমীয চৌধুরী ও স্ত্রী মফেলা দু'জনকেই ঢুকতে হবে ঐ গর্তে। সেই সাথে পুঁটলি ওয়ালা এই খুনিটিও। পুলিশ তিন জনকে হাতকড়া লাগিয়ে থানার দিকে নিয়ে চললেন। উপস্থিত লোকজন এক দৃষ্টে তাদের পথ পানে চেয়ে রইল।

কবিতা

মাহে রামাযান

-শিহাবুদ্দীন সুন্নী
ফুলবাড়ী, গাইবান্ধা।

ফের ছিয়ামে রামাযান এলোরে মুসলমান
রাখো রোযা পাপের বোঝা
রতে অবসান॥ ঐ

জান্নাতের দ্বার খোলেছে রহমত ধারা নেমেছে
নাহি ভয় কোন সংশয়
ন্দী হয়েছে শয়তান॥ ঐ

জাহান্নামের দ্বার বন্ধ অদৃশ্যের যত মন্দ
হয়ে যাবে সাফ চেয়ে লও মাফ
পাকা করো ঈমান॥ ঐ

ফরয ইবাদত যত আদা কর বিধিমত
তারাবীহর জামা'আতে এসো আগা রাতে
পাপরাশির হবে সমাধান॥ ঐ

শেষ দশক মাঝে ক্বদরের রাত আছে
খুঁজো খুঁজো সবে ভাগ্য প্রসন্ন হবে
হাযার মাস সমমান॥ ঐ

এরাতের বিবরণ ফেরেস্তাদের আগমন
সব কাজের সমাধান বিশ্ব সংবিধান
নাযিল হয়েছে আল-কুরআন॥ ঐ

***

আমি আল্লাহ্‌র সৈনিক

-মুহাম্মাদ ইলিয়াস
দ্বীপনগর, বাগমারা, রাজশাহী।

সৈনিক আমি, বিদ্রোহী আমি, আমি রণবীর
আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করব, তাই হয়েছি অধীর।
দুরন্ত দুর্বার আমি, আমি আল্লাহ্‌র সৈনিক
শত বাধা মানিনা আমি, আমি নির্ভীক।
হাতে আমার কালিমার নিশান, বক্ষে আল-কুরআন
সাবধান হও! যারা নাস্তিক-নাফরমান।
খালেদের মত প্রস্তুত আমি, করে দিব মিসমার
জেনে রেখো! আমি আল্লাহ্‌র সৈনিক, দুরন্ত দুর্বার।
ভয় করি না আমি, কখনও করি না শংকা,
ক্বায়েম হবেই একদিন দুনিয়ায় ইসলামের ডংকা।
জিহাদ করেছে যেমন খালেদ, ত্বারেক, মূসা, আলী হায়দার
তেমনই করব জিহাদ আমি করেছি অঙ্গীকার।
ইনশাআল্লাহ আনব ফিরিয়ে ইসলামের সেই স্বর্ণযুগ,
থাকবে নাকো দুনিয়ার বুকে পাপাচারের গহীন অন্ধকূপ।
জাগো মুসলিম ঘুমায়োনা আর নয়ন মেলে,
আর কত কাল থাকবে ঘুমিয়ে বাতিলের ধ্বজা ধরে।
মুসলিম বেশে সৈনিক সেজে হও আগুয়ান,
চারিদিকে ভেসে উঠুক ইসলামের জয়গান।
না-রায়ে তাকবীর,
আল্লাহু আকবার।

সর্বনাশা বন্যা

-মুহাম্মাদ এবাদত আলী শেখ
বৈশাখী ষ্টোর, পাংশা বাজার
রাজবাড়ী।

নাদের এবং কাদের,
ওদের নিয়ে শান্তি সুখের
হাট ছিল মোর চাঁদের।
সর্বনাশা বন্যা এসে
এমন ভাবে ধরল ঠেসে
শান্তি গেল কোথায় ভেসে
দোষ দেব আর কাদের?
দোষ কি তবে স্লুইস গেটের
ভিন দেশী ঐ বাঁধের?
বাঁধ ভেঙেই তো বন্যা এলো
ঘরবাড়ী সব ভাসিয়ে নিল
নাদের-কাদের কোথায় গেল
আর কি পাব তাদের?
কোন পাপে মোর হারিয়ে গেল
বউ ছেলে ঘর সাধের?

***

বিদায় দে মা

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন
যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ
যশোর।

কাঁদিসনে মা অমন করে, ফেলিসনে আর চোখের জল,
আল্লাহ্‌র পথে চলেছি আমি, বুকে নিয়ে ঈমানী বল।
চেয়ে দেখ মা চারিদিকে দ্বীন ইসলামের একি হাল,
ঈমান-আমল খাচ্ছে কুরে বেদ্বীন যত পঙ্গপাল।
কারসাজি চলছে আজি, ইসলামকে ধ্বংস করার,
ইবলীস যে ফাঁদ পেতেছে পথ নেইতো আর ফেরার।
মুসলমানরা হচ্ছে বলি, মযলূম কাঁদে যন্ত্রণাতে,
হেন সময় বল মা চলে থাকলে বসে খালি হাতে?
দেখ চেয়ে মা বিশ্বপানে, মুসলমানদের অবস্থা,
অন্তর্দ্বন্দ্ব, কলহ-বিবাদ, নেই কারো প্রতি আস্থা।
ডুবছে তৌহীদ আঁধার তলে, নীচে অনেক নীচে,
পথ ভুলে সবে চলছে ছুটে, আলেয়ার পিছে পিছে।
হেন দুর্দিনে ঘরের কোণে, বলমা কেমনে বসে রই?
ডঙ্কা বেজেছে আকাশ কেঁপেছে, ডাকছে মোরে ঐ
ডাক এসেছে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার, চলি রণপ্রান্তরে
আর দেরী নয়, প্রভাত হ'ল; বিদায় দেমা মোরে॥
ঐ শোন তাকবীর ধ্বনি, রক্তে আজি ডেকেছে বান,
রাখিসনে আর আঁচলে ঢেকে, জেগেছে এই প্রাণ।
তোর ছেলেরা না গেলে ময়দানে, কে গাইবে জয়ের গান?
সবুজ যমীনে কেমনে উড়বে ইসলামের হেলালী নিশান?
তোর ছেলে মা ফিরলে ঘরে শহীদ হয়ে রক্ত মেখে,
কাঁদিসনে মা বিলাপ করে রক্তে ভেজা আমায় দেখে।
দো'আ করিস হাত তুলে মা, চোখের দু'ফোঁটা অশ্রু ফেলে
দেখা হবে হাশরের মাঠে, খুঁজিস মোরে শহীদের দলে
আদর করে ডাক একবার, যাবার হ'ল সময়
বিদায় দে মা, আসি! বিদায়! বিদায়!!

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সঠিক উত্তরদাতাদের নাম

❐ গোদাগাড়ী, রাজশাহী থেকেঃ গোলাম কবীর, মতীউর রহমান, শরীফুল ইসলাম, আশরাফুল ইসলাম, কামালুদ্দীন, জামালুদ্দীন, রাশেদ, রুবেল, আল-আমীন, রুহুল আমীন, বাবু, এরশাদ, আযহারুল ইসলাম, আব্দুল ওয়াহীদ, দেলোয়ার ও শাহাবুল।

❐ খুজরুক কৌড়, হাটগাঙ্গোপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ আতীয়া তানজীম।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (শব্দ অনুসন্ধান)ঃ

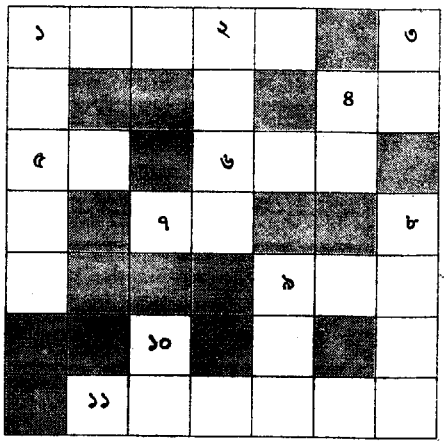

শব্দ তৈরীর নীতিমালাঃ

❐ পাশাপাশিঃ

১. মধ্য এশিয়ার একটি দেশের নাম। ৪ Fair-এর বাংলা রূপ।
৫. আল্লাহ্র সৃষ্টি সুন্দর একটি ফুলের নাম।
৬. আল্লাহ্র ভাষায় 'আশরাফুল মাখলুকাত' যারা।
৭. হৃদয়ের মাঝে যায় অবস্থান।
৯. ইসলামের প্রথম স্তম্ভের নাম।
১১. হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর নাযিলকৃত গ্রন্থের নাম।

❐ উপর-নীচঃ

১. আল্লাহ্র আশ্চর্য সৃষ্টি যে পরিমণ্ডলের মধ্যে এ পৃথিবীও রয়েছে।
২. আল্লাহ্র গুণবাচক একটি নাম।
৩. ফুল দিয়ে তৈরী আকর্ষণীয় জিনিস বিশেষ।
৪. আরবদেশের একটি সুপরিচিত জন্তুর নাম।
৮. আরবী ক্যালেণ্ডারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসের নাম।
৯. মুনকার-নাকীর এর প্রশ্ন করার স্থানের নাম।
১০. একটি আরবী হরফের নাম।

বিঃ দ্রঃ উত্তর দেওয়ার সময় শব্দ মিলিয়ে শুধুমাত্র ১৪টি শব্দের নাম প্রশ্নের ক্রমানুসারে লিখে পাঠালেই চলবে।

❐ *সংকলনেঃ মুহাম্মাদ ওবায়দুর রহমান*
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান অদ্ভুদ (ভিন্ন/অমিল) শব্দটি বের করঃ

১. বাংলাদেশ, পাকিস্তান, লণ্ডন, আমেরিকা, সঊদীআরব।
২. হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, পানি, ক্লোরিন।
৩. রেশমী, টেট্রন, শার্ট, তুলা, কাঠ।
৪. বাস, ট্রাক, টেক্সী, ট্রাম, নৌকা।
৫. লৌহ, মুদ্রা, তামা, দস্তা, সোনা।

❐ *সংকলনেঃ আযীযুর রহমান*
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

শাখা গঠনঃ

(২১৫) সারাংপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ বালক শাখা, গোদাগাড়ী, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মাওলানা নযরুল ইসলাম (ইমাম)
উপদেষ্টা ঃ মাওলানা মুহসিন আলী (শিক্ষক, সুলতানগঞ্জ মাদরাসা)
পরিচালক ঃ যহুরুল ইসলাম
সহ-পরিচালক ঃ মীযানুর রহমান
সহ-পরিচালক ঃ মিকাইল হোসাইন

কর্মপরিষদঃ
১. **সাধারণ সম্পাদক ঃ** মীযানুর রহমান
২. **সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ** ওবায়দুল ইসলাম
৩. **প্রচার সম্পাদক ঃ** মাস'উদ রানা
৪. **সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ** আলমগীর হোসাইন
৫. **স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ** ইসমাঈল হোসাইন।

(২১৬) সারাংপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ বালিকা শাখা, গোদাগাড়ী, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মাওলানা নযরুল ইসলাম (ইমাম)
উপদেষ্টা ঃ মাওলানা মহসিন আলী (শিক্ষক, সুলতানগঞ্জ মাদরাসা)
পরিচালিকা ঃ মুসাম্মাৎ নাসরিন খাতুন
সহ-পরিচালিকা ঃ মুসাম্মাৎ শাহানারা খাতুন
সহ-পরিচালিকা ঃ মুসাম্মাৎ মমতাজ খাতুন

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ রোযিনা পারভীন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ সুলতানা পারভীন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ রোযীনা খাতুন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ শাহনাজ পারভীন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ মুসাম্মাৎ মাসতূরা খাতুন।

(২১৭) খয়রা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ বালক শাখা, বাগমারা, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ ইয়াসিন মণ্ডল
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল গফূর মৃধা
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ নুরশাদ আলী প্রাং
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নান মৃধা
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আবুল হোসাইন মৃধা।

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আখতার হোসাইন
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ ফেরদৌছ আলী মোল্লা
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল বারী মৃধা
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ এমদাদুল হক মৃধা
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ শাহিন আলম মৃধা।

(২১৮) ধর্মদহ পশ্চিম পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ বালক শাখা, গরুড়া, কুষ্টিয়াঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ গোলাম যিল কিবরিয়া
উপদেষ্টা ঃ ডাঃ মুহাম্মাদ রহিতুল্লাহ
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ ছিদ্দীকুর রহমান
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ মাস'ঊদ রানা
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ বদরুল হাসান।

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ মাস'ঊদ রানা
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রায্যাক (রাজু)
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ লালু মিয়া
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-কাফী
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ আব্দুল বাছিত।

(২১৯) সেংঙ্গুয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ বালক শাখা, সরিষাবাড়ী, জামালপুরঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ বযলুর রহমান
উপদেষ্টা ঃ কামরুয্যামান বিন আব্দুল বারী
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ যাকির হোসাইন
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ রুকনুদ্দীন
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ মাকছূদুর রহমান।

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ খোরশেদ আলম
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ মাহমূদুল হাসান
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ ওয়াসিমুদ্দীন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আব্দুছ ছবূর
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ জুয়েল মিয়া।

সোনামণি অফিস পরিদর্শন

'জমঈয়াতু এহইয়াইত তুরাছ আল-ইসলামী' কুয়েত-এর উপমহাদেশীয় ডাইরেক্টর আবু খালেদ ফালাহ আল-মুত্বায়রী এবং বাংলাদেশের ডাইরেক্টর আবু আব্দুল বার আহমাদ আব্দুল লতীফ গত ৩রা নভেম্বর শুক্রবার প্রস্তাবিত বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী-এর নির্মাণাধীন বৃহদায়তন জামে মসজিদ পরিদর্শন উপলক্ষে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া আগমন করেন। এক পর্যায়ে তাঁরা সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস পরিদর্শন করেন এবং বেশ কিছু সময় অবস্থান করেন। তাদের সঙ্গে ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম, এহইয়াউত তুরাছ-এর প্রজেক্ট ম্যানেজার ইঞ্জিনিয়ার লুয়াই, ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ হানীফ, তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সম্মানিত সদস্য আলহাজ্জ মাহমূদ আলম, আল-মারকাযুল ইসলাম আস-সালাফী-র উপাধ্যক্ষ মাওলানা সাঈদুর রহমান, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ প্রমুখ।

সোনামণি সংগঠনের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করেন সোনামণি সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। মেহবানগণ 'সোনামণি' সংগঠনের কার্যক্রমে অত্যন্ত খুশি হন এবং একটি আদর্শ শিশু-কিশোর সংগঠন হিসাবে সোনামণি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে তাঁরা 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় অফিসকে একটি উন্নতমানের টেপ রেকর্ডার এবং একটি স্টীল আলমারী ও দু'সেট টেবিল চেয়ার দান করেন।

ছোট্ট সোনামণি

-মুহাম্মাদ রুহুল আমীন
চাকলা বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়
নওগাঁ।

আমরা ছোট্ট সোনামণি
ছোট্ট মোদের মন
আমরা ছোট্ট সোনামণি
মায়ের সাধের ধন।
আমরা ছোট্ট সোনামণি
ছোট্ট মোদের আশা
সোনামণি করব মোরা
করব দেশের সেবা।
আমরা ছোট্ট সোনামণি
রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ি।

***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

প্রধানমন্ত্রীকে আদালতের দ্বিতীয়বার সতর্ককরণ

আদালত ও বিচারকদের সম্পর্কে অবমাননাকর বক্তব্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে হাইকোর্ট ডিভিশনে দায়েরকৃত ৩টি কনটেম্পট পিটিশনের নিষ্পত্তি করে গত ২৫শে অক্টোবর আদালত এক রায়ে প্রধানমন্ত্রীকে আবারও সতর্ক করে দিয়েছেন। বিচারপতি মুহাম্মাদ মুযাম্মেল হক ও বিচারপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ এই আদেশ প্রদান করেন। এই রায়ে বিচার বিভাগ, বিচারক ও আদালত সম্পর্কে কোন বিবৃতি ও মন্তব্য প্রদানের ক্ষেত্রে আরো সতর্ক ও শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দেয়া হয়। গত ২৬শে জুলাই বিবিসির সাথে এক সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা আদালতকে 'অপরাধীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল' হিসাবে উল্লেখ করে উচ্চ আদালত, বিচারক ও আইনজীবীদের সম্পর্কে বিষোদগারপূর্ণ বক্তব্য দেন। প্রধানমন্ত্রীর আদালত অবমাননাকর এই বক্তব্যের জন্য সুপ্রীম কোর্টের 'বার এসোসিয়েশন' -এর পক্ষে সভাপতি ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন, ৩৩৯ জন আইনজীবীর পক্ষে ব্যারিস্টার রফীকুল হক এবং ১১০ জন বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যের পক্ষে প্রফেসর এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী ৩টি পৃথক পৃথক কনটেম্পট পিটিশন দাখিল করেন। এই ৩টি পিটিশনের রায়ে উপরোক্ত রায় প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, আদালত অবমাননা সংক্রান্ত একটি মামলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ইতিপূর্বেও একবার সতর্ক করা হয়েছিল।

অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রি!

অভাবের তাড়না সহ্য করতে না পেরে এক অভাবগ্রস্ত দম্পতি মাত্র ২৫১ টাকায় তাদের প্রথম নবজাতক সন্তানকে বিক্রি করে দিয়েছে। এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটেছে গত ৩রা নভেম্বর নীলফামারী যেলার কিশোরগঞ্জ উপযেলার কাঠালতলী গ্রামে। গ্রামের দুলাল হোসায়েন অর্থের প্রয়োজনে তার নবজাতক সন্তানকে পার্শ্ববর্তী কেসবা গ্রামের নিঃসন্তান ওয়াহেদুল ইসলামের স্ত্রী আনোয়ারার কাছে বিক্রি করে।

ডালের মধ্যে মরা ইঁদুর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখ মুজীবুর রহমান হলের ক্যান্টিনে ইয়াকূব নামের এক ছাত্রের রাতের খাবারে পরিবেশনকৃত ডালের মধ্যে মরা ইঁদুর পাওয়া গেছে। আস্ত মরা ইঁদুর দেখেই সে চিৎকার দিয়ে উঠে। এ ঘটনায় হলের ছাত্রদের মধ্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ডালের মধ্যে মরা ইঁদুর পাওয়ার পর অনেক ছাত্রই ক্যান্টিনের খাবার আর মুখে দেয়নি। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে জিয়া ও সূর্যসেন হলের ক্যান্টিনে মরা টিকটিকি ও তেলাপোকা পাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

বাংলাদেশের ঘড়ি বিদেশে রফতানী

বাংলাদেশে উৎপাদিত 'দেয়ালঘড়ি' এখন বিদেশে রফতানী হ'তে যাচ্ছে। 'সিটিসান' নামের ব্যক্তিমালিকানাধীন একটি ঘড়ি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এ উদ্যোগ গ্রহণ করছে। প্রথম পর্যায়ে 'সিটিসান'-এর উৎপাদিত ঘড়ি অস্ট্রেলিয়ায় রফতানী হ'লেও পর্যায়ক্রমে তা কুয়েত, ব্রুনাই, ওমানসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশেও বাজারজাত করা হবে। এ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গেছে। চলতি বছরের মাঝামাঝি সময়ে অস্ট্রেলিয়ার ওমেগা পাওয়ার ইকুইমেন্ট কোম্পানীর কর্মকর্তারা বাংলাদেশ সফরে আসেন এবং তারা পুরনো ঢাকার ঘড়ি উৎপাদনের কারখানা দেখে ব্যাপক আগ্রহ প্রকাশ করেন। ওমেগার কর্মকর্তারা কিছু দেয়াল ঘড়ি নমুনা হিসাবে নিয়ে যান। অবশেষে গত ১২ই অক্টোবরে 'ওমেগা পাওয়ার কোম্পানী' 'সিটিসান'-এর তৈরী ঘড়ি অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য চুক্তি সম্পন্ন করে।

৬ মাসে দুর্নীতির কারণে সাড়ে ১১ হাযার কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট

'ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ' দেশে দুর্নীতি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে বলে উল্লেখ করে বলেছে, চলতি ২০০০ সালের প্রথম ৬ মাসে দুর্নীতির কারণে সরকারের ১১ হাযার ৫শ' ৩৪ কোটি ৯৮ লাখ টাকার সম্পদ নষ্ট হয়েছে। ৪ঠা নভেম্বর রোজ শনিবার একদল সিনিয়র সাংবাদিকের সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে 'ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল'-এর এ রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। এ সময় সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশকালে সংগঠনের উপদেষ্টা ও ১৯৯১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য অধ্যাপক মুযাফফর আহমাদ বলেন, বিভিন্ন পত্রিকা থেকে সংগৃহীত তথ্যে দুর্নীতির যে হিসাব পাওয়া গেছে, বাস্তব দুর্নীতির পরিমাণ তার চেয়ে অনেক বেশী। তিনি বলেন, দুর্নীতি আমাদের জাতীয় অগ্রগতিকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে ১ হাযার ৩৪৫টি দুর্নীতি সংক্রান্ত রিপোর্ট যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬৫৫টি ছিল আর্থিক ক্ষতি সংশ্লিষ্ট। বাকী ২১১টি রিপোর্ট ছিল সরকারের বিভিন্ন খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। এসব দুর্নীতির ঘটনায় সরকারের ১১ হাযার ৫শত ৩৪ কোটি ৯৮ লাখ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়, দুর্নীতির কারণে সরকারী সম্পদ ক্ষতির তালিকার শীর্ষে রয়েছে শিক্ষা খাত। এখাতের ক্ষতির পরিমাণ ২ হাযার ৩শ' ৫ কোটি ৪৮ লাখ টাকা।

হজ্জ করার অপরাধে খুন!

ধামরাই উপযেলার সানাড়া ইউনিয়নের দেওনাই গ্রামের হাজী রহমতুল্লাহ মেরুকে (৮০) জমি সংক্রান্ত বিরোধে গত ৬ই অক্টোবর গভীর রাতে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। বর্বর এ হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছে মেরুর স্ত্রী-পুত্র, ভাতিজা, সম্বন্ধী ও সম্বন্ধীপুত্র।

জানা গেছে, হাজী রহমতুল্লাহ সাভার ও ধামরাই এলাকার বিভিন্ন হাটে শাড়ী ও লুঙ্গীর ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক ছিলেন। গত বছর তিনি জমি বিক্রি করে হজ্জ পালন করেছেন। হজ্জে যাওয়ার টাকা চাওয়ায় পুত্র সাইফুল তাকে জুতাপেটা করেছিল। পরিবারের আপত্তি সত্ত্বেও হজ্জ পালন করাই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। জমি বিক্রি করে হজ্জ পালন করলে স্ত্রী-পুত্র মিলে পরিকল্পনা করে বড় শাবল দিয়ে পিটিয়ে দু'পা ভেঙ্গে ও পরে কুপিয়ে হত্যা করে হাজী রহমতুল্লাহকে। এ হত্যাকাণ্ডের সাথে নিহতের শ্বশুরবাড়ীর জমি সংক্রান্ত অপর একটি বিরোধেরও সংবাদ পাওয়া গেছে। খুনীরা এলাকায় ঘোষণা করে যে, চৌকি থেকে পড়ে মারা গেছেন তিনি।

অপরদিকে ১৮ই অক্টোবর লাশ কবর থেকে উত্তোলনের পর মর্গ থেকে কেউ তা গ্রহণ না করায় 'বেওয়ারিছ' হিসাবে তা 'আঞ্জুমানে মুফীদুল ইসলাম' কবর দিয়েছে। খুনীরা গা ঢাকা দিয়েছে। পুলিশ ঘটনা এড়িয়ে যেতে চলেছে।

[পশুত্বের কত নিম্ন সীমানায় নামতে পারে মানুষ? পুলিশ প্রশাসন কি তার চেয়েও নিম্নস্তরে নামেনি? সমাজ, রাষ্ট্র ও প্রশাসনযন্ত্র কারু কি কিছুই করার নেই? এ দেশকে বাঁচাবে কে?- সম্পাদক]

নীলফামারীতে কয়লা খনির সন্ধান

জমিতে সেচের জন্য শ্যালো মেশিনের পাইপ বোরিং করার সময় সদর উপযেলার কুন্দপুকুর ইউনিয়নের উত্তর বালাপাড়া গ্রামে কয়লা খনির সন্ধান পাওয়া গেছে। এ নিয়ে এলাকায় তোলপাড় শুরু হয়েছে। উত্তর বালাপাড়া গ্রামের গ্রাম্য চিকিৎসক অশ্বিনী কুমার রায় ইরি-বোরো জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য শ্যালো মেশিনের পাইপ বোরিং করছিলেন। প্লাস্টিকের পাইপটি মাত্র ৪০ ফুট গভীরে যাওয়ার পর বাধাপ্রাপ্ত হয়। শ্যালো মেশিন মিস্ত্রি মাটির গভীরে পাইপ পৌঁতার চেষ্টা করলে

পাইপের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে কয়লা খণ্ড। এভাবে তারা প্রচুর কয়লা খণ্ড পাইপ দিয়ে উত্তোলন করে। কয়লার সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে ঘটনাস্থলে প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটে। জমির মালিকসহ স্থানীয় জনগণ কয়লা খণ্ডগুলো সংগ্রহ করেছেন। উত্তর বালাপাড়া গ্রামে কয়লার খনি রয়েছে বলে স্থানীয় জনগণ জোর দিয়ে বলেছেন।

ভিক্ষা চাইতে গিয়ে এসিডদগ্ধ!

গত ৪ঠা নভেম্বর রোজ শনিবার দুপুরে বগুড়া শহরের একটি জুয়েলারী দোকানে ভিক্ষা চাইতে গিয়ে আব্দুল মান্নান (৫৫) নামের এক ভিক্ষুক এসিডদগ্ধ হয়। দোকানে ভিক্ষুকের প্রবেশাধিকার ভাল না লাগায় মালিক ক্ষিপ্ত হয়ে ভিক্ষুক আব্দুল মান্নানের পায়ে এসিড নিক্ষেপ করে। এসিড যন্ত্রণায় ভিক্ষুক চিৎকার করে রাস্তায় লুটিয়ে পড়লে লোকজন তাকে দ্রুত বগুড়া মুহাম্মাদ আলী হাসপাতালে ভর্তি করে। এদিকে দোকান মালিক ভিক্ষুক আব্দুল মান্নানকে হাসপাতাল থেকে সরিয়ে অজ্ঞাত স্থানে পাঠিয়ে দেয়। ফলে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা এসিডদগ্ধ আব্দুল মান্নানকে খুঁজে পায়নি। জানা গেছে, এসিডদগ্ধ আব্দুল মান্নান কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারী উপজেলার দক্ষিণ ভিটাইল গ্রামের সফর শেখ এর পুত্র। নদীর ভাঙ্গনে ভিটেমাটি হারিয়ে বগুড়ায় এসে ভিক্ষার মাধ্যমে সে জীবিকা নির্বাহ করত।

রামাযান মাস ও ঈদকে সামনে রেখে ফুটপাতের পজেশন বিক্রি

পবিত্র মাহে রামাযান ও ঈদুল ফিৎর উপলক্ষে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ফুটপাতের পজেশন বিক্রির হিড়িক পড়ে গেছে। ফলে পজেশন বিক্রির অবৈধ ব্যবসা দারুন জমে উঠেছে। প্রতি বর্গফুট ফুটপাতের মাসিক ভাড়া এখন ৫শ' থেকে ৭শ' টাকা। স্থানভেদে এর দামের হেরফের হচ্ছে। গুলিস্তান, মতিঝিল, ফার্মগেট, ফুলবাড়ীয়ার মত জনবহুল এলাকায় এককালীন অগ্রীম বাবদ ৫/১০ হাযার টাকা করেও আদায় করা হচ্ছে। ফলে দেখা যাচ্ছে, মতিঝিল, দিলকুশা, ফকিরাপুল, গুলিস্তান, ফুলবাড়ীয়া, ফার্মগেট, মৌচাক, গাউছিয়া এলাকার প্রতিটি ফুটপাত থেকে প্রতিদিন কয়েক লাখ টাকা করে চাঁদা উত্তোলিত হচ্ছে। পজেশন বিক্রির সাথে সাথে স্লিপের মাধ্যমেও ভ্রাম্যমান হকারদের কাছ থেকে প্রতিদিন ১০/২০ টাকা করে চাঁদা উঠানো হচ্ছে। এই চাঁদা দিয়েও হকারদের শান্তি নেই। কেননা, চাঁদাবাজদের মধ্যে রয়েছে কয়েকটি গ্রুপ। কেউ আসছে হকার্স লীগ, কল্যাণ সমিতি ও ইউনিয়নের নামে। আবার কেউ আসছে স্থানীয় ক্লাব বা রাজনৈতিক সংগঠনের নামে। প্রতিটি স্থানেই যে গ্রুপটি কমন হিসাবে রয়েছে তারা হ'ল পুলিশ। থানার ক্যাশিয়ার সকালে ঘুম থেকে উঠেই কালেকশনে নেমে পড়ে। কোন কোন থানা অবশ্য হকারদের পয়সা উঠানোর জন্য লোক নিয়োগ করেছে। তারা লাঠি ও বাঁশ নিয়ে ফুটপাতের এ মাথা ও মাথা ছুটে বেড়ায়। চাঁদার তারতম্য ঘটলে শুরু হয় উচ্ছেদ অভিযান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুলিশ ঝুড়ি ধরে মালগাড়ীতে তুলে নিয়ে যায় এবং নিজেরা ভাগাভাগি করে নেয়। অনেক ক্ষেত্রে হকাররা সেগুলো টাকার বিনিময়ে ছাড়িয়ে নেয়। এভাবে চাঁদা আদায়ের ফলে সাধারণ হকাররা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। তারা আশংকা করছে, এখন থেকেই ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হ'লে ফুটপাত দখলকে কেন্দ্র করে প্রাণহানিও হ'তে পারে।

[বিভিন্ন দল ও পুলিশ কি তাহ'লে দেশটিকে তাদের চাঁদার বাজার মনে করেছে? -সম্পাদক]

মানসী সিনেমা হলে ইংরেজী ছায়াছবি প্রদর্শন নিষিদ্ধ

'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড' সেন্সর বিহীন ছায়াছবি প্রদর্শনের অভিযোগে ঢাকার বংশালস্থ মানসী সিনেমা হলে ইংরেজী ছায়াছবি প্রদর্শন নিষিদ্ধ করেছে। অভিযোগ রয়েছে যে, এ সিনেমা হলে দীর্ঘদিন থেকে সেন্সর বিহীন ইংরেজী ছবি, এমনকি ইংরেজী ছবির অন্তরালে নীল ছবি প্রদর্শিত হয়ে আসছিল। উল্লেখ্য যে, গত ২২শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুবাল্লিগ আমীর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর নেতৃত্বে ঢাকা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে মানসী সিনেমা হলে ইংরেজী ছবির অন্তরালে নীল ছবি প্রদর্শন বন্ধের দাবীতে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৭১ নং পঞ্চায়েত কমিটির নেতৃবৃন্দ ও এলাকার সর্বস্তরের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও পঞ্চায়েত কমিটির পক্ষ হ'তে জাতীয় দৈনিকে এর বিরুদ্ধে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। এতে প্রশাসনের টনক নড়ে। অতঃপর উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

[সংস্কৃতির নামে দেশের সিনেমা-টিভিতে যে সকল অশ্লীল ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে, তাতে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দ্রুতে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ধ্বংসশীল যুবচরিত্র রক্ষার লক্ষ্যে এবং সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শুধু মানসী সিনেমা হলেই নয় দেশের সকল প্রেক্ষাগৃহকেই নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। -সম্পাদক]

এরশাদ আবারো কারাগারে

আবেগাপ্লুত হাযার হাযার দলীয় নেতা-কর্মী ও বিপুল সংখ্যক স্বতঃস্ফূর্ত জনতার উষ্ণ ভালবাসা নিয়ে হাসতে হাসতে দ্বিতীয়বার কারাগারকে বরণ করলেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদ। বহুল আলোচিত 'জনতা টাওয়ার' দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টের দণ্ডাদেশ অনুযায়ী এইচ এম এরশাদ গত ২০শে নভেম্বর আদালতে আত্মসমর্পণ করলে আইন অনুযায়ী তাঁকে কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণ করা হয়। ৬ বছর কারাবাসের পর ১৯৯৭ সালের গোড়ার দিকে তিনি জেল থেকে জামিনে মুক্তি পান। অতঃপর তাঁকে ৩ বছর ৮ মাস পর আবার নাযীমুদ্দীন রোডের কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রকোষ্ঠের ফেলে আসা সেলে বন্দী হ'তে হ'ল। অবশ্য উচ্চ আদালতের মাধ্যমে অচিরেই জামিনে মুক্তিলাভের দৃঢ় আশাবাদ বুকে ধারণ করেই এরশাদ কারাগারে প্রবেশ করেছেন। জনাব এরশাদ গত ২০শে নভেম্বর সকালে ঢাকার দ্বিতীয় অতিরিক্ত যেলা ও দায়রা জজ আব্দুস সালাম শিকদারের আদালতে আত্মসমর্পন করেন। আদালত তাঁর আত্মসমর্পন আবেদন গ্রহণ করে। পরে তাকে কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যাওয়া যায়। ২০শে নভেম্বর সকাল সাড়ে ১১ টায় জেল কর্তৃপক্ষ জনাব এরশাদকে গ্রহণ করেন। তাকে পুরাতন সেলে রাখা হয়েছে। ইতিপূর্বেও তিনি এখানেই ছিলেন।

উল্লেখ্য, জনাব এরশাদ যে কোর্টে আত্মসমর্পন করলেন, এই আদালতই ১৯৯৩ সালে কাওরান বাজারের জনতা টাওয়ার মামলায় তাকে ও রওশন এরশাদসহ ১৮ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করে। এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করা হয়। হাইকোর্টের রায়ে নিম্ন আদালতের দেয়া ৭ বছরের কারাদণ্ড কমিয়ে ৫ বছর করা হয়। উপরন্তু তাকে প্রায় সাড়ে ৫ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানা অনাদায়ে আরো দুই বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেয়া হয়। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে আপীল আবেদন করা হ'লে আদালত জনাব এরশাদকে প্রথমে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ দেয়। সে অনুযায়ী তিনি গত ২০শে নভেম্বর আদালতে আত্মসমর্পন করেন। অবশেষে তাকে আবারো কারাগারে যেতে হয়।

এদিকে হাইকোর্ট এরশাদকে ৫ কোটি ৪৮ লাখ ৭ হাযার ৮শত টাকা জরিমানা প্রদানের যে আদেশ দিয়েছেন, আপীল বিভাগ তা বহাল রেখেছে। এক্ষেত্রে জরিমানা অনাদায়ে দু'বছরের কারাভোগের যে আদেশ হাইকোর্ট দিয়েছিল, আপীল বিভাগ তা কমিয়ে ৬ মাস করেছে। অর্থাৎ এরশাদ এই জরিমানার অর্থ পরিশোধ করা মাত্র কারামুক্তি লাভ করবেন।

ইনকিলাব সম্পাদকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা

সরকার বাদী হয়ে দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদক এ,এম,এম, বাহাউদ্দীন, প্রকাশক এ,এস,এম, বাকী বিল্লাহ ও আঃ সাঃ মোশাররফের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করেছে। গত ১৩ই নভেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মুহাম্মাদ আমীনুদ্দীন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে রাষ্ট্রের পক্ষে বাদী হয়ে ঢাকা সিএমএম আদালতে এই মামলা দায়ের করেন। বাদী তার আর্জিতে উল্লেখ

করেছেন যে, 'গত ২০শে অক্টোবর শুক্রবার দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার 'উপহার' নামক সাপ্লিমেন্ট-এ জনৈক আঃ সাঃ মোশাররফ, শ্যামলী ঢাকা-এর লিখিত 'প্যারোডি জাতীয় সংগীত' নামক বাংলাদেশের মহান জাতীয় সংগীতের অনুকরণে একটি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা প্রকাশিত হয়। উক্ত রচনা প্রকাশের মাধ্যমে আইনানুগভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও জনরোষ সৃষ্টি করতঃ সরকারকে জনগণ হ'তে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা দণ্ডবিধির ১২৪-এর 'এ' ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধকে চিহ্নিত করে'। উল্লেখ্য, এই মামলা দায়েরের আগে ও পরে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন স্থান থেকে ইনকিলাবের বিরুদ্ধে আরো কয়েকটি রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করেছে।

রাষ্ট্রদ্রোহিতার উক্ত মামলার ফলে ১৪ই নভেম্বরে সকালে দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন) মুহাম্মাদ মঈনুদ্দীনকে কোন গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়াই তাঁর উত্তরার বাসা হ'তে গ্রেফতার করে ১৯৪৭ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে এক মাসের আটকাদেশ দিয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। অবশেষে ২২শে নভেম্বর মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট বিমান বিহারী ১ হাযার টাকা মুচলেকায় তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন।

এদিকে ইনকিলাবের ভাষ্যানুযায়ী, সম্প্রতি দৈনিক ইনকিলাবে দেশের সামরিক ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সাবেক কয়েকজন বরেণ্য সেনা কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। সিরিজ আকারে প্রকাশিত এই সাক্ষাৎকার গুলোতে বাংলাদেশে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর অপতৎপরতা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়। এরপর থেকেই 'র'-এর মাথা খারাপ হয়ে যায়। তারা ইনকিলাবকে ধরার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। অতঃপর একটি প্যারোডির ছুঁতো ধরে তাদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন শুরু হয়। আর সেই ষড়যন্ত্রেরই ফল ইনকিলাবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের।

উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে চলতি সালের ২৩শে এপ্রিল দৈনিক যুগান্তরের বিনোদন ম্যাগাজিন 'বিচ্ছু'-তে জনৈক রিপন রচিত 'ডাইল সংগীত' শিরোনামে ৩৫ লাইনের জাতীয় সংগীতের প্যারোডি প্রকাশিত হওয়ার দীর্ঘ ৬ মাস অতিক্রম করলেও সরকার যুগান্তরের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

ত্রাণ বিতরণ

(১) ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা ঢাকা অফিসের জনাব হাফেয আব্দুল কুদ্দুস ও জনাব সরোয়ার জাহানের সমন্বয়ে ২ সদস্য বিশিষ্ট একটি ত্রাণ টিম গত ১৭/১০/২০০০ইং তারিখে সাতক্ষীরায় পৌঁছান ও ১৮/১০/২০০০ ইং তারিখে যেলার বিভিন্ন দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেন। অতঃপর ১৯/১০/২০০০ইং তারিখে সংগঠনের পক্ষে যেলার ত্রাণ কমিটির আহ্বায়ক ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আলহাজ্জ আব্দুর রহমান সরদার, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আলহাজ্জ মাষ্টার আব্দুর রহমান এবং 'আন্দোলন' ও যুবসংঘের যেলা নেতৃবৃন্দ ও তাওহীদ ট্রাষ্ট আঞ্চলিক অফিসের জনাব সার্বিক সহযোগিতায় ত্রাণ বিতরণ করেন। ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে ছিল পরিবার প্রতি ৫ কেজি চাউল ও ১ কেজি গরুর গোশ্ত। তাঁরা মোট ৪৫০টি কার্ডের মাধ্যমে (১) কলারোয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ত্রাণকেন্দ্রের মাধ্যমে কাকডাঙ্গা, সোনাবাড়ীয়া, কলারোয়া, যুগীখালী ও মানিকহার এলাকায় এবং (২) সাতক্ষীরার কদমতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ত্রাণকেন্দ্রের মাধ্যমে বাঁশদহা, সাতক্ষীরা ও আখড়াখোলা এলাকায় ত্রাণ বিতরণ করেন।

(২) হাইআতুল ইগাছা ঢাকা অফিসের জনাব হাফেয আব্দুল কাদের, ডাঃ রবিউল ইসলাম ও ভিডিও ক্যামেরা ম্যান সহ মোট ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি ত্রাণ টিম গত ২২/১০/২০০০ ইং তারিখে সাতক্ষীরায় আসেন এবং ২৩/১০/২০০০ তারিখে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলার জন্য বরাদ্দকৃত ৪৫০ প্যাকেট ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন। ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে ছিল প্রতি প্যাকেটে ২ কেজি চাউল, ১ কেজি চিড়া, ১ কেজি আখের গুড়, ১ কেজি লবণ, ২ প্যাকেট খাবার স্যালাইন ও ৫টি করে পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট। তাদের ত্রাণ বিতরণে সার্বিক সহযোগিতা করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার ত্রাণ কমিটির আহ্বায়ক আলহাজ্জ আব্দুর রহমান সরদার ও যেলা 'আন্দোলন' ও যুবসংঘের নেতৃবৃন্দ এবং তাওহীদ ট্রাষ্ট আঞ্চলিক অফিসের হিসাব রক্ষক জনাব লুৎফর রহমান।

(৩) ঢাকা যেলাঃ নগদ টাকা ও বিভিন্ন ত্রাণ নিয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার যৌথ উদ্যোগে গত ২২/১০/২০০০ইং তারিখে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি ত্রাণ টিম সাতক্ষীরায় পৌঁছেন। উক্ত ত্রাণ টিমের নেতৃত্ব দেন 'আলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন। অন্যান্য সদস্যের মধ্যে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার সহ-সভাপতি নেছার বিন আহমাদ, 'যুবসংঘ' পুরানো মোগলটুলী শাখার সদস্য মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান ও তাসকীন মাহমুদ এবং পরবর্তীতে ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ' মোগলটুলী শাখার সদস্য মুহাম্মাদ মিন্টু যোগদান করেন। অতঃপর তাঁরা ২৩/১০/২০০০ ইং তারিখে যেলার বিভিন্ন দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেন ও ২৪/১০/২০০০ ইং তারিখে যথাক্রমে মাহমুদপুর হাট খোলা সংলগ্ন ত্রাণ শিবির ও তালবাড়ীয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন। অতঃপর অবশিষ্ট ত্রাণ সামগ্রী বন্যা দুর্গত বিভিন্ন এলাকায় বিতরনের নিমিত্তে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার ত্রাণ কমিটির নিকট হস্তান্তর করেন। অতঃপর উক্ত ত্রাণ সামগ্রী বিভিন্ন দুর্গত এলাকায় সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, বন্যার্তদের জন্য সাহায্যের আবেদন জানিয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ইতিপূর্বে দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন ইসলামী সংস্থা ও ব্যক্তি বর্গের নিকটে লিখিতভাবে আবেদন জানান এবং ইতিমধ্যে অনেকেই উক্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে ও মানবিক তাকীদে সরাসরি এলাকায় এসে অথবা সংগঠনের মাধ্যমে সাতক্ষীরা, যশোর, মেহেরপুর প্রভৃতি দুর্গত এলাকায় ত্রাণ প্রদান করেন।

যমুনা ক্লিনিক

(একটি অত্যাধুনিক বেসরকারী হাসপাতাল)

এখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা সার্জারী, গাইনী, মেডিসিন, চোখ, কান, নাক, গলা ও হাড়জোড়সহ সকল ধরনের অপারেশন ও চিকিৎসা করা হয়।

লক্ষীপুর মোড় থেকে পশ্চিমে, শেরশাহ রোড
(লুরসাব ভিলা)
লক্ষীপুর, রাজশাহী।

বিদেশ

যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতাঃ বাংলাদেশে প্রতি দু'মিনিটে একজন আক্রান্ত

সংক্রামক রোগের মধ্যে বিশ্বে যক্ষ্মার স্থান শীর্ষে। 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' একে বিশ্বে সবচেয়ে গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ বলে অভিহিত করেছে। যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা গোটা বিশ্বে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ১৯৯১ সালে সারা বিশ্বে যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা ছিল ৭৫ লাখ। রোগের সংক্রমণ দ্রুত বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে আশংকা করা হচ্ছে আগামী ২০০৫ সালে এ রোগীর সংখ্যা ১১ কোটি ৯০ লাখে দাঁড়াতে পারে।

বাংলাদেশেও যক্ষ্মা রোগ অসম্ভব ভাবে বিস্তার লাভ করছে। জনস্বাস্থ্যের উপর রোগ বিস্তারের এই প্রবণতা মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। বর্তমানে মোট জনসংখ্যার শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ থেকে যক্ষ্মায় আক্রান্ত মোট রোগীর সংখ্যা ৬০ লাখের উপর দাঁড়িয়েছে। প্রতি ২ মিনিটে ১ জন এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং বছরে নতুন রোগীর সংখ্যা দেড় লাখ করে বাড়ছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশ বাংলাদেশের যক্ষ্মা রোগের এই পরিস্থিতি খুবই মারাত্মক। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ এই শ্রেণীরোগ প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন বিশ্বসংস্থা থেকে প্রচুর সাহায্য পায়। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ সরকারী ব্যবস্থাপনা, উপযুক্ত চিকিৎসার অভাব, অপরিচ্ছন্নতা, জনগণের অসচেতনতা প্রভৃতি কারণে রোগীর সংখ্যা কমে যাওয়া তো দূরের কথা বরং অল্প সময়ে এই সংক্রামক রোগীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে ফিলিপাইন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অনাস্থা

অনেক জল্পনা-কল্পনা ও বিতর্কের পর ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট জোসেফ এস্ত্রাদার বিরুদ্ধে গত ১৩ই নভেম্বর অনাস্থা প্রস্তাব পাস হয়েছে। ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে প্রতিনিধি পরিষদ এই প্রস্তাব পাস করে। ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে সারাদেশ থেকে তার পদত্যাগের দাবী উঠে। ৬৩ বছর বয়স্ক সাবেক চলচ্চিত্র নায়ক এস্ত্রাদা ১৯৯৮ সালে দেশের ইতিহাসের সর্বাধিক ভোট পেয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ফিলিপাইনে এই প্রথম কোন প্রেসিডেন্ট এ ধরনের পরিণতির শিকার হ'লেন। প্রতিনিধি পরিষদ এখন তার বিচার করার বিষয়টি সিনেটে প্রেরণ করেছে।

উগান্ডায় ইবোলা ভাইরাসের আক্রমণে ৭৩ জনের মৃত্যু

উগান্ডার উত্তরাঞ্চলে ইবোলা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৭৩ জনের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গেছে। উগান্ডার মেডিকেল সার্ভিসের মহাপরিচালক ফ্রান্সিস ওমাসাওয়া গত ৩০শে অক্টোবর বলেছেন, বিগত দু'দিনে সেখানে আরও ১৯ জন এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এই নিয়ে ইবোলায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২২৪ জনে পৌঁছেছে। রাজধানী কাম্পালার ৩শ' ৬০ কিলোমিটার উত্তরে গুলু শহর ও এর চারপাশে এই রোগের বিস্তার ঘটেছে। উল্লেখ্য, গত ১৪ই অক্টোবর সর্বপ্রথম ইবোলা ভাইরাস আক্রমণের কথা জানা যায়। এদিকে আশার বাণী যে, এই রোগের প্রতিষেধক হিসাবে বিজ্ঞানীগণ ইতিমধ্যে একটি প্রোটিন আবিষ্কার করেছেন। জায়ারের একটি নদীর নামে এর নামকরণ করা হয়েছে।

১৩ বছরের বালক প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা!

গুয়াতেমালার প্রেসিডেন্ট আলফানসো পোর্টিলো ১৩ বছর বয়সী একটি বালককে তার উপদেষ্টা নিয়োগ করেছেন। এই শিশু উপদেষ্টা শিক্ষা ও পরিবেশ সহ বিভিন্ন যুববিষয়ক ইস্যু নিয়ে কাজ করছেন। প্রশাসনের একজন মুখপাত্র গত ২৩শে অক্টোবর একথা জানান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কর্মকর্তা বলেন, স্যামুয়েল (এসতেবান গোমেজ) নামের ঐ বালকটি প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ ও মন্ত্রীসভার বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছেন। কর্মকর্তা বলেন, সরকারী উপদেষ্টা হিসাবে মনোনীত হওয়ার আগেই স্যামুয়েল ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ইয়ুথ আয়োজিত কর্মসূচী অনুযায়ী একদিনের জন্য প্রেসিডেন্ট এবং একদিনের জন্য কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছেন। স্থানীয় একটি পত্রিকা তাকে একটি বিস্ময়কর প্রতিভাবান বালক হিসাবে অভিহিত করেছে। স্যামুয়েল এ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার প্রস্তুতি হিসাবে স্থানীয় একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে উচ্চতর শিক্ষা নিয়েছেন। তার সম্ভাবনাময় বৈজ্ঞানিক দক্ষতার প্রেক্ষিতে বালকটিকে ভবিষ্যতের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসাবে বিবেচনা করে মার্কিন মহাকাশ সংস্থা 'নাসা' তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের বিষয়ে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। গোমেজ সরকারের তার অবৈতনিক ভূমিকা সম্পর্কে বলেছেন, তিনি তরুণদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করছেন।

বিশ্বের সবচেয়ে ধীরগতির ছাত্র

বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রী লাভের জন্য ২৮ বছর ধরে চেষ্টা করার জন্য ৭০ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে বিশ্বের সবচেয়ে ধীরগতির ছাত্র হিসাবে 'গিনিস বুক অব রেকর্ডস'-এ স্থান দিয়ে সম্মানিত করা হবে।

স্টুয়ার্ট বন্ডউইন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে এই ডিগ্রী লাভের জন্য ২৮ বছর ধরে পড়াশুনা করেছেন। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের সুবিধানুযায়ী পড়াশুনার সুযোগ দেয়। লন্ডনে প্রকাশিত খবরে বন্ডউইনের উদ্ধৃতি দিয়ে স্ট্রেটস টাইবাস জানায়, তিনি পড়াশুনা করতে পসন্দ করেন। কিন্তু সমাপ্তি ঘটাতে চাননি।

ইরাকের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করুন

-জাতিসংঘের প্রতি ১শ' ভারতীয় এমপি

ভারতীয় পার্লামেন্টের ১শ' জনেরও বেশী সদস্য জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে চিঠি লিখে ইরাকের উপর থেকে জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ইউনিসেফের একটি রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে তারা বলেন, এই নিষেধাজ্ঞার ফলে প্রায় ৫০ লাখ ইরাকী শিশু মারা গেছে।

মৃত্যুর ২৫ বছর পর সম্রাট হাইলে সেলাসির লাশ দাফন!

ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসির মৃত্যুর ২৫ বছর পর গত ৫ই নভেম্বর তার লাশ রাজধানী আদ্দিস আবাবায় সর্বশেষ সমাধিস্থলে সমাহিত হয়। এক বিশাল আবেগধর্মী মিছিল তার কফিনের পাশে পাশে অগ্রসর হয়। জাঁকজমকপূর্ণ নানান রঙের পোশাক পরিহিত এবং অভিনব রৌপ্য ফ্রেস সম্বলিত ইথিওপীয় খৃষ্টান ধর্মযাজক ও বিশপরা মধ্য আদ্দিস আবাবার এক সমাধিস্থল থেকে সরিয়ে নেয়ার সময় সেলাসির জন্য বিশেষ প্রার্থনা করেন। সেখানে গত ৮ বছর তার লাশ শায়িত ছিল। সেখান থেকে লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় হাযার হাযার লোক কান্নায় ও শোক-আহাজারিতে কফিনের পাশে লুটিয়ে পড়ে।

১৯৭৪ সালে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগে সেলাসি একাধারে ৪৪ বছর দেশ শাসন করেন। রাস্টাফারিয়ানরা সেলাসিকে দেবতা মনে করে থাকেন। সেলাসি ১৯৭৫ সালে ৮৩ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। বলা হয়ে থাকে ১ বছর আগে যে মার্কসবাদী অফিসারটি ক্ষমতা দখল করেছিল, সে-ই তাকে হত্যা করেছিল। হত্যার পর তার লাশ ময়লা, আবর্জনার স্তূপের মধ্যে লেট্রিনের পার্শ্বে ইট-সুরকি দিয়ে চাপা দেওয়া হয়। হাইলে সেলাসি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, তিনি ছিলেন নবী সোলায়মান (আঃ) ও সাবার রাণী বিলকীসের ২২৫ তম বংশধর এবং

দুই হাযার বছর আগে থেকে এই রাজবংশ আবিসিনিয়া তথা ইথিওপিয়ায় রাজত্ব করে। উল্লেখ্য যে, সম্রাট সেলাসির সময় যখন ভয়াবহ মহামারিতে এবং ক্ষুধার কারণে লাখ লাখ লোক মারা যায়, তখন টেলিভিশনে দেখানো হয় যে, তিনি তার পোষা সিংহ ও কুকুরগুলোকে উৎকৃষ্টমানের খাবার খাওয়াচ্ছেন। ইথিওপিয়ার বর্তমান সরকার সম্রাট সেলাসির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, তিনি তার আমলে কৃষক ও সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে নির্যাতন-নিপীড়ন ও নির্মমতা চালাতেন। উল্লেখ্য, সেলাসির পরিবার কখনও তাকে অমর ভাবেনি। যেখানে তার ভক্তরা বলছেন, তিনি অমর, তিনি এখনও মরেননি, তিনি মরতে পারেন না ইত্যাদি ইত্যাদি।

জন্মনিয়ন্ত্রণের অভিশাপ !

জার্মানীতে শ্রমিক ঘাটতির কারণে প্রতিবছর দুই থেকে আড়াই লাখ লোক আমদানীর সিদ্ধান্ত

জার্মানীর জনসংখ্যা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকায় দেশটিকে প্রতিবছর দুই থেকে আড়াই লাখ লোক বাহির থেকে আমদানী করতে হবে। শ্রমিক স্বল্পতা পূরণের লক্ষ্যে জার্মান সরকারকে এ সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। জার্মানীর অর্থনীতি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর প্রেসিডেন্ট মিঃ ক্লয়াস জিসারম্যান গত ৬ই নভেম্বর বার্লিনা জেইটিং নামক একটি দৈনিকে প্রকাশিত তার নিবন্ধে এ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, প্রতিবছর উল্লেখিত সংখ্যক শ্রমিক আমদানীর পরও ২০২০ সালে দেশটিতে ২০ লাখ শ্রমিকের ঘাটতি থাকবে। এ সংকট কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে চাকুরীতে অবসর গ্রহণ স্থগিত, শিক্ষা গ্রহণের সময় সংক্ষিপ্ত করণ এবং কম যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য করে তুলতে হবে। এ ছাড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে সীমিত সময়ের জন্য বিদেশী শ্রমিকদের ভিসা প্রদানের মাধ্যমে নিয়োগ দিতে হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে বহু উন্নত দেশে অনুরূপ জনসংখ্যা হ্রাসের কারণে জনশক্তির মারাত্মক সংকট দেখা দিয়েছে, যা অতি প্রগতিবাদীদেরকে 'জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি' সম্পর্কে নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে।

মার্কিন তামাক কোম্পানীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দানের রায়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় তামাক কোম্পানীগুলোকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এ সংক্রান্ত যে রায়টি ইতিপূর্বে ঘোষিত হয়েছিল, ফ্লোরিডার একজন বিচারক গত ১৩ই নভেম্বর তা বহাল রেখেছে। ফ্লোরিডার অসংখ্য ধূমপায়ী অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পর মামলা করা হ'লে বিচারক ১৪ হাযার ৫শ' কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য তামাক কোম্পানীগুলোকে নির্দেশ দেন। ১৩ই নভেম্বর ফ্লোরিডার একজন বিচারক ক্ষতিপূরণের অংক নির্দিষ্ট রেখে ইতিপূর্বে দেয়া রায়টি সম্পূর্ণরূপে বহাল রাখেন। এটর্না স্ট্যানলি রোজেনব্লার্ট বলেন, নিয়ামী ডেইড সার্কিট কোর্ট বিচারক রবার্ট কেই রায় পরবর্তী কোন আইনগত পদক্ষেপ নেয়ার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেন। এর ফলে মার্কিন তামাক কোম্পানীগুলো ক্ষতিপূরণ দান সংক্রান্ত রায়ের বিরুদ্ধে কোন আইনগত পদক্ষেপ নিতে পারবে না। রোজেনব্লার্ট বলেন, তার রায় এর আগে দেয়া জুরিদের রায়কেই বহাল রেখেছে।

কিং ফয়ছাল হাসপাতাল তামাক কোম্পানীর বিরুদ্ধে ৫শ' কোটি ডলারের ক্ষতিপূরণ মামলা করবে

সঊদী আরবের একটি হাসপাতাল 'আন্তর্জাতিক টোবাকো কোম্পানী' (আইটিসি) ও তাদের স্থানীয় এজেন্টগুলোর বিরুদ্ধে ৫শ' কোটি ডলারের ক্ষতিপূরণ মামলা দায়ের করবে। উল্লেখ্য, সঊদী আরবে ক্যান্সারসহ অন্যান্য ফুসফুসের রোগের চিকিৎসা বাবদ বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়ে থাকে। রিয়াদে কিং ফয়ছাল স্পেশালিস্ট হাসপাতাল ও গবেষণা কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার আব্দুল মজীদ জাবারাও'র উদ্ধৃতি দিয়ে সঊদী বার্তা সংস্থা জানায়, অজ্ঞাত পরিচয় টোবাকো কোম্পানী ও তাদের স্থানীয় এজেন্টদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার অধিকার তাদের রয়েছে। তিনি বলেন, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত এই হাসপাতালটি এই মামলা পরিচালনার জন্য একজন আইনজীবী নিয়োগ করেছেন এবং স্থানীয় ও আরব হাসপাতালগুলোকে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে।

ফিলিস্তীনে ইসরাঈল যুদ্ধাপরাধে লিপ্ত

--চিকিৎসা অধিকার গ্রুপ

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি চিকিৎসা অধিকার গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত এক গবেষণা কর্মে বলা হয়েছে, ফিলিস্তীনী বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে মাত্রাতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ইসরাঈলী সেনাবাহিনী আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি লংঘন করেছে। ফিজিশিয়ান ফর হিউম্যান রাইট্স (পি এইচ আর) বলেছে, তারা দু'টি জিনিস লক্ষ্য করেছে। প্রথমতঃ ইসরাঈলী সৈন্যরা সবসময় আত্মরক্ষার্থে গুলি চালাচ্ছে না এবং দ্বিতীয়তঃ তারা প্রাণহানি কিংবা আহত হবার ঘটনা এড়ানোর চেষ্টা না করেই ফিলিস্তীনীদের মাথায় কিংবা উরুতে গুলি করছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, যারা গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত বা আহত হয়েছে তারা নিরস্ত্র ছিল। পিএইচআর সদস্যগণ দেখতে পেয়েছেন যে, রামাল্লায় ফিলিস্তীনীরা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করছে এমন কোন লক্ষণ দেখা না যাওয়া সত্ত্বেও ইসরাঈলী সৈন্যরা বেসামরিক ফিলিস্তীনীদের ওপর গুলি বর্ষণ করছে। ইসরাঈলী নিরাপত্তা বাহিনীকে বেপরোয়াভাবে শক্তি প্রয়োগের অনুমতি দেয়া হয়েছে। দু'দিন আগে লন্ডনভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলেছিল যে, ইসরাঈল কর্তৃক মাত্রাতিরিক্তি শক্তি প্রয়োগ যুদ্ধাপরাধের শামিল। পিএইচআর বলেছে, প্রস্তর নিক্ষেপের জবাবে গুলিবর্ষণের মাধ্যমে কাউকে স্থানীয়ভাবে পঙ্গু করে ফেলা মানবাধিকারের চরম লংঘন। গত ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ই অক্টোবর পর্যন্ত পর্যবেক্ষকগণ কেবল দু'টি হাসপাতালে গুলিবিদ্ধ ২২৯৯ জনকে দেখেছেন যে, তাদের অধিকাংশই শিশু ও কিশোর। তারা ইসরাঈলীদের এ বর্বরতার বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ করেছেন।

এক ডজন সন্তান জন্ম দিয়ে বিলিয়ে দিলেন ৬ টি

১৯৯৫ সালের ১৫ মে। ডেনমার্ক আরহামের ক্রিশ্চিনা নরবোর্গ তখন আন্তর্জাতিক শিরোনামে এসেছিলেন এক ডজন শিশু জন্ম দিয়ে। এটা ছিল এক অভাবনীয় ঘটনা। তারপর ৯৭ তে আবারো শিরোনামে আসেন ক্রিশ্চিনা। তবে এ বার খ্যাতির যশে তিনি বিস্মিত করেননি বিশ্ববাসীকে। তিনি তার যমজ ১২ টি বাচ্চার ৬ টিকে বিলিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ দান করে দিয়েছেন আত্মীয়-স্বজন এবং কিছু সন্তানহীন পিতা-মাতাকে। কিন্তু এটাই বা কি করে সম্ভব ! একজন মা কি এমনটি পারে কখনও ? ক্রিশ্চিনার এই কর্মকান্ড অনেকে মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু এর জবাবে ক্রিশ্চিনা বলেন, তার সন্তানদের প্রতি ভালবাসার ঘাটতি নেই। তিনি এ সন্তানগুলো দান করেছেন নিছক স্বইচ্ছায়, বিনা স্বার্থে। তার ইচ্ছা ছিল সন্তান তার নিঃসন্তান দুই আত্মীয়াকে দেয়ার জন্য। পরিস্থিতির আলোকে স্বামীর পরামর্শক্রমে আরও ৪ টি সন্তান সন্তানহীনদের মধ্যে বিতরণ করতে হ'ল। তবে ক্রিশ্চিনা বলেন, একসাথে এতগুলো সন্তান লালন-পালন করাও আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। এরই সুযোগে যদি আমার সন্তান দ্বারা অন্য মায়ের মুখে হাসি ফুটাতে পারি, তাহ'লে এতে দোষের কি আছে ?

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ॥ জর্জ বুশ বেসরকারীভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

গত ৭ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত বর্তমান বিশ্বের প্রধান শক্তিধর রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ফ্লোরিডা রাজ্যের ভোট পুনর্গণনা শেষে ২৭শে নভেম্বর রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী জর্জ ডব্লিউ বুশকে বিজয়ী ঘোষণা

করা হয়েছে। তিনি ডেমোক্র্যাট প্রার্থী আল-গোরের চেয়ে ৫৩৭ ভোট বেশী পেয়ে এই রাজ্যের ২৫টি ইলেক্টোরাল কলেজ ভোট লাভ করেছেন এবং মোট ২৭১টি ইলেক্টোরাল ভোট পেয়ে দেশের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছেন। এদিকে ডেমোক্রেট প্রার্থী আল-গোর এই নির্বাচনী ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, তিনি ফেডারেল সুপ্রীম কোর্টে আইনী লড়াই অব্যাহত রাখবেন।

উল্লেখ্য, প্রাথমিক গণনায় ফ্লোরিডা রাজ্যে জর্জ বুশ ৯৩০ ভোটে এগিয়ে থাকায় তাকে বে-সরকারী ভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু আল-গোর নির্বাচনী ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে ফ্লোরিডা রাজ্যে ভোট গণনায় কারচুপির অভিযোগ এনে প্রাদেশিক সুপ্রীম কোর্টে মামলা করেন। সুপ্রীম কোর্ট ভোট পুনঃগণনার আদেশ দেন এবং এজন্য ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দেন। অতঃপর পুনরায় গণনায় বুশ ৫৩৭ ভোটে এগিয়ে থাকায় তাকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

উল্লেখ্য যে, আমেরিকার ৫০টি অঙ্গরাজ্য ও ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার রেজিষ্টার্ড ভোটাররা নির্বাচনের জন্য প্রতি ৪ বছর পর নভেম্বর মাসের প্রথম সোমবারের পর প্রথম মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য ভোট দেন। বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রই অঙ্গরাজ্য এবং কংগ্রেস নির্বাচনের প্রার্থী মনোনয়নের জন্য প্রাইমারী নির্বাচনের ওপর নির্ভর করে। অঙ্গরাজ্য পর্যায়ে এই নির্বাচন হয়। প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হওয়ার লক্ষ্যে ৫০টি অঙ্গরাজ্যের ৫৩৮টি ইলেক্টোরাল কলেজ ভোটের মধ্যে কোন প্রার্থীকে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে হয়। প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের ইলেক্টোরাল সেই প্রার্থীই পেয়ে থাকেন, যিনি সংশ্লিষ্ট রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ পপুলার ভোট পান।

ইলেক্টোরাল কলেজ হ'ল একটি নির্বাচক মণ্ডলীর নাম, যার সদস্যরা রাজ্যগুলোর রাজনৈতিক কর্মী ও দলীয় সদস্য কর্তৃক মনোনীত হন। সাধারণতঃ দলীয় বিজয়ী এই নির্বাচক মণ্ডলী তাদের সমর্থনকারী প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকেই ভোট দেন। তবে নাও দিতে পারেন। নির্বাচক মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা ৫৩৮। জয়লাভ করার জন্য একজনকে ন্যূনতম ২৭০টি ভোটের প্রয়োজন। কম-বেশী হ'লে সেক্ষেত্রে প্রতিনিধি পরিষদ ইলেক্টোরাল কলেজে সর্বাধিক ভোট প্রাপ্ত তিন জনকে বেছে নিয়ে ভোট দিবেন। এক্ষেত্রে রাজ্য থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যগণ ভোট দেবেন। প্রতিটি রাজ্যের প্রতিনিধি দলের একটি করে ভোট থাকবে।

সমতা নার্সিং হোম

(সরকার অনুমোদিত একটি অত্যাধুনিক বেসরকারী হাসপাতাল)

এখানে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা মেডিসিন, সার্জারী, হাড়জোড়, চক্ষু, নাক, কান, গলা, গাইনি প্রসূতি চিকিৎসা ও এম, আর এবং ডি এণ্ড সি করা হয়।

ব্যবস্থাপনা পরিচালকঃ
ডাঃ এম, এইচ জামান
এম,বি,বি,এস
এক্স সহকারী সার্জন
আর,এম,সি,এইচ

লক্ষ্মীপুর মোড়ের পশ্চিমে, রাজশাহী

সংশোধনীঃ গত সংখ্যায় প্রকাশিত 'মমতা নার্সিং হোম' 'সমতা নার্সিং হোম' হবে। অসাবধানতা বশতঃ ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। - বিজ্ঞাপন ম্যানেজার।

মুসলিম জাহান

ইসরাঈলী নিষ্ঠুরতায় ফিলিস্তীনী মহিলার গাড়ীতেই সন্তান প্রসব

হাসপাতালে যাওয়ার পথে একটি চেক পয়েন্ট অতিক্রমে ইসরাঈলী সৈন্যদের বাধার কারণে একজন ফিলিস্তীনী মহিলা ট্যাক্সিতেই সন্তান প্রসব করতে বাধ্য হন। প্রসব বেদনা ওঠার পর ২৭ বছরের তাকরিত আসুরী ও তার স্বামী আমীন সায়েদ আরম নামক একটি গ্রাম থেকে ট্যাক্সিতে চড়ে রামাল্লাহ'র এক হাসপাতালের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু রামাল্লাহ'র বাইরে একটি চেক পয়েন্টে পৌঁছার পর সৈন্যরা গাড়ীটি থামিয়ে দেয়। তারা বলে, কেউ না, এমনকি প্রসব বেদনায় অস্থির কোন মহিলাকেও শহরে প্রবেশ অথবা এখান থেকে বের হ'তে দেয়া হবে না। মহিলার স্বামী প্রায় ৩১ মিনিট সৈন্যদের কাছে কাকুতি-মিনতি করেন। কিন্তু এতে পাষাণ হৃদয় সৈন্যদের প্রাণ গলেনি। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে মহিলার স্বামী ড্রাইভারকে একটি দুর্গম রাস্তা দিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। গাড়ীতে মহিলার প্রসব বেদনা চরম আকার ধারণ করে এবং কালান্দিয়ায় একটি শরণার্থী শিবিরের হাসপাতালের কাছে পৌঁছে গাড়ীতেই তিনি সন্তান প্রসব করেন। হাসপাতালের চিকিৎসক মা ও রক্তমাখা শিশুটিকে উদ্ধার করেন। তবে মা ও শিশু মোটামুটি সুস্থ রয়েছেন বলে চিকিৎসক রিফাত হোসেন জানান।

ইরানে প্রথম ভূমিকম্প রোধক মসজিদ নির্মাণ

ইরানে ভূমিকম্প থেকে নিরাপদ প্রথম মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। ইরান হচ্ছে বিশ্বের অন্যতম ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা। পুরোপুরিভাবে কাঠের তৈরী এই মসজিদটি ইরানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় নিশাপুর শহরের কাছে অবস্থিত। এই মসজিদটি নির্মাণের জন্য ১৪ মাস সময় লেগেছে। এই মসজিদটি রিখটার স্কেলে ৭ দশমিক মাত্রা পর্যন্ত ভূমিকম্পের আঘাত ঠেকাতে পারে। ইরানে ভূমিকম্প ও মৃদু ভূকম্পন প্রায় নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

সঊদী আরব ইরাকের সাথে সীমান্ত খুলে দিয়েছে

সঊদী আরব ইরাকের সাথে স্থল সীমান্তটি খুলে দিয়েছে। ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের পর থেকে এটি বন্ধ ছিল। জাতিসংঘের এক কর্মসূচীর অধীনে সঊদী রফতানী পণ্য বাগদাদে পাঠাতে খরচ কমানোর জন্য সীমান্ত খুলে দেয়া হয়। এই উদ্যোগের ফলে জাতিসংঘের তেলের বিনিময়ে খাদ্য ও ওষুধের কাঠামোর আওতায় সঊদী রফতানী পণ্য পরিবহনে সুবিধা হবে। বাদশাহ ফাহ্দ-এর নির্দেশে সীমান্ত খুলে দেয়ায় পরিবহন খরচ অর্ধেকে নেমে আসবে।

নওয়াজ শরীফের মৃত্যুদণ্ডের আবেদন আদালতে নাকচঃ যাবজ্জীবন বহাল

সিন্ধুর একটি প্রাদেশিক আদালত পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের বিরুদ্ধে আনীত ছিনতাই অভিযোগ ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল রেখেছে। তবে আদালত সন্ত্রাসের অভিযোগ সংক্রান্ত রায় থেকে তাকে অব্যাহতি দিয়েছে। তিন জজের প্যানেল শরীফকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদানের পরিবর্তে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের একটি আবেদন নাকচ করে দিয়েছে। শরীফ পত্নী কুলছুম বলেন, নওয়াজ শরীফ এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করবেন। উল্লেখ্য, পাকিস্তানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদ ন্যূনতম ২৫ বছর।

ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে ইসরাঈলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বান

ফিলিস্তীন, আল-কুদস আশ-শারীফ ও আরব-ইসরাঈল বিরোধের ব্যাপারে জাতিসংঘের প্রস্তাব বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত সদস্য

দেশসমূহের প্রতি ইসরাঈলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বানের মাধ্যমে কাতারের রাজধানী দোহায় ওআইসির নবম শীর্ষ সম্মেলন শেষ হয়। সম্মেলনে 'দোহা ঘোষণা' নামক প্রস্তাবে আন্তর্জাতিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফিলিস্তীনী জনগণের অধিকারে হস্তক্ষেপ করায় ইসরাঈলের নিন্দা ও ফিলিস্তীনী জনগণের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে জেরুযালেমকে রাজধানী করে একটি স্বাধীন ফিলিস্তীনী রাষ্ট্র গঠনের উপর জোর দেয়া হয়। 'দোহা ঘোষণা'র রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়, ওআইসির সকল রাষ্ট্রের উচিত ইসরাঈলের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা অথবা ঐ দেশের সাথে কোন সম্পর্ক বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া বন্ধ করা। সম্মেলনে আল-কুদসকে রাজধানী করে ফিলিস্তীনী রাষ্ট্রকে স্বীকৃতিদানের জন্য বিশ্বের সকল দেশের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সর্বোপরি সম্মেলনে ইসরাঈলী কারাগারে আটক আরব ও ফিলিস্তীনী বন্দীদের মুক্তির জন্য ইসরাঈলের উপর চাপ সৃষ্টির জন্যও আহ্বান জানানো হয়।

উল্লেখ্য, আগামী ২০০৩ সালে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে ওআইসির পরবর্তী দশম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলে সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পাকিস্তানে দুর্নীতিপরায়ণ কোন রাজনীতিককে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেয়া হবে না

-জেনারেল মোশাররফ

পাকিস্তানের প্রধান নির্বাহী জেনারেল পারভেজ মোশাররফ বলেছেন, দুর্নীতিপরায়ণ কোন রাজনীতিককে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি দেয়া হবে না। পাকিস্তান আওয়ামী তাহরীক (পিএটি) প্রধান আল্লামা তাহেরুল কাদরী ইসলামাবাদে জেনারেল মোশাররফের সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি এ কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, জবাবদিহিতা ছাড়া কেউ রেহাই পাবে না। প্রধান নির্বাহী তার সরকার যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা নিয়ে পিএটি প্রধানের সাথে আলোচনা করেন। তিনি তার আলোচনায় এ মর্মে আশ্বাস দেন যে, জবাবদিহিতা, সুশাসন, একটি নতুন সরকার কাঠামো গঠন এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে দেয়া প্রতিশ্রুতি থেকে তিনি সরে দাঁড়াবেন না।

ওসামা বিন লাদেনকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করা হবে না

-তালেবান

আফগানিস্তানের তালেবান কর্তৃপক্ষ ওসামা বিন লাদেনকে বিচারের জন্য যুক্তরাষ্ট্র কিংবা তৃতীয় কোন দেশের কাছে হস্তান্তর না করার ব্যাপারে তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। ইসলামাবাদে নিযুক্ত তালেবান রাষ্ট্রদূত মৌলভী আব্দুস সালাম জায়েফ ব্রিটিশ হাইকমিশনার হিনারী নিকোলাস সিনোটকে বলেন, ওসামা বিন লাদেন সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত- কোন দেশই এ ধরনের কোন প্রমাণ পেশ করতে পারেনি। তিনি আরো বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে কেউ প্রমাণ পেশ করতে পারলে ইসলামী আইন মোতাবেক আফগানিস্তানের আদালতে আমরা তাঁর বিচার করব।

নাইজেরিয়ায় ১৮২ ট্রিলিয়ন ঘনফুটেরও বেশী গ্যাস মজুদ রয়েছে

নাইজেরিয়ায় ১৮২ ট্রিলিয়ন ঘনফুটেরও বেশী উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদ রয়েছে। গ্যাসের এই মজুদ ৪শ' ৫০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নাইজেরিয়ার উপ-পরিবেশমন্ত্রী ইমাহ ওটোপিজে একথা বলেন। তিনি আরো বলেন, নাইজেরিয়ায় গ্যাস মজুদের পরিমাণ নাইজেরিয়ার উল্লেখযোগ্য অপরিশোধিত তেল মজুদের চেয়ে দ্বিগুণ।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

নতুন ধূমকেতুর সন্ধান

চেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী মাইলোটিসির একটি নতুন ধূমকেতুর সন্ধান পেয়েছেন। এই ধূমকেতুটি মঙ্গলগ্রহ ও বৃহস্পতির মধ্যবর্তী একটি কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। চেক প্রজাতন্ত্রের দক্ষিণ বোহেমিয়া অঞ্চলে অবস্থিত ক্লেট পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ১৯৯১ সালের পর এটি দ্বিতীয় আবিষ্কার। ধূমকেতুর আবিষ্কারক জ্যোতির্বিজ্ঞানী টিসির নামানুসারে নয়া এই ধূমকেতুটির নামকরণ করা হয়েছে। টিসি ধূমকেতুটির টেকনিক্যাল নাম হচ্ছে **পি/২০০০ ইউ ৬**। এটি প্রতি ৭ দশমিক ৩ বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে থাকে। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব যতটুকু এই ধূমকেতু কখনও পৃথিবীর তত কাছাকাছি আসে না। উল্লেখ্য, পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ১৫ কোটি কিলোমিটার।

পৃথিবীর প্রাচীনতম মানব বসতি

১৯৬৫ সালের ২৪শে আগষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ ডঃ লনজলো ভেতরতেজ ইউরোপের হাঙ্গেরী রাষ্ট্রের বুদাপেষ্ট শহর থেকে ৪৮ কিলোমিটার দূরে ভেরতেসৎ সোন্যস নামক স্থানে খুঁজে পেয়েছেন এক আদিম মানব বসতি। তিনি এখানে খননকাজ চালিয়ে আদিম মানব হোমোস্যাপিয়েন্স দ্যালিতে হাঙ্গেরীকাসদের একটি মাথার খুলি আবিষ্কার করেছেন।

তিনি গবেষণা চালিয়ে পরীক্ষা করে বলেছেন, এখানেই প্রায় ৪ লক্ষ ৫০ হাযার বছর আগে একটি মানব বসতি গড়ে উঠেছিল। ভূতত্ত্বের নিরিখে এটা প্লাইসটোসিন যুগের কাছাকাছি এবং এটাই বিশ্বের প্রাচীনতম মানব বসতি।

ধূমপায়ী মায়েদের সন্তানরা উগ্র স্বভাবের হয়

জার্মানীর হাইডেলবার্গে ন্যাশনাল ক্যান্সার কেন্দ্র পরিচালিত নতুন সমীক্ষায় দেখা গেছে, যেসব মায়েরা নিয়মিত ধূমপান করেন, তাদের সন্তানরা উগ্র স্বভাবের হয়ে থাকে এবং তাদের বশে আনা বেশ কষ্টসাধ্য। নিউইয়র্কের মাউন্ট সিনাই স্কুল অব মেডিসিন পরিচালিত এক সমীক্ষার ফলাফলের উদ্ধৃতি দিয়ে কেন্দ্র জানায়, যেসব মা দিনে পাঁচবার কিংবা আরো বেশী সময় ধূমপান করে থাকেন, তাদের সন্তানদের আচরণগত বৈশিষ্ট্যে নেতিবাচক প্রভাব অধূমপায়ীদের তুলনায় বেশী পড়তে পারে। গবেষকরা বলেছেন, ফিনল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ ফলাফলের সাথেও এই সমীক্ষার ফলাফলের সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যাবে। তাদের গবেষণালব্ধ ফলাফলে দেখানো হয়েছে, গর্ভবতী অবস্থায় নিয়মিত ধূমপানকারী মহিলাদের সন্তানরা উগ্র আচরণের অধিকারী হ'তে পারে।

নিউইয়র্ক সমীক্ষা অনুযায়ী গবেষকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, নিকোটিন গ্রহণ এবং অন্যান্য আরো কিছু বিষয় শিশুর মধ্যে অসংলগ্ন আচরণের জন্ম দিয়ে থাকে। সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, অধূমপায়ী মায়েদের তুলনায় ধূমপায়ী মায়েদের সন্তানের নেতিবাচক আচার-আচরণ হওয়ায় ঝুঁকি পাঁচগুণ বেশী।

মানসিক চাপ নিরাময়ে পুষ্টিকর খাদ্য উপকারী

মানুষের মানসিক চাপের সময় খাদ্যাভ্যাস এবং পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাদ্য বিপুল প্রভাব ফেলতে পারে। সম্প্রতি নয়াদিল্লীর চিকিৎসকরা এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেন, এমনকি এক সময়ে উচ্ছ্বসিত সাগর শৈবালও মানসিক চাপ নিরাময়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে বলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ধারণা। তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে মানসিক চাপে ভুগতে থাকলে মানুষ নির্জীব হয়ে পড়ে এবং রোগাক্রান্ত হবার ঝুঁকিতে পড়ে। এ সময় পুষ্টিসমৃদ্ধ ও ভারসাম্যপূর্ণ খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। একজন শরীরবিদ্যা বিশেষজ্ঞ এ কথা বলেন। তবে তিনি একথা বলতেও কসুর করেননি যে, কোন যাদুকরী খাবার মানসিক চাপ প্রতিরোধ বা এর উপসর্গগুলো থেকে মুক্তি দিতে পারে না। কিন্তু সাগর শৈবাল পিরুলিনা থেকে তৈরী দু'টি বড়ি মানসিক চাপ নিরাময় করতে পারে। তিনি আরো বলেন, মাসের কোন এক নির্ধারিত সময়ে মহিলারা অতিরিক্ত মানসিক চাপে ভোগেন। প্রাক মাসিক ধর্মপালনের সময় অনেক মহিলা এই উপসর্গে পড়ে যান। সে সময় বহুমুখী খাবার স্বল্পমাত্রায় কেফিন এবং নিয়মিত পিরুলিন গ্রহণ করাই উত্তম। সে সময় শারীরিক ব্যায়াম বেশ উপকারী।

সাংগঠনিক সংবাদ

ফিলিস্তীনে ইসরাঈলী হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

রাজশাহীঃ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে গত ৮ই নভেম্বর ২০০০ তারিখে হাতেম খাঁ আহলেহাদীছ জামে মসজিদ হ'তে ফিলিস্তীনী মুসলমানদের উপর ইসরাঈলী দখলদার বাহিনীর নগ্ন ও বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে এক গণ মিছিল এবং জিরো পয়েন্ট ও লক্ষ্মীপুর মোড়ে পরপর দু'টি পথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মিছলটি রাজশাহী মহানগরীর প্রধান প্রধান সড়কগুলি পদক্ষিণ করে। পথ সভায় বক্তব্য রাখেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম আযীযুল্লাহ ও অর্থ সম্পাদক শাহীদুয যামান ফারূক। বক্তাগণ ফিলিস্তীনী মুসলমানদের প্রতি সমবেদনা ও সংহতি প্রকাশ করে বলেন, মার্কিনীরা যুগ যুগ ধরে ফিলিস্তীনী সমস্যা জিইয়ে রেখে মুসলমানদের রক্ত ঝরাচ্ছে। অর্ধ শতাব্দী অতিক্রম হওয়ার পরও এ সমস্যার আজও কোন সমাধান হয়নি। জাতিসংঘ এ ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এ সমস্যা সমাধানে মুসলিম রাষ্ট্র গুলিকে এগিয়ে আসতে হবে এবং ইসরাঈলের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামরিক জোট গঠন করতে হবে। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে ফিলিস্তীনী সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ সহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

মহানগরী প্রদক্ষিণ শেষে মিছিল মারকাযে ফিরে এলে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও নির্যাতিত ফিলিস্তিনী ভাইদের মুক্তি কামনা করে দো'আ করেন।

সুধী সমাবেশ

নওহাটা, রাজশাহীঃ গত ১৮ই নভেম্বর শনিবার বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নওহাটা শাখার উদ্যোগে স্থানীয় ইউ,পি মিলনায়তনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনই একমাত্র নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন নওহাটা ইউ,পি চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল গফূর। সমাবেশে প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যক্ষ মুজীবুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন নওহাটা শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল কাইয়ূম। বিশেষ অতিথি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম আযীযুল্লাহ, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন আহমাদ প্রমুখ। বক্তাগণ বলেন, মানুষের সার্বিক জীবনকে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করাই আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সমাজ বিপ্লবের এ মহান আন্দোলনের পতাকা তলে সমবেত হওয়ার জন্য তারা সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন নওহাটা শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম রহমান শিবলী।

ইসলামী সম্মেলন সম্পন্ন

গত ১৯শে নভেম্বর ২০০০ রবিবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী যেলার দামনাশ এলাকার উদ্যোগে পার-দামনাশ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এক বিরাট ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন বিশ্বনবী। তিনি ছিলেন ইহুদী-খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সকল জাতির নবী। তাঁর আদর্শ ছিল অহি ভিত্তিক জীবনবিধান। এই বিশ্বজনীন আদর্শই বিশ্বশান্তির একমাত্র পথ। তিনি বলেন, বাংলাদেশে শান্তি আনতে হ'লে আমাদের সবাইকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শের দিকে, অভ্রান্ত সত্যের উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে যেতে হবে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজাবার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তিনি সবাইকে এই আন্দোলনে শরীক হয়ে অহি-ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

হাট মাধনগর আলিম মাদরাসার অধ্যক্ষ এবং এলাকা সভাপতি মাওলানা এ,বি,এম আহমাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম আযীযুল্লাহ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ভাইস প্রিন্সিপাল ও দারুল ইফতার সম্মানিত সদস্য মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান, দারুল ইফতার সম্মানিত সদস্য ও নওদাপাড়া মাদরাসার শিক্ষক আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ও মাওলানা রুস্তম আলী প্রমুখ।

আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর আঞ্চলিক মারকায উদ্বোধন

গত ১২ই নভেম্বর ২০০০ তারিখে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে মহানগরীর নগরপাড়া আঞ্চলিক মারকায উদ্বোধন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যক্ষ মুজীবর রহমানের সভাপতিত্বে সুধী সমাবেশে মূল্যবান আলোচনা পেশ করেন- 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ও সোনামণি কেন্দ্রীয় সহকারী পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমদ। বক্তাগণ নগরপাড়া আঞ্চলিক মারকায যাতে আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠে এবং এই মারকায যাতে কুরআন-হাদীছের মারকাযে পরিণত হয় সে জন্য সবাইকে জান-মাল দিয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখার উদাত্ত আহ্বান জানান।

যেলাঃ জয়পুরহাট

২৯শে অক্টোবরঃ গত ২৯শে অক্টোবর রোজ রবিবার বাদ আছর জয়পুরহাট যেলার কালাই আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে যথারীতি তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদের ইমাম মাওলানা মোস্তফা কামালের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত তা'লীমী বৈঠকে দো'আ ও তাজবীদ শিক্ষা প্রদান করেন বৈঠকের প্রধান অতিথি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব হাফীযুর রহমান। 'বর্তমান প্রেক্ষাপটে তা'লীমী বৈঠকের গুরুত্ব' শীর্ষক আলোচনায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ বলেন, সর্বকালের সর্বযুগের প্রত্যেক নর-নারীর প্রতি দ্বীন শিক্ষা করা ফরয। অথচ আজ বাংলাদেশসহ সমস্ত পৃথিবীতে মুসলিম সমাজ দ্বীনী শিক্ষা ছেড়ে দিয়ে রেডিও, টেলিভিশন ও ডিস-এ্যান্টিনার মাধ্যমে গান-বাজনা, নগ্ন নাচ ও বেহায়াপনা শ্রবণ ও দর্শনে সদা ব্যস্ত। এমতাবস্থায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মুসলিম সমাজকে অহি-র পথে সমবেত করার লক্ষ্যে তা'লীমী বৈঠকের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, ইসলামে তা'লীমী বৈঠকের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে নিজে পবিত্র কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে তা শিক্ষা দেয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ)*। এজন্য তা'লীমী বৈঠকের মাধ্যমে তাজবীদ সহকারে কুরআন শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদানের সুব্যবস্থা করা হয়েছে।

যেলাঃ রাজশাহী

৩১শে অক্টোবরঃ গত ৩১শে অক্টোবর রোজ মঙ্গলবার বাদ মাগরিব নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে যথারীতি তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন 'রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হ্যারিটেইজ সোসাইটি' বাংলাদেশ অফিস-এর মুদীর শায়খ আবু আব্দুল বার আহমাদ আব্দুল লতীফ। তাঁর বক্তব্যের অনুবাদ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর উপাধ্যক্ষ শায়খ সাঈদুর রহমান। বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত, তাজবীদ ও দো'আ শিক্ষা দেন মারকাযের হেফয বিভাগের প্রধান, হাফেয মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান। শায়খ আহমাদ আব্দুল লতীফ তাঁর বক্তব্যে বলেন, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এর মধ্যে মানব জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধান বিদ্যমান। তাই আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়া মুসলিম মিল্লাতের অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য কর...' *(নিসা ৫৯)*। আল্লাহ আরও বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বলেন না, যতক্ষণ না তাঁর নিকট অহি করা হয়' *(নাজম ৩-৪)*।

অতএব আসুন! সকল পথ, মত ও আদর্শকে দূরে নিক্ষেপ করে অহি-র বিধান বাস্তবায়নে তৎপর হই। আল্লাহ আমাদের সহাই হৌন। আমীন!

৭ই নভেম্বরঃ গত ৭ই নভেম্বর রোজ মঙ্গলবার নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে বাদ মাগরিব যথারীতি তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত, তাজবীদ ও দো'আ শিক্ষা দেন মারকাযের প্রধান হাফেয মাওলানা লুৎফর রহমান। তিনি উপস্থিত ছাত্র, শিক্ষক ও মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে তাজবীদের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং তা'লীমী বৈঠকে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত শিখার আহ্বান জানান।

পরিশেষে তিনি আরবী ক্বায়েদা এবং ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ব্যাপকহারে পঠন, পাঠন এবং বিলিকরণের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

১৪ই নভেম্বরঃ গত ১৪ই নভেম্বর রোজ মঙ্গলবার নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে বাদ মাগরিব তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে 'হুবর ও ছালাত'-এর উপরে গুরুত্বপূর্ণ দারস পেশ করেন ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিক্ষা দেন হাফেয লুৎফর রহমান।

২১শে নভেম্বরঃ গত ২১শে নভেম্বর রোজ মঙ্গলবার নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে বাদ মাগরিব যথারীতি তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে 'ফাযায়েলে রামাযান' বিষয়ে দরসে হাদীছ পেশ করেন, মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। ছালাত আদায়ের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস, এম আব্দুল লতীফ এবং তাজবীদ ও কুরআন শিক্ষা দেন মারকাযের হেফয বিভাগের শিক্ষক হাফেয মুহাম্মাদ ইউনুস।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত রামাযানের করণীয় আমলসমূহ ও ফযীলত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন এবং পরিশেষে উপস্থিত সকলের প্রতি আহ্বান জানান যে, আসুন! অশেষ ছওয়াব ও পুণ্যের মাস রামাযান মাসে আমরা ছিয়াম সাধনার সাথে সাথে কুরআন তেলাওয়াত, অধিক দান-ছাদাক্বাহ ও নফল ছালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করি। তিনি মারকাযের ছাত্র, শিক্ষক এবং 'আন্দোলন' ও তার অঙ্গ সংগঠন সমূহের সর্বস্তরের কর্মীদের প্রতি রামাযানে ত্রিশ পারা কুরআন খতম করার আহ্বান জানান। উপস্থিত সকলে তাঁর আহ্বানে সাড়া দেন। উল্লেখ্য, মারকাযী জামে মসজিদে তারাবীহ্র জামা'আতে দৈনিক এক পাড়া করে কুরআন শুনানোর ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই চালু আছে।

তাবলীগী সফর

লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রামঃ গত ২৫-২৮শে অক্টোবর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ কুড়িগ্রাম যেলার ফুলবাড়ী থানার অর্ন্তগত পূর্ব বখশীপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ও লালমনিরহাট যেলার পাটগ্রাম থানার বুড়িমারী, ডাঙ্গীরপাড়া, শ্রীরামপুর, সালাফী পাড়া, পাবনা পাড়া ও দহগ্রাম-আঙ্গরপোতায় তাবলীগী সফর করেন। তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' লালমনিরহাট সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মাওলানা মনছূর রহমান, তাবলীগ সম্পাদক আব্দুল জলীল,

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' লালমনিরহাট সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মাওলানা মুস্তাফির রহমান, সহ-সভাপতি আশরাফুল আলম ও বুড়িমারী এলাকার দায়িত্বশীল জনাব মোস্তফা কামাল প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এ সময় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন একটি নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন। এই আন্দোলন মুসলিম উম্মাহকে তাওহীদের মর্মকেন্দ্রে জমায়েত করতে চায়। উল্লেখ্য যে, তার সফর সঙ্গীগণ সকলেই বৈঠকসমূহে বক্তব্য রাখেন।

পরিশেষে কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ সালাফী পাড়ায় নবনির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদ শুভ উদ্বোধন করেন এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র শাখা গঠন করেন।

চাঁপাই নবাবগঞ্জঃ গত ৭ই নভেম্বর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাপাই নবাবগ যেলার ইলিশমারী শাখার উদ্যোগে এক তাবলীগী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ এবং 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম।

কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ তার বক্তব্যে বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মানব জাতিকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সার্বিক জীবন গড়ার আহ্বান জানায়। তিনি বলেন, মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ তথা পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অহি-র বিধানকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কিছু গ্রহণ করলে তা নিঃসন্দেহে ইসলাম বহির্ভূত কাজ হবে। আর এজাতীয় আমল আল্লাহ্র নিকটে অগ্রহণযোগ্য। পরিশেষে তিনি উপস্থিত সকল ভাইকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সার্বিক জীবন গড়ার আহ্বান জানান।

নওগাঁঃ গত ১০ই নভেম্বর বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম আব্দুল লতীফ ও মাওলানা আব্দুর রাযযাক নওগাঁ যেলার মান্দা থানার অন্তর্গত হোসেনপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সফর করেন।

হাফেয মুখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী বৈঠকে বক্তাগণ বলেন, বর্তমানের নব্য জাহেলিয়াতের হাত থেকে দেশ তথা জাতিকে মুক্ত করতে হ'লে যাবতীয় তরীকা, ফির্কা, মতবাদ ও ইজম পরিত্যাগ করে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পথ তথা অহি-র পথে ফিরে আসতে হবে। আর এই পথ হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ। অতএব আসুন! সকল প্রাচীন ও নবাবিষ্কৃত পথ ও মত ছেড়ে আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর পতাকাতলে সমবেত হই।

চাঁপাই নবাবগঞ্জঃ গত ১৭ই নভেম্বর বাদ জুম'আ চাঁপাই নবাবগঞ্জ শহরের মাষ্টারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ শাখার উদ্যোগে এক তাবলীগী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জনাব হাসানুদ্দীন মাষ্টার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী বৈঠকে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। তিনি বলেন, আজ আমাদের সমাজের যে চিত্র তাতে কোন ঈমানদার ব্যক্তির চুপ করে বসে থাকা সমীচীন নয়। কারণ সমাজের সর্বস্তরে শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। তাই নিজ নিজ দায়িত্বানুসারে সর্বাত্মক দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখা যরূরী। তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কর্মসূচী সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং সকল শাখায় নিয়মিত সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকের কার্যক্রম শুরু করার আহ্বান জানান।

ইসলামী সম্মেলন

যেলাঃ চাঁপাই নবাবগঞ্জ

গত ৫, ৬ ও ৭ই নভেম্বর রোজ রবি, সোম ও মঙ্গলবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদে' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার বাররশিয়া শাখার উদ্যোগে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) -এর সৌজন্যে নির্মিত বাররশিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে ৩ দিন ব্যাপী এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ বদীউযযামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইসলামী সম্মেলনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার মুহাদ্দেছ ও দারুল ইফতার সম্মানিত সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা), মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (নন্দনগাছী), 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ মাওলানা এস,এম, আব্দুল লতীফ এবং উক্ত মসজিদের ইমাম মাওলানা নযরুল ইসলাম প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

ভণ্ড ফকীরের আক্রমণে যুবসংঘের কর্মী আহত

দৌলতপুর, কুষ্টিয়াঃ ফকীরী মাহফিল করতে না দেয়ায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কর্মী ও ভণ্ড ফকীরদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় যুবসংঘের কর্মী দশম শ্রেণীর ছাত্র কাওছার আলীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গত ৭ই নভেম্বর মঙ্গলবার কুষ্টিয়া পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার দৌলতপুর থানাধীন কিশোরীনগর পশ্চিমপাড়ার মে'রাজ ফকীরের বাড়ীতে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ওরস-মাহফিল করতে গেলে এ ঘটনা ঘটে। প্রায় অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত স্থায়ী সংঘর্ষে উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়। প্রথম পর্যায়ে ফকীররা চরম মার খেয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। অতঃপর রাত দু'টার দিকে যখন এলাকাবাসী ঘুমিয়ে পড়ে, তখন সন্ত্রাসীদের সহায়তায় পুনরায় ফিরে এসে তারা দু'টি আখ মাড়াই ঘরে অগ্নিসংযোগ করে। এতে ৩০ টিন গুড় পুড়ে যায়। এ ব্যাপারে থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/৭১)ঃ মাথার চুল কি পরিমাণ রাখা যায়। ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-ফযলুল হক্ব
বাড়ইপাড়া, সুজানগর, পাবনা।

উত্তরঃ একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চুল বড় রাখা, ছোট রাখা কিংবা প্রয়োজনে ন্যাড়া করা জায়েয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাথায় বড় চুল ছিল *(বুখারী, মুসলিম, ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪১৮৩, ছহীহ নাসাঈ ৫০৭৫, ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৯৪৫)*। বড় চুল তিন ধরনের হয়। সবচেয়ে ছোট 'ওয়াফরা' *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৯৪৬)*। তার চেয়ে একটু বড় 'লিম্মা' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪১৮৩)*। তারচেয়ে একটু বড় 'জুম্মা' *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৯৪৫)*। চুল ছোট রাখা যায় *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৯৪৭; ছহীহ নাসাঈ হা/৫২৫১, ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪১৯০)*। হজ্জ-ওমরা, অসুখ ইত্যাদির প্রয়োজনে মাথার চুল ন্যাড়া করা যায় *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৯৪৮, ছহীহ নাসাঈ হা/৫০৬৩; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪১৯২)*।

তবে এব্যাপারে অমুসলিম ও বিদ'আতীদের অনুকরণ করা যাবে না। বর্তমানে অনেকে খেলোয়াড়, গায়ক, বিভিন্ন শিল্পী এবং অমুসলিমদের অনুকরণে চুল রাখে, যা জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি যে কওমের সামঞ্জস্য হবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়)*।

প্রকাশ থাকে যে, মাথার মাঝখান থেকে সিঁথি করে চুল আঁচড়ানো ইসলামী আদর্শ *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৯৪৪, ছহীহ নাসাঈ হা/৫২৫৩; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪১৮৯)*।

প্রশ্ন (২/৭২)ঃ আমাদের মসজিদে মাইক নেই। তাছাড়া জামা'আতটিও বড়। আযানের শব্দ অনেকেই শুনতে পায়না। এজন্য আযানের আধা ঘন্টা পূর্বে বেল বাজানো হয়। রামাযানের ইফতার ও তারাবীহ -এর জামা'আতের জন্যেও এরূপ করা হয়। এ বেল বাজানো কি জায়েয?

-আব্দুর রাযযাক
কইমারী, জলঢাকা
নীলফামারী।

উত্তরঃ যে কোন ছালাতের জন্য ঘন্টা বাজিয়ে মানুষকে আহ্বান করা কিংবা ইফতার করার জন্য ঘন্টা বাজানো জায়েয নয়। কারণ এতে ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য রয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৪৯)*। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তার রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে ছালাতের জন্য আযানের ব্যবস্থা রয়েছে *(জুম'আ ৯, বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৪১)*। এবং সূর্য অস্ত যাওয়া দেখে ইফতার করার জন্য বলা হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৫)*। অতএব কে শুনতে পেল না পেল সে দিকে লক্ষ্য না করে মুখে বা মাইকে একমাত্র আযানের মাধ্যমেই মানুষকে ছালাতের জন্য ডাকতে হবে এবং সম্ভবমত সূর্যাস্ত দেখেই ইফতার করতে হবে।

প্রশ্ন (৩/৭৩)ঃ স্বেচ্ছায় শ্বশুর কর্তৃক জামাইকে প্রদানকৃত উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েয কি?

-আব্দুর রহমান
বিশ্বনাথপুর, কানসাট
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ শ্বশুরের নিকট থেকে উপঢৌকন কিংবা স্বেচ্ছায় কিছু প্রদান করা হ'লে জামাই তা গ্রহণ করতে পারে। রাসূল (ছাঃ) আগ্রহ সহকারে উপঢৌকন প্রদান করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮২৪)*। আল্লাহ তা'আলা নিকটতর লোককে দান করতে বলেছেন *(বাক্বারাহ ৮৩, ১৭৭)*। তিনি নিকটাত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ করতে বলেছেন *(নিসা ৩৬)*। বিবাহের পরেও মেয়ে পিতার নিকট থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৮৭)*।

প্রশ্ন (৪/৭৪)ঃ বিতর ছালাত তিন রাক'আত পড়ার সময় দু'রাক'আত পড়ে বসতে হবে কি?

-আব্দুল হাফীয
চাঁদপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ
গাইবান্ধা।

উত্তরঃ বিতর এক রাক'আত, তিন রাক'আত, পাঁচ রাক'আত, সাত রাক'আত ও নয় রাক'আত পড়ার একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে *(ছহীহ নাসাঈ হা/১৬১৩-১৬; ছহীহুল জামে' হা/৭১৪৭)*। তবে সাত রাক'আত পড়লে ছয় রাক'আত পর এবং নয় রাক'আত পড়লে আট রাক'আত পর বসতে হবে *(ছহীহ নাসাঈ হা/১৬২১-২৭)*। কিন্তু এক রাক'আত, তিন রাক'আত ও পাঁচ রাক'আত পড়লে মধ্যে বসার কোন প্রমাণ নেই। বরং একটানা পড়ার ছহীহ দলীল রয়েছে। আল্লাহ্র রাসূল এক রাক'আত বিতর পড়তেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২৫৪-৫৫; ইরওয়া হা/৪১৯)*। রাসূল (ছাঃ) কখনও তিন রাক'আত বিতর পড়তেন, তখন মধ্যে বসতেন না *(ছহীহ নাসাঈ হা/১৬০৪-৬, মিশকাত হা/১২৬৫)*। রাসূল (ছাঃ) কখনও পাঁচ রাক'আত বিতর পড়তেন, মধ্যে বসতেন না *(ছহীহ নাসাঈ হা/১৬২০)*। কখনও সাত রাক'আত বিতর পড়তেন ও ছয় রাক'আত শেষে বসতেন। কখনও নয় রাক'আত বিতর পড়তেন ও আট রাক'আত শেষে বসতেন *(ছহীহ নাসাঈ হা/১৬২২; মুসলিম মিশকাত হা/১২৫৭)*। প্রকাশ থাকে যে, ইমাম নাসাঈ বিভিন্ন সূত্রে ১২টি ছহীহ হাদীছ বর্ণনা করেন, যার প্রতিটি একটানা তিন রাক'আত বিতর পড়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইঙ্গিত বহন করে *(ছহীহ নাসাঈ হা/১৬০৩-১০ ও ১৬১৩-১৬)*।

প্রশ্ন (৫/১৫)ঃ ইমামের ভুল হ'লে সহো সিজদা করে সংশোধন করা হয়। কিন্তু মুক্তাদীর ভুল হ'লে করণীয় কি?

-আব্দুল মান্নান
ছালাভরা, কাযীপুর
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ যায়দী মযহাবের বিদ্বান হাদী মুক্তাদীর ভুল হ'লে সহো সিজদার পক্ষে মত পোষণ করেন; কিন্তু মুক্তাদী অবস্থায় কোন ছাহাবী কোন ভুল করলে পরে সহো সিজদা করেছেন বলে জানা যায় না। মু'আবিয়া বিনুল হাকাম সুলামী (রাঃ) মুক্তাদী অবস্থায় ভুলক্রমে কথা বলা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে পরে সিজদায়ে সহো দিতে বলেননি' *(বায়হাক্বী ২/৩৬৫; আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ ইরওয়া ২/১৩২)*।

প্রশ্ন (৬/৭৬)ঃ আমি হস্তমৈথুনে অভ্যস্ত। এটা করা যাবে কি? যদি কেউ করে তাকে ফরয গোসল করতে হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তরঃ হস্তমৈথুন অত্যন্ত গর্হিত ও নাজায়েয কাজ। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত লজ্জাস্থানকে অন্যত্র ব্যবহার করে তারা সীমা লংঘনকারী' *(মুমিনূন ৬)*। শয়তানের ধোকায় পড়ে কেউ যদি এরূপ করে বসে, তাহ'লে তাকে গোসল করতে হবে। কারণ যে কোন ভাবে বীর্য পাঁত হ'লেই গোসল ফরয হয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৩; তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৪১; ছহীহ আবুদাঊদ হা/২১৬-১৭)*।

প্রশ্ন (৭/৭৭)ঃ যে সব ছালাতে ক্বিরাআত সশব্দে করতে হয়, ঐসব ছালাতে মহিলাদের নাকি জোরে ক্বিরাআত করা ওয়াজিব? অন্যথায় সহো সিজদা করতে হবে। বিষয়টি পরিষ্কার জানতে চাই।

-বর্না (বি,এ অনার্স)
সরকারী আযীযুল হক কলেজ, বগুড়া

উত্তরঃ রাসূল (ছাঃ) উম্মে ওয়ারাক্বাহ নাম্মী এক মহিলাকে তার পরিবারের ইমামতী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৫৯২)*। এ হাদীছ নারীদের সরবে ক্বিরাআত জায়েয হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। তবে মহিলাগণ নীরবে ক্বিরাআত করলে সহো সিজদা দিতে হবে একথা ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (৮/৭৮)ঃ স্ত্রীকে মোহর কখন দিতে হবে? তার পরিমাণ কত? মোহর না দিলে পাপ হবে কি?

-রবীউল আউয়াল
বিশ্বনাথপুর, কানসাট
চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ যখন মোহর প্রদান করা সম্ভব হবে, তখনই মোহর প্রদান করবে। মোহর কমবেশীর কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই। রাসূল (ছাঃ) এক লোকের বিবাহ দিয়েছিলেন কুরআন শিখানোর বিনিময়ে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২০২)*। উম্মে সুলায়েম আবু ত্বালহার বিবাহ প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন স্রেফ ইসলাম গ্রহণের শর্তে *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৩২০৯)*। এক লোক তার স্ত্রীর মৃত্যুর পূর্বে মোহর প্রদান করেছিলেন *(হাকেম, ইরওয়া হা/১৯২৪; ঐ ৬/৩৪৫ পৃঃ)*। রাসূল (ছাঃ) লোহার আংটিকেও মোহর হিসাবে গণ্য করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২০২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, শ্রেষ্ঠ মোহর হ'ল যা সহজে পরিশোধ যোগ্য' *(প্রাগুক্ত)*। ওমর (রাঃ) বলেন, তোমরা মোহর বেশী ধার্য কর না। কারণ মোহর যদি পার্থিব মর্যাদার কারণ হ'ত এবং আল্লাহ্র নিকটে পরহেযগারিতার কারণ হ'ত, তাহ'লে আল্লাহ্র নবী তোমাদের অগ্রে থাকতেন। অথচ আল্লাহ্র নবী তার কোন স্ত্রীকে ৪৮০ দেরহামের বেশী প্রদান করেছেন বলে আমি জানিনা *(ছহীহ আবুদাঊদ; মিশকাত হা/৩২০৪)*। অন্য বর্ণনায় ৫০০ দেরহামের কথা রয়েছে *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/১৫৪৩)*। তবে স্বেচ্ছায় স্ত্রীকে মোহর বেশী প্রদান করা যায়। এক ছাহাবী তার স্ত্রীকে সে যুগে এক লক্ষ দেরহাম সমমূল্যের জমি প্রদান করেছিলেন *(হাকেম, আবুদাঊদ, ইরওয়া হা/১৯২৪ ও ৪০)*। বাদশাহ নাজ্জাশী রাসূল (ছাঃ)-এর এক স্ত্রী উম্মে হাবীবাহ্র মোহর প্রদান করেছিলেন। যার পরিমাণ ছিল সেকালে চার হাযার দেরহাম (নাসাঈ, মিশকাত হা/৩২০৮)। খুশীমত মোহর প্রদান আল্লাহ্র আদেশ (নিসা ৪, ২৪)। কাজেই মোহর প্রদান না করলে পাপ হবে।

প্রশ্ন (৯/৭৯)ঃ ছালাতে দাঁড়িয়ে যদি বাজে কল্পনা মনে পড়ে এবং চেষ্টার পরেও দূর না হয়, তাহ'লে ছালাত হবে কি? এবং ঐ সময় করণীয় কি হবে?

-আব্দুর রশীদ
দূর্গাপুর, আদিতমারী
লালমণিরহাট।

উত্তরঃ ছালাতে দাঁড়িয়ে যদি বাজে কল্পনা মনে আসে, তাহ'লে তা দূর করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে, আল্লাহ তা'আলার নিকটে আশ্রয় চাইতে হবে এবং বাম দিকে থুক মারতে হবে। এরপরে বাজে কল্পনা বিদূরিত না হ'লেও ছালাত হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহকে সাধ্যমত ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*। শয়তানের ধোকা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র নিকট পরিত্রাণ চাইতে বলেছেন (অর্থাৎ আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রজীম) বলতে হবে এবং তিনি বামে থুক মারার আদেশ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭)*। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'এরূপ হ'তে থাকলেও তুমি ছালাত আদায় কর' *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/৭৮)*।

প্রশ্ন (১০/৮০)ঃ ভাগ্য কি আল্লাহ কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পূর্ব নির্ধারিত? ভাগ্য কি পরিবর্তনশীল? ভাগ্য কি কর্মফলের উপর নির্ভর করে?

-ফযলুল হক
বারইপাড়া, সুজানগর, পাবনা।

উত্তরঃ ভাগ্য আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পূর্ব নির্ধারিত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আসমান-যমীন সৃষ্টির ৫০ হাযার বছর পূর্বে সৃষ্টজীবের ভাগ্য লেখা হয়েছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯)*। ভাগ্য কর্মের মাধ্যমে বের হয়ে আসে এবং উক্ত কর্মকে তার জন্য সহজ করে দেওয়া হয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮৫)*। তবে আদম সন্তানের অন্তর আল্লাহ্র আঙ্গুলের মধ্যে রয়েছে। তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন পরিবর্তন করেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯)*। যার কারণে রাসূল (ছাঃ)-এ দো'আটি পড়তেন اللّهم يامُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ ভাগ্য নিয়ে তর্ক করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৮)*। ঈমানের অঙ্গ হচ্ছে তাক্বদীরের উপরে বিশ্বাস রাখা *(মুসলিম, মিশকাত হা/২)*। তাক্বদীরকে বিশ্বাস না করলে আমল কবুল হবে না *(ছহীহ আবুদাউদ, মিশকাত হা/১১৫)*।

প্রকাশ থাকে যে, কিছু ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সদাচরণ ও প্রার্থনায় মানুষের বয়স ও অর্থ বৃদ্ধি পায়। এর অর্থ হচ্ছে কল্যাণ ও আনুগত্যের অনুকূলে থাকা, যাতে বরকত প্রদান করা হয় *(বিস্তারিত দেখুনঃ বুলূগুল মারাম হা/১৪৫৪)*।

প্রশ্ন (১১/৮১)ঃ আমাদের বাড়ীর পার্শ্বে মসজিদ। পাঁচ ওয়াক্ত আযানের সময় কুকুর কান্নার সুরে ঘেউ ঘেউ করে। আমরা জানতে চাই এটা ভাল না মন্দ।

-ফিরোযা খাতুন
লক্ষণপুর, শার্শা, যশোর।

উত্তরঃ আযানের সময় শয়তান পালাতে থাকে এবং কুকুর তা দেখতে পায়। সম্ভবতঃ সে কারণেই আযানের সময় কুকুর চিৎকার করতে থাকে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন আযান দেওয়া হয় তখন শয়তান আযান না শুনার জন্য বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালাতে থাকে। আযান শেষ হ'লে ফিরে আসে। আবার একামতের সময় পালিয়ে যায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমরা রাতে কুকুর ও গাধার চিৎকার শুনতে পাও, তখন তোমরা আল্লাহ্র নিকট শয়তান থেকে পরিত্রাণ চাও। কারণ তারা এমন কিছু দেখতে পায় যা তোমরা দেখতে পাওনা *(মিশকাত হা/৪৩০২)*। কাজেই কুকুরের চিৎকারের সময় 'আ'উযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রজীম' বলা ভাল।

প্রশ্ন (১২/৮২)ঃ ইমাম সূরা ফাতেহা পড়ার পর যখন অন্য সূরা পড়বেন, তখন মুক্তাদীগণ চুপ থাকবে না কোন তাসবীহ পাঠ করবে?

-যাকির
সাতক্ষীরা সরকারী কলেজ।

উত্তরঃ ইমাম সূরা ফাতেহা পড়ার পর যখন অন্য সূরা পড়বেন, তখন মুক্তাদীগণ চুপ থাকবেন এবং ইমামের ক্বিরাআত মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা ব্যতীত ছালাত আদায় করে, তার ছালাত ত্রুটিপূর্ণ হয়। একথা তিনি তিনবার বরেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম হে আবু হুরায়রা! আমরা যখন ইমামের পিছনে থাকি? তখন আবু হুরায়রা বললেন, মনে মনে কেবল সূরা ফাতিহা পড় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৩, ৮২৭)*। যোহর আছরের ছালাতে ইমাম ও মুক্তাদীগণ প্রথম দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য সূরাও পড়বেন এবং শেষের দু'রাক'আতে কেবল সূরা ফাতিহা পড়বেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২৮; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৬৯৪)*।

প্রশ্ন (১৩/৮৩)ঃ হাদীছে তরবারী, তীর, বর্শা, ঢাল ইত্যাদি অস্ত্র ব্যবহার করার কথা আছে। এসব অস্ত্রের স্থানে আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করা জায়েয হবে না বিদ'আত হবে?

-আবু তাসকীন
৭৫/১ টুটপাড়া, খুলনা।

উত্তরঃ ইসলাম বিরোধীদের হাতে যখন যেরূপ অস্ত্র থাকবে, তখন মুসলমানের হাতেও সেরূপ অস্ত্র থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা শত্রুর বিরুদ্ধে সম্ভবপর যে কোন প্রস্তুতি গ্রহণ কর, আর ঘোড়া প্রস্তুত করে শক্তি সঞ্চয় কর...' *(আনফাল ৬০)*। সে যুগে শত্রুর হাতে তীর ছিল বলেই রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সাবধান নিশ্চয় শক্তি হচ্ছে তীর (৩ বার) *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮৬১)*। সেকালে ঘোড়ার মাধ্যমে যুদ্ধ হ'ত বলে মুসলমানেরা ঘোড়া পরিচালনার প্রশিক্ষণ নিতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮৭০)*।

প্রশ্ন (১৪/৮৪)ঃ স্ত্রী স্বামীকে কোর্টের মাধ্যমে খোলা তালাক প্রদান করেছে। কিছু দিন পর স্ত্রী স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে চায় স্বামীও নিতে চায়। স্বামী স্ত্রীকে নিতে পারবে কি? আর নিতে হলে বিবাহ পড়াতে হবে কি?

- মাওলানা জামালুদ্দীন
হাটদামনাশ আহলেহাদীছ মসজিদ
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত স্বামী ও স্ত্রী নতুন বিবাহের মাধ্যমে পুনরায় একত্রে ঘর করতে পারবে। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) 'খোলা' করার পর পুনরায় স্বামী-স্ত্রীর নতুন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফৎওয়া দিতেন *(মুহাল্লা ৯/৫১৫ বিস্তারিত দেখুনঃ ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩৩/১০ পৃঃ, তালখীছুল হাবীর ৩/২০৪ পৃঃ, আত-তাহরীক নভেম্বর '৯৮ ২/২২ দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (১৫/৮৫)ঃ আত-তাহরীক মে ২০০০ সংখ্যায় প্রচলিত জাল ও যঈফ পাতায় আপনারা একামতের

দো'আ اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا কে যঈফ বলেছেন। অথচ ফিকহ মুহাম্মদী-এর ১ম খণ্ড ৩১ পৃষ্ঠায় আবুদাউদ শরীফের বরাত দিয়ে ছহীহ হিসাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোনটা সঠিক? আমরা কোনটার উপর আমল করব?

-জুলহাসুদ্দীন
নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ অফিস
গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তরঃ ফিকহ মুহাম্মদী ১ম খণ্ড ৩১ পৃষ্ঠায় আবুদাউদ শরীফের বরাত দিয়ে অত্র দো'আটি পেশ করা হয়েছে মাত্র, সেখানে ছহীহ যঈফের কোন আলোচনা করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, আবুদাউদ শরীফে বেশ কিছু হাদীছ যঈফ রয়েছে। তন্মধ্যে একামতের দো'আর প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটিও যঈফ *(দ্রঃ যঈফ আবুদাউদ, হাদীছ নং ৫২৮)*।

প্রশ্ন (১৬/৮৬)ঃ আল্লাহ্‌র যিকর সরবে করতে হবে না নীরবে? আমাদের এলাকায় একজন পীর তার মুরীদদের নিয়ে আল্লাহু আল্লাহু বলে উচ্চৈঃস্বরে যিকর করেন। আল্লাহু আল্লাহু বলে যিকর করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ ছাক্বিব
চাঁপাবিল, পিরব
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ আল্লাহ্‌র যিকর করাতে হবে নীরবে। আপন মনে, বিনম্র ও ভীত অবস্থায় ও অনুচ্চ স্বরে *(আ'রাফ ২০৫, মারিয়ম ৩)*। আল্লাহ্‌র রাসূল নীরবে যিকর করতে বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩৩)*। তবে যে সব যিকর বা যিকরের স্থানগুলি সরবে এসেছে, তা সরবে পড়াই সুন্নাত। যেমন হজ্জের এহরাম বাধার পর দো'আ অর্থাৎ তালবিয়া পাঠ করা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৪১)*। সূরা ফাতেহা শেষে 'আমীন' সরবে বলা ইত্যাদি *(আবুদাউদ হা/৮৪৫)*। উল্লেখ্য যে, আল্লাহু আল্লাহু শব্দে কোন যিকর নেই। উক্ত মর্মে যে হাদীছটি রয়েছে তার অর্থ হ'ল 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫১৬)*। শায়খ আলবানী বলেন, শুধু আল্লাহ শব্দে যিকর করা বিদ'আত। সুন্নাতে যার কোন ভিত্তি নেই *(মিশকাত ১৫২৭ পৃঃ ১ নং টীকা)*। আর সর্বোত্তম যিকর হচ্ছে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৩০৬)*।

প্রশ্ন (১৭/৮৭)ঃ এক মহিলা প্রায় ৩৬ বছর পূর্বে সাতশত টাকা আত্মসাৎ করে। টাকা কিভাবে খরচ হয়েছে তা কেউ জানে না। পারিবারিক দ্বন্দ্বে তার মৃত্যুর দেড় বছর পূর্বে তার বড় মেয়ের সামনে এ কথা প্রকাশ করে। ঐ মহিলার মৃত্যুর দু'মাস পর তার বড় মেয়ে কথাটা প্রকাশ করে দেয়। ফলে সামাজিক বিচারে মহিলার মালিকানাধীন ৫ বিঘা জমি ছিল উক্ত টাকার মালিককে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ঐ বিচার কি ঠিক হয়েছে জানতে চাই।

-নযরুল ইসলাম
বারো রশিয়া, ইসলামপুর
নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ সমাজের পক্ষ থেকে এ বিচার ঠিক হয়নি। কারণ বিচারের জন্য সাক্ষী যরূরী *(বাক্বারাহ ২৮২, তালাক্ব ২)* এবং দাবীদারের জন্য প্রমাণ যরূরী *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৭৬৯)*। কাজেই উত্তরাধীকারীদের হক্ব নষ্ট করে মৃত ব্যক্তির সম্পদ অন্যের হাতে প্রদান করা যাবে না। তবে মৃত ব্যক্তির ঋণ থাকলে উত্তরাধিকারী তা পরিশোধ করবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৪১)*।

প্রশ্ন (১৮/৮৮)ঃ আমাদের জামে' মসজিদে প্রতি বছর রামাযান মাসে শেষের ১০ দিনের বেজোড় রাতগুলিতে কতিপয় মাওলানা ওয়ায করেন এবং কিছু পারিশ্রমিক নিয়ে চলে যান। এ ধরনের আমল শরীয়ত সম্মত কি?

-হেলালুয্‌যামান
লালবাগ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ রামাযানের শেষের ১০ রাতের বেজোড় রাত্রিগুলি শুধুমাত্র ছালাত, তেলাওয়াতুল কুরআন ও তাসবীহ-তাহলীলের জন্য। রাসূল (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকে ইবাদতের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৮৯)*। রাসূল (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকে ইবাদতের জন্য জোরালো প্রস্তুতি নিতেন। নিজে রাতে জাগতেন এবং পরিবারকে জাগাতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯০)*। রাতে দীর্ঘ সময় ক্বিয়ামের কারণে সাহারীর সময় শেষ হয়ে যাবে বলে ভয় করতেন *(ছহীহ আবুদাউদ, মিশকাত হা/১২৯৮)*। ছাহাবীগণ দীর্ঘ ক্বিয়ামের কারণে লাঠির উপর ভর দিতেন *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২)*। অতএব, একমাত্র ইবাদত ব্যতীত ওয়ায-বক্তৃতা বা খানাপিনার অনুষ্ঠান করা ও আনন্দ-ফূর্তি করা শরীয়ত সম্মত নয়।

প্রশ্ন (১৯/৮৯)ঃ যারা ছিয়াম (রোযা) পালন করে না তাদের ফিৎরা আদায় করতে হবে কি? দলীলভিত্তিক জওয়াব চাই।

-আবুল কাসেম
(প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান)
সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ যারা ছিয়াম পালন করে না তাদেরকেও ফিৎরা আদায় করতে হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপরে ফিৎরা ফরয করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলিম নর-নারী, ছোট-বড়, গোলাম ও স্বাধীন সকলের প্রতি ফিৎরা ফরয করেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৬০ পৃঃ হা/১৮১৫)*। ফিৎরা প্রদান সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ফিৎরা হচ্ছে ছিয়ামের পবিত্রতা ও ফক্বীর-মিসকীনদের খাদ্য *(আবুদাউদ, মিশকাত ১৬০ পৃঃ হা/১৮১৮)*। সুতরাং যাদেরকে মুসলমান বলা যাবে তাদের নিকট হ'তে ফিৎরা আদায় করে গরীব-মিসকীনদের

মাঝে বিতরণ করতে হবে (দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক জুন'৯৯ ১৭/১৪২)।

প্রশ্ন (২০/৯০)ঃ আমরা জানি খাদ্য শস্য দ্বারা ফিৎরা দেওয়া সুন্নাত। কিন্তু বর্তমানে খাদ্যের চেয়ে টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড় ইত্যাদির বিশেষ প্রয়োজন। সেই হিসাবে টাকা দ্বারা ফিৎরা আদায় করা কি শরীয়ত সম্মত নয়? দলীলভিত্তিক জওয়াব চাই।

-ফিরোয আহমাদ
মহিষালবাড়ী, গোদাগাড়ী
রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) খাদ্য বস্তু দ্বারা ফিৎরা আদায় করেছেন এবং বিভিন্ন শস্যের কথা হাদীছে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং খাদ্য শস্য দ্বারা ফিৎরা আদায় করাই সুন্নাত। অতঃপর অবস্থার প্রেক্ষিতে উক্ত শস্য বিক্রি করে প্রয়োজন মত বস্তু ক্রয় করে বিতরণ করা যেতে পারে। কিন্তু টাকা পয়সা দ্বারা ফিৎরা আদায় করা উচিৎ নয় বরং জায়েয। কারণ আল্লাহ্‌র রাসূলের যুগে সোনা-রূপার মুদ্রা বাজারে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তিনি খাদ্য বস্তু দ্বারা ফিৎরা আদায় করেছেন এবং ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫-১৮১৬)*।

প্রশ্ন (২১/৯১)ঃ আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়, সূর্য অস্ত এত মিনিটে আবার দেখা যায় ইফতারী এত মিনিটে। অর্থাৎ সূর্য অস্তের তিন/চার মিনিট পরে ইফতারীর সময় নির্ধারণ করা হয়। এটা কি শরীয়ত সম্মত? অনেকেই দলীল দেন وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ। 'তোমরা রাত্রি পর্যন্ত ছিয়াম পূর্ণ কর'। সুতরাং সূর্য ডুবলেই রাত্রি হয় না। বিধায় একটু দেরী করে ইফতার করলে রাত্রির হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। এর সত্যতা জানতে চাই।

-একরামুল হক্ব
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ সূর্যাস্তের পরেই রাত্রি শুরু হয় এবং সূর্যাস্তের পর পরই ইফতার করা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ)-এর চেয়ে কুরআনের ব্যাখ্যা কেউ অধিক অবগত নন। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) স্পষ্ট করে বলেন, 'লোকেরা ততদিন কল্যাণে থাকবে, যতদিন তারা জলদি ইফতার করবে' *(বুখারী, মুসলিম মিশকাত হা/১৯৮৪ পৃঃ ১৭৫)*। বিলম্বে ইফতার করাকে মহানবী (ছাঃ) ইহুদী-নাছারাদের আচরণ বলেছেন *(আবুদাঊদ ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫)*। অতএব সূর্যাস্তের পর পরই ইফতার করা শরীয়ত সম্মত। কিছুক্ষণ দেরী করা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে অমান্য করার শামিল।

প্রশ্ন (২২/৯২)ঃ তারাবীহ-এর ছালাত চলছে। এমতাবস্থায় এশার ফরয ছালাত আদায়ের নিয়ত করে তারাবীহ'র জামা'আতে শরীক হওয়া যাবে কি? ছহীহ দলীলভিত্তিক জওয়াব চাই।

-তুফান আলী
শার্শা, যশোর।

উত্তরঃ নফল ছালাত আদায়কারীর পিছনে ফরয ছালাত আদায় করা। শরীয়ত সম্মত। মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে এশার ছালাত আদায় করে নিজ গোত্রে গিয়ে ঐ একই ছালাতের ইমামতি করতেন এবং এটা তার জন্য নফল ছালাত বলে গণ্য হ'ত *(তাহাজী ১/২৩৭, দারাকুৎনী ১০২, বায়হাক্বী সনদ ছহীহ আলবানী মিশকাত হা/১১৫১ 'ছালাত' অধ্যায়)*। সুতরাং এশার ছালাত কেউ ইচ্ছে করলে নফল ছালাত 'তারাবীহ'র জামা'আতে শরীক হয়ে আদায় করতে পারে এবং ইমাম সালাম ফিরানোর পর বাকি রাক'আত সমূহ পড়তে পারে। এতে শারঈ কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (২৩/৯৩)ঃ রামাযান মাসে কিছু লোককে দেখা যায় শুধু ছিয়াম পালন করে এবং ছালাত দু'এক ওয়াক্ত পড়ে। এরূপ ছিয়ামের কোন মূল্য আছে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব চাই।

-নে'মাতুল্লাহ
পয়াবী, ফুলপুর
ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ ছিয়াম সাধনা হচ্ছে পানাহার থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে সকল প্রকার অনৈসলামী ক্রিয়া-কলাপ ও মিথ্যা থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকা। অন্যথায় ছিয়াম প্রায় মূল্যহীন। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ (অন্য বর্ণনায়) অনৈসলামী কাজ থেকে বিরত না থাকে, সে ব্যক্তির পানাহার থেকে বিরত থাকাতে আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই *(বুখারী 'ছিয়াম' অধ্যায়, পরিচ্ছেদ নং ৯, হা/১৯০৩)*। ছালাত-এর উপরেই অন্যান্য সকল ইবাদত কবুল হওয়া নির্ভর করে। যেমন নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন মু'মিনের সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার ছালাতের। ছালাতের হিসাব সঠিক হ'লে বাকী আমল সমূহের হিসাব সঠিক হবে। নইলে সবকিছুই বেকার হবে *(তাবারাণী আওসাত্ব হাদীছ ছহীহ)*। সুতরাং ছালাত ব্যতীত ছিয়াম যে মূল্যহীন তা বলাই বাহুল্য। *(আত-তাহরীক মার্চ ৯৯ ১০/৯০ দ্রষ্টব্য)*। তাই বলে ছিয়াম পালনের ফরয তরক করা যাবে না এবং তাকে একই সাথে অবশ্যই পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতে অভ্যস্ত হ'তে হবে।

প্রশ্ন (২৪/৯৪)ঃ ফজরের আযান শুরুর সময় সাহারীর জন্য কিছু খাওয়া যাবে কি? খাওয়া না গেলে ছায়েম কি করবে? এবং খাওয়ার মাঝে যদি ফজরের আযান শুরু হয় তাহ'লে খাওয়া বাদ দিবে না খাওয়া শেষ করবে? দলীলভিত্তিক জওয়াব চাই।

- মে'রাজ হোসাইন
দাউদপুর রোড

চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ফজরের আযান শুরু হ'লে সাহারী খাওয়া শুরু করা যাবে না। বরং না খেয়ে ছিয়ামের নিয়ত করে নিবে। শক্তিতে না কুলালে ক্বাযা করবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা (রামাযানের রাতে) খানাপিনা কর যতক্ষণ না (রাত্রির) কাল রেখা হ'তে ভোরের শুভ্র রেখা স্পষ্ট হয়' *(বাক্বারাহ ১৮৭)*। মা আয়েশা হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা খানাপিনা কর যতক্ষণ না আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম আযান দেয়। কেননা সে ফজর উদয় না হওয়া পর্যন্ত আযান দেয় না' *(বুখারী, মুসলিম, নায়ল ২/১২০)*। বুঝা গেল যে, ফজর উদয় হওয়া পর্যন্তই সাহারীর শেষ সময়। ফজরের পরে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত নয়। তবে খাদ্য বা পানীয় হাতে থাকা অবস্থায় যদি ফজরের আযান হয়ে যায়, তখন খাওয়া শেষ করার হুকুম হাদীছে রয়েছে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৮৮)*।

উপরোল্লেখিত দলীল সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ফজরের আযান পর্যন্ত সাহারী খাওয়া সুন্নাত। খাওয়ার মাঝে ফজরের আযান আরম্ভ হ'লে খাওয়া দাওয়া বন্ধ না করে সাহারী খাওয়া শেষ করা যায়।

প্রশ্ন (২৫/৯৫)ঃ জনৈক ব্যক্তি তাহাজ্জুদ ছালাত নিয়মিত আদায় করেন। রামাযান মাসেও তিনি তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করেন। তারাবীহ পড়েন না। প্রশ্ন হচ্ছে, দুই ছালাতের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? দলীলভিত্তিক জওয়াব চাই।

-আহমাদুল্লাহ
নিউ সাহেবগঞ্জ, রংপুর।

উত্তরঃ তারাবীহ-এর ছালাত হচ্ছে রামাযান মাসের রাতের সেই নফল ছালাত যাকে হাদীছের পরিভাষায় 'ছালাতুল লায়ল' ও 'ক্বিয়ামে রামাযান' বলা হয়েছে। অর্থাৎ অন্য ১১ মাসে রাতের যেই ছালাতকে 'তাহাজ্জুদ' বলা হয়, মাহে রামাযানে সেই ছালাতকেই 'তারাবীহ' বলা হয়। তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ কোন পৃথক দু'টি ছালাত নয়। মহানবী (ছাঃ) রামাযান মাসে পৃথক পৃথক ভাবে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ পড়তেন বলে জানা যায় না *(নায়ল ২য় খণ্ড ২৯৫ পৃঃ; মিরআতুল মাফাতীহ ২য় খণ্ড ২২৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৬/৯৬)ঃ স্ত্রী মারা যাওয়ার পরে স্বামী স্ত্রীর মৃতদেহ দেখতে পারবে কি? দলীল সহ জওয়াব দিবেন।

- নেযামুদ্দীন সরকার
গোপালপুর, ঘোড়াঘাট
দিনাজপুর।

উত্তরঃ মৃত স্বামীকে স্ত্রী ও মৃত স্ত্রীকে স্বামী দেখতে পারবে। এতে শরীয়তে কোন বাঁধা নেই। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) স্বীয় স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, 'যদি আমার পূর্বে তুমি মারা যাও, তাহ'লে আমি তোমাকে গোসল দেব, কাফন পরাব, জানাযা পড়াব ও দাফন করব *(ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৫)*। হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে তার স্বামী হযরত আলী (রাঃ) গোসল দিয়েছিলেন *(বায়হাক্বী ৩/৩৯৭, দারাকুৎনী হা/১৮৩৩, সনদ হাসান দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১২০-২১)*।

স্বামী বা স্ত্রী মারা যাওয়ার পর একে অপরকে দেখতে পারবেনা, গোসল দিতে পারবে না, তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয় ইত্যাদি কথাগুলি দলীল বিহীন ও মনগড়া কথা মাত্র।

প্রশ্ন (২৭/৯৭)ঃ মসজিদে মাইকের ব্যবস্থা না থাকার কারণে সাহারীর সময় বাঁশী বাজানো, সাইরেন বাজানো ও দল বেঁধে ঢোল পিটানো, মাইকে চিৎকার করে ডাকাডাকি ইত্যাদি কি শরীয়ত সম্মত?

- আব্দুল ওয়াহ্‌হাব
মির্জাপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ সাহারীর জন্য আযান দেওয়া সুন্নাত। সেটা মাইক দ্বারা হৌক বা বিনা মাইকে হৌক। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাতে (সাহারীর) আযান দেয়। তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত খাও এবং পান কর যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতূমের (ফজরের) আযান শুনতে পাও' *(বুখারী ১ম খণ্ড ৮৬ পৃঃ; মুসলিম ১ম খণ্ড ৩৪৯ পৃঃ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'বেলালের আযান তোমাদেরকে সাহারী খাওয়া থেকে যেন বাধা না দেয়' *(মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩৫০ পৃঃ)*।

উপরোল্লিখিত হাদীছ দু'টি প্রমাণ করে যে, রামাযান মাসে সাহারী খাওয়ার উদ্দেশ্যে সাধারণ জনগণকে জাগাবার জন্য ফজরের আযানের পূর্বে প্রচলিত নিয়মে সাহারীর সময় বাঁশী বাজানো, পটকা ফুটানো, গজল গাওয়া ও মাইকে চিৎকার করে ডাকাডাকি ইত্যাদি করা শরীয়ত পরিপন্থী ও মনগড়া কাজ। বিশেষ করে সাইরেন ও পটকা ফুটানো ইয়াহুদীদের আচরণ *(বুখারী ৮৫ পৃঃ)*। সুতরাং সাহারীর জন্য আযান দেওয়াই হচ্ছে একমাত্র শরীয়ত সম্মত পন্থা। বুখারী ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, সাহারীর সময় (আযান ব্যতীত) লোক জাগানোর নামে অন্য যেসব কাজ করা হয়, সবই বিদ'আত *(নায়ল ২/১১৯)*।

প্রশ্ন (২৮/৯৮)ঃ গোসলের পর ওযূ করার প্রয়োজন আছে কি? জনৈক মুফতী বলেন, গোসলের পর নতুন ভাবে ওযূ করার প্রয়োজন নেই। কারণ গোসলের দ্বারা ওযূর ফরয অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলো ধোয়া হয়ে যায়। তিরমিযীর এক হাদীছ থেকে জানা যায়, রাসূল (ছাঃ) গোসল করার আগে ওযূ করতেন। গোসলের পর আর অযূ করতেন না। এ বর্ণনাটা কি সঠিক? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আতাউর রহমান
গ্রাম- মুজগুন্নী, চিনাটোলা বাজার

মণিরামপুর, যশোর।

উত্তরঃ নিয়তের সাথে ওযূ সহ গোসলের পর ওযূ ভঙ্গ না হ'লে নতুন করে ওযূ করার প্রয়োজন নেই *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩৫; আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৩)*। গোসলের দ্বারা ওযূর ফরয অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলো ধোয়া হয়ে যায়, অতএব আর ওযূ করার প্রয়োজন নেই বলে যে ফাৎওয়া প্রদান করা হয়েছে তা ঠিক নয়। কারণ এতে ওযূর নিয়ত ও ধারাবাহিকতা বহাল থাকে না, যা অপরিহার্য *(মায়েদা ৬; নায়ল ১/২১৪, ২১৮)*।

প্রশ্ন (২৯/৯৯)ঃ اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا 'গীবত যেনার চেয়েও কঠিন অপরাধ'। কালাম পাকে যেনার শাস্তি নির্ধারিত করা হয়েছে মৃত্যুদণ্ড। এক্ষণে আমার প্রশ্ন, কালাম পাকে নির্ধারিত শাস্তির চেয়ে হাদীছ শরীফে বর্ণিত শাস্তি অত্যন্ত নগন্য। হাদীছ ও কালাম পাকের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ না হ'লে হাদীছটিকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা যায় কি?

- মুহাম্মাদ মহসিন আলী
অর্থনৈতিক উপদেষ্টা (অবঃ)
৪৬৪ উত্তর শাহজানপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন যে, তওবার কারণে আল্লাহ ব্যভিচারের গোনাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু গীবতের সম্পর্ক সরাসরি বান্দার সাথে। যার গীবত করা হ'ল সে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৮৭৪)*। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গীবতের পাপ ব্যভিচারের চাইতে কঠিন ও ভয়ানক। প্রকাশ থাকে যে, না বুঝার কারণে হাদীছ ও কুরআনের মাঝে বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হ'লেও মূলতঃ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ হাদীছ হচ্ছে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী। উল্লেখ্য যে, অনেক সময় পাপ বড় হ'লেও দুনিয়াতে তার জন্য নির্ধারিত কোন শাস্তি নেই। যেমন শিরক সবচাইতে বড় পাপ। অথচ দুনিয়াতে তার কোন শাস্তি নেই।

প্রশ্ন (৩০/১০০)ঃ আমি একজন ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী। কিছু দিনের মধ্যে পদোন্নতি দিয়ে সহকারী তহশিলদার পদে নিয়োগ দান করা হবে। কিন্তু উক্ত পদে সরকারী ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের সময় দাখিলায় সূদ সহ লিখতে হয়। এই চাকুরী করা জায়েয হবে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব চাই।

- আব্দুন নূর (এম,এল,এস,এস)
ইউনিয়ন ভূমি অফিস
শিবপুর, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ যে ক্ষেত্রেই হৌক না কেন সূদের সাথে সম্পর্কিত কাজে সহযোগিতা করা নাজায়েয। কারণ আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল ও সূদকে হারাম করেছেন *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। হযরত জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) সূদ খোর, সূদ দাতা, সূদের হিসাব লেখক ও সাক্ষীদ্বয়ের উপর লা'নত করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত ২৪৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩১/১০১)ঃ চাচাত ভাইয়ের মেয়েকে (ভাতিজীকে) বিবাহ করা জায়েয কি-না দলীলভিত্তিক জওয়াব চাই।

-খালেদ হোসাইন
দিয়াড়মানিক চক, আষাড়িয়াদহ
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ চাচাত ভাইয়ের মেয়ে (ভাতিজী) মুহাররামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ যে ১৪ জন মহিলাকে বিবাহ করা হারাম তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় *(নিসা ২৩)*। বিধায় তাকে বিবাহ করা জায়েয। হযরত আলী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর কন্যা ফাতিমা (রাঃ)-কে বিবাহ করেছিলেন। অথচ ফাতিমা (রাঃ) ছিলেন চাচাত ভাইয়ের মেয়ে।

প্রশ্ন (৩২/১০২)ঃ অর্থ না জেনে শ্রুতিমধুর মনে হ'লেই অনেকেই নাম রেখেছে যেমন কানীয ফাতেমা ইত্যাদি। আমার প্রশ্ন কানীয অর্থ কি? এধরনের নাম রাখা ঠিক হবে কি?

- সুমন
কাদীরগঞ্জ, রাজশাহী।

উত্তরঃ অর্থ বহ ও সুন্দর নাম রাখা উচিৎ। যেন নামের মধ্যে কোনরূপ শির্ক বা অপবিত্রতার প্রকাশ না থাকে 'কানীয' শব্দটির অর্থ চাকরানী বা দাসী *(ফিরোযুল লোগাত ১০৩৮ পৃঃ)*। 'ফাতিমা' সুন্দরতম নামটির পূর্বে কানীয সংযুক্ত না করাই ভাল।

প্রশ্ন (৩৩/১০৩)ঃ কিছু দিন থেকে মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেদেরকে বিবাহ অনুষ্ঠানে আংটি ও স্বর্ণের চেন উপহার দেওয়া হচ্ছে। পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি? অনেকেই প্রেস্টিজ মনে করে স্বর্ণের চেন কিছুক্ষণ গলায় দিয়ে আবার স্ত্রীকে দিয়ে থাকেন। এধরনের করলে কি কোন অসুবিধা আছে?

- সারজেনা খাতুন
পলিকাদোয়া মহিলা দাখিল মাদরাসা
বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ বর্তমানে হারাম বস্তুকে অনেকেই ঘৃণিত প্রথানুযায়ী হালাল মনে করে নিচ্ছে। তন্মধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পুরুষদের জন্য স্বর্ণের বস্তু উপহার দেওয়া যা শরীয়তে হারাম করা হয়েছে। হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের পুরুষদের উপর রেশম-এর কাপড় ও স্বর্ণ হারাম করা হয়েছে এবং নারীদের জন্য হালাল করা হয়েছে *(তিরমিযী ১ম খণ্ড, ১৩২ পৃঃ, নাসাঈ ২য় খণ্ড, ২৮৫ পৃঃ; আহমাদ ৪র্থ*

খণ্ড, ৩৯৪ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ)।

উপরোল্লিখিত হাদীছ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, কিছুক্ষণের জন্য হ'লেও পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম।

প্রশ্ন (৩৪/১০৪)ঃ অনেক ইসলামী সংগঠনের নেতাদের মধ্যে কোন ছোটখাট বিষয়ে যদি মতানৈক্য হয়। তবে একে অন্যের ফাঁক খুঁজার চেষ্টা করে? তাদের ব্যাপারে শারঈ দৃষ্টিতে সমাজের করণীয় কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

- ইসলামুদ্দীন
বেলকুড়ী, মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ আল্লাহ পাক বলেন, 'মু'মিনগণ সকলে পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমরা পরস্পরের মধ্যে এছলাহ করে দাও এবং এ সময় আল্লাহকে ভয় কর, তাহ'লে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হবে' *(হুজুরাত ১০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গোটা মুসলিম জাতিকে একটি দেহ রূপে আখ্যায়িত করেছেন। তার এক অঙ্গ ব্যথাতুর হ'লে সারা শরীর ব্যথাতুর হয়ে যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৩-৫৪)*। তারা একই ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ। এই ভ্রাতৃত্বে কোন আঁচড় নেই। কোন ফাঁক নেই। অতএব কারো কোন ভুল দেখলে বা ভুল করলে সত্যিকার অর্থে মু'মিন হলে সেই ভুল সংশোধন করে দেয়া এবং তারও সংশোধন হওয়া উচিৎ।

প্রশ্ন (৩৫/১০৫)ঃ এক ছেলে কোন এক মহিলার দুধ পান করেছিল। উক্ত ছেলে কি ঐ মহিলার মেয়েকে বিবাহ করতে পারে? এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান জানতে চাই।

- আবুল কালাম আযাদ
সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছেলে যদি দু'বছর বয়সের মধ্যে উক্ত মহিলার দুধ পান করে থাকে, তাহ'লে দুধ মা সাব্যস্ত এবং তার ফলে উক্ত মহিলার মেয়ে দুধ বোন হওয়ায় তাকে বিবাহ করা হারাম। আর যদি দুই বছর পরে দুধ পান করে থাকে, তাহ'লে দুধ মা সাব্যস্ত না হওয়ার ফলে বিবাহ জায়েয হবে। কারণ দুধ পানের সময়সীমা হচ্ছে পূর্ণ দু'বছর *(বাক্বারাহ ২৩৩; বুখারী, তরাজমাতুল বাব ২/৭৬৪)*। এ নির্ধারিত সময়ের পরে কেউ কোন মহিলার দুধ পান করলে সে তার দুধ মা হবে না *(ছহীহ তিরমিযী হা/৯২১, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৯৪৬; মিশকাত হা/৩১৭৩)*।

সবাইকে স্বাগতম

তুফান ঘটক

পাত্র-পাত্রীর সন্ধান

পরিচালকঃ মোঃ সাইদুর রহমান

অফিসঃ-অপূর্ব কমিউনিটি সেন্টার
শালবাগান, রাজশাহী।
অফিস সময়ঃ সকাল ৯টা হইতে ১টা বিকেল ৫টা হইতে রাত ৮টা পর্যন্ত।
ফোনঃ (অনু) ৭৬১১৪৪
বাসাঃ বায়া (হিমালয় কোল্ড ষ্টোরেজ-এর পার্শ্বে)
সময়ঃ সকাল ৬টা হইতে ৯টা পর্যন্ত।

সবাইকে স্বাগতম

তিথী সিল্ক উইভিং এণ্ড প্রিন্টিং ফ্যাক্টরী

প্রোঃ- মোঃ ফারুক আলী

যাবতীয় রেশম কাপড় বুনন ও শিল্পসম্মত উপায়ে ছাপা ও সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

বি-২১৬/১, বিসিক শিল্প এলাকা, সপুরা রাজশাহী।
ফোন নং (অফিস)-৭৬১২২২, (বাসা)-৭৬১৩৮৩।

সবাইকে স্বাগতম

এম,এম, সিল্ক প্রিন্টিং ফ্যাক্টরী

পরিচালকঃ মোঃ মাহমুদুর রহমান

ঐতিহ্যবাহী, আধুনিক ডিজাইনের সিল্ক শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ফ্যাক্টরী ও বিক্রয় কেন্দ্র (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত)
বি-২০৭, বিসিক শিল্প এলাকা, সপুরা রাজশাহী।
ফোন নং-৭৬০৬৯৯।

এম, এস মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, ষ্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দিনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

এম, এস মানি চেঞ্জার
সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী
(সিনথিয়া কম্পিউটারের পিছনে)
ফোনঃ ৭৭৫৯০২, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-০৭২১-৭৭৫৯০২